ইসলামী শরিয়া মূলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিক পথ

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

ইসলামী শরিয়া
মূলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিকপথ

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ইসলামী শরিয়া মূলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিকপথ

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-051-4

শ. প্র. : ৬৬

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট

ঢাকা -১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা - ১২১৭

ফোন : ৯৩৪৫৭৪১,৯৩৫৮৪৩২

দাম : ৭০.০০ টাকা মাত্র

Islami Shariah Mulnitee Bibvranty O Shathikphot. Edited by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wirless Railgate, Dhaka –1217, Phone : 8311292. 1st edition : September 2009.

Price Tk. 70.00 Only

আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান সমূহের অনুবাদ, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময়সভা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একাডেমী তার লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

২০০৫ সাল থেকে একাডেমী গবেষণা স্টাডি বৈঠক নামে একটি গবেষণামূলক বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। প্রতিটি বৈঠকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ, বৈঠকে তাদের আহবান জানানো হয় এবং আলোচ্য বিষয় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়।

বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অংশ গ্রহণকারীগণ প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে আসেন এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ক্রস আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়।

উপস্থিত সকলের বক্তব্যই রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি অধিবেশনের রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এই রিপোর্টগুলো চিন্তাশীল, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ পাঠকদের জন্যে আকর্ষণীয়।

রিপোর্টগুলো পর্যায়ক্রমে আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যক্তি কী বলেছেন- তা তার নাম উল্লেখ করে রিপোর্ট করা হয়েছে। এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি পাঠকদের জন্যে চিত্তাকর্ষক। এ গ্রন্থে যে কয়টি বৈঠকের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে, বৈঠকগুলোতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, গ্রন্থের শেষে তাদের নাম পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করি বিদগ্ধ পাঠক সমাজ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন। আর সে আশা নিয়েই রিপোর্টগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১

ইসলামী শরিয়ার উৎস সুন্নতে রসূল

গবেষণা স্টাডি বৈঠক
মে ২, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত

মে ২, ২০০৫ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা স্টাডি বৈঠক। একাডেমীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে প্রথমদিকে সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন একাডেমীর মাননীয় চেয়ারম্যান, আমীরে জামায়াত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিশেষ ব্যস্ততার কারণে মাগরিবের পর তিনি চলে যাওয়ায় বাকি সময় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহমদ। বৈঠক মডারেট করেন একাডেমীর পরিচালক আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ মোট ৩৯ জন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১৭ জন।

স্টাডি বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো : **ইসলামী শরিয়ার উৎস সুন্নতে রসূল**।

আলোচনার দিক নির্দেশনা ছিলো নিম্নরূপ:

১. হাদিসের সংজ্ঞা কি?
২. সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা কি?
৩. হাদিস ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য কি?
৪. সুন্নাহ সহীহ হবার শর্ত কি কি?
৫. সুন্নাহ্ গায়রে-সহীহ্ হওয়ার কারণ কি কি?
৬. আদত ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য কি কি?
৭. সহীহ সুন্নাহ পাওয়া গেলে তার বিপরীতে ইজতেহাদ, ইজমা, কিংবা কিয়াস গ্রহণযোগ্য কি?
৮. শেষোক্ত প্রশ্নের আলোকে আমাদের দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।
৯. আমাদের সমাজে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ প্রচলনের উপায় কি? এ দু'টির সাথে সাংঘর্ষিক রেওয়াজ দূরীভূত করার উপায় কি?

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আল্লাহর প্রশংসা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করে একাডেমীর পরিচালক ও অনুষ্ঠানের মডারেটর জনাব আবদুস শহীদ নাসিম বৈঠক শুরু করেন।

কুরআন তিলাওয়াত : বৈঠকের শুরুতে কুরআন মজিদ থেকে তিলাওয়াত করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক ড. হাসান মঈনুদ্দীন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উদ্বোধনী ভাষণ : বৈঠকের সভাপতি আমীরে জামায়াত, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও একাডেমীর মাননীয় চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি নিজে কোনো গবেষক নই, দীনের একজন নগণ্য খাদেম মাত্র। এ প্রেক্ষিতে শুধু দীনের খেদমতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করি। তাই মাঠের চাহিদা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা বলতে চাই। মানুষের জন্য ইসলাম। ইসলামে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন থেকে নিয়ে জীবনের সকল দিকের জন্য guidance. ইসলামের কতগুলো মৌলিক দিক রয়েছে। আর এ মৌলিক দিকগুলোকে সামনে রেখে সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামের এ মূলনীতিগুলো কুরআন হাদিসের মধ্যেই রয়েছে। এ জন্যে প্রয়োজন এস্তেম্বাত ও এজতেহাদ। যে যুগে যে সময় আমরা ইসলাম কায়েমের কথা বলি, সে সময়ে সমসাময়িক বিশ্বে এবং নিজের দেশে যেসকল সমস্যা বিরাজ করছে সেগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছাড়া ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনই বাস্তব সম্মত নয়। ইসলামের সংজ্ঞা কুরআন যেভাবে দিয়েছে তাতে পরিষ্কার যে এটা কোনো অবাস্তব জীবন ব্যবস্থা নয়। কুরআন বলেছে : হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হক। ইসলাম- হলো 'আল হুদা' এবং 'দীনুল হক'।

হুদা হলো দিক নির্দেশনা বা guidance. হক হলো বাস্তবসম্মত বা reality. ইসলাম কোনো অবাস্তব জীবন-ব্যবস্থা নয়। বাস্তবসম্মত দীনই হলো ইসলাম। অতএব এ দীনের ভিত্তিতে যদি আজকের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়, তবে মানুষ যেসব সমস্যায় জড়িত সে সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত ধারণা থাকতে হবে এবং এগুলো সমাধানের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অহি নাযিলের সূচনালগ্নে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যে নির্দেশনা ছিলো তা হলো : কুম ফা-আনজির ওয়া রাব্বাকা ফা-কাব্বির। এখানে ফা-আনজির অর্থাৎ সতর্ক করো। সতর্ক সাবধান কিসের ব্যাপারে? আজকের বিশ্বে যদি মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করতে হয় তবে মানুষ কোন্ দিক থেকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কিভাবে কোন দিক থেকে মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সেসব ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আর এ ধারণা নিয়ে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করতে হবে। মানুষকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে, এ অবস্থা থেকে মুক্তি এবং নিস্কৃতি পেতে হলে আল কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আল কুরআন ও সুন্নাহ এ অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দিবে তা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বললে চলবে না। সেটাকে বাস্তবসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করতে হবে।

তাকবির ও ইনজার মূলত দাওয়াতে ইসলামীর একটি positive অন্যটি negative দিক। যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি তা অবাঞ্ছিত, অনাকাংখিত। এটা মানুষের জন্য অকল্যাণকর। এটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাকবির অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ফর্মুলা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

আমি ছাত্র জীবনে ফিক্হের ছাত্র ছিলাম। তখন মুফতি সাহেবদের জন্য লেখা একটি বই- 'আদাবুল মুফতি' আমিও পড়েছি। সেটা মুফতিদের জন্য code of conduct. সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে– 'পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান মুফতির জন্য অপরিহার্য বিষয়।' ওলামায়ে কিরাম মুফতি খেতাবধারী না হলেও তারা উম্মতের অভিভাবক। একজন গাড়ি চালকের যেমন চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, ডানে বামে ও পিছনে দেখার জন্য গ্লাসের দিকে নজর রাখতে হয়, তেমনি আজকের এ বিশ্ব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যদি উম্মতের গাড়ি চালাতে হয় তবে একমুখী দৃষ্টিসম্পন্ন হলে হবে না। নজর ডানে-বামে, সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে সবদিকে রাখতে হবে। অন্যথায় মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। উম্মতের অভিভাকের দায়িত্ব পালনও সম্ভব নয়।

আমি আশা করবো, যারা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভের কিছু সুযোগ পেয়েছেন তারা এ পরিস্থিতিতে কুরআন হাদিসের আলোকে সঠিক ধারণা পেশ করবেন। মনে রাখতে হবে, জ্ঞান অনেকের থাকে, কিন্তু সেটাকে কাজে লাগানো ও বাস্তবে রূপ সবাই দিতে পারে না। জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধি ও প্রায়োগিক ক্ষমতা কমপক্ষে দশ গুণ বেশি থাকতে হবে।

আমি দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই, তাহলো আজকে যারা তথ্য ও গবেষণা নিয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য যুগে যুগে যারা হাদিস সংরক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম করে গেছেন তারা যথেষ্ট অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। কুরআন আল্লাহ হিফাযত করেছেন আর সুন্নতে রসূল হেফাযত হয়েছে আল্লাহর কিছু বান্দাহ্র গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে। সাহাবি, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন রসূল সা.-এর এক একটা হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা সানবিনের যে ব্যবস্থা করেছেন,. সনদ, রাবি, মতন, দেরায়াত নিয়ে যে স্টাডি করেছেন তা আজও বিস্ময়কর। অথচ আজকের দিনে এগুলো নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের বক্তব্য শুনে খুব হতাশ হই।

বর্তমানে তথ্যের নামে তথ্য সন্ত্রাস চলছে। মাঝে মাঝে এটার শিকার আমরাও হই। উম্মতে মুসলিমার প্রচন্ড দুর্দিন যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কোন্ কাজ আগে,

কোন্ কাজ পরে, কোন্ সময় কোন্ কথা বলতে হবে, কোন্ সময় কোন্ কথা বলতে হবে না–এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

তিনি সবাইকে এ বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পর্যালোচনার আহ্বান জানান। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যেসব তথ্য গ্রহণ করা হবে সেগুলোর সূত্র যেন নির্ভুল হয় তারও আহ্বান জানান।

মুহতারাম সভাপতি তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, আমি আপনাদের সামনে মুলত তিনটি কথা বলতে চেয়েছি :

প্রথমত: অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি যথার্থ মূল্যায়নের যোগ্যতা অর্জন।

দ্বিতীয়ত: এজন্য যে তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করতে হবে সে তথ্যগুলোর যথার্থতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে সলফে-সালেহীন যে কষ্ট করেছেন তা আমাদের সামনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত: কোন্ কাজ আগে কোন্ কাজ পরে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে হবে। একশ'টা কাজ করতে হলে সবগুলো কাজ এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। তাই কোন্টা এক নম্বর, কোন্টা দুই নম্বর- এভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সাজানোর দক্ষতা থাকতে হবে।

মূল আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা : মডারেটর প্রথমেই আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করেন। তারপর বলেন, প্রথমে আলোচনা এই তিনটি পয়েন্টের উপর :

হাদিসের সংজ্ঞা কি? সুন্নাহর সংজ্ঞা কি? হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য কি?

ড. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন : হাদিস শব্দের আভিধানিক অর্থ- নতুন জিনিস। এ শব্দটি কাদীম -এর বিপরীত। কুরআন হচ্ছে কাদীম। এর বিপরীত হচ্ছে হাদিস. অর্থাৎ নতুন। পারিভাষিক অর্থে- রসূলের কথা কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে। তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম যদি কোনো কাজ করেন অথচ তিনি তার বিরোধীতা না করেন সেটাও হাদিস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারো কারো মতে সাহাবি ও তাবেয়ীদের কথাকেও হাদিস বলা হয়। যদিও এতে কিছু পারিভাষিক পার্থক্য রয়েছে। সাহাবিদের কথাকে আছার এবং তাবেয়ীদের কথাকে হাদিসে মওকূফ বলা হয়ে থাকে।

সুন্নত শব্দের অর্থ– কর্মনীতি, কর্মপন্থা, তরিকা ইত্যাদি। মুহাদ্দিস ও উসূলবিদদের নিকট হাদিস ও সুন্নাহর সংজ্ঞা প্রায় কাছাকাছি।

ড. এবিএম. মাহবুবুল ইসলাম : তিনি পূর্বের বক্তার বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে তার দেয়া হাদিসের সংজ্ঞার সঙ্গে আরো যোগ করেন– হাদিস হচ্ছে রিপোর্ট, কথপোকথন (conversation)। এর অর্থ হলো সংঘটিত কোনো ঘটনা বা occurrence বা নতুন সংবাদ। সান্নাহ অর্থ আইন প্রণয়ন করা - to make an

act. সামাজিক রীতিনীতি অথবা custom ইত্যাদির practice. সুন্নাহ অর্থ আইন বা প্রথা। ইসলামের পরিভাষায় সুন্নাহ হলো মহানবীর জীবনের আচার আচরণ, নিয়মবিধি অর্থাৎ রসূল হিসেবে তিনি যা করেছেন তাই সুন্নতে রসূল।

এখানে সুন্নাহ আইন নীতি ও ইতিহাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রসূল সা.-এর পূর্বে আরবরা তাদের নিয়ম প্রথাকে সুন্নাহ বলতো। রসূল আগমনের পর থেকে রসূলের আচার-আচরণকে সুন্নতে রসূল বলা হয়।

মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, সুন্নাহ ও আছার হাদিস অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উসূলবিদগণ সুন্নাহকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখেছেন। তারা বলেছেন, শুধুমাত্র রসূলের কথাই সুন্নাহ।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : রসূল সা.-এর যুগ বা যুগের বিবরণও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। তাতে আবু জেহেলের কথাও আছে। আবু জেহেলের ষড়যন্ত্রের কথাও আছে। রসূলের যুগের ইতিহাস-কাহিনীও আছে। এগুলো হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং হাদিস ও সুন্নাহর পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আলোচনা আরো স্পষ্ট ও গভীরভাবে করা দরকার।

ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর : মুহাদ্দিসগণের মতে যা- রসূলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তাই হাদিস। প্রকৃতপক্ষে আদৌ সেটা রসূলের কথা কিনা সেটা পরে যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপার। যে সব কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি রসূলের নামে বর্ণিত হয়েছে তাই হাদিস। বাস্তবে সেটা রসূলের হতেও পারে, নাও হতে পারে। এজন্যই হাদিস গায়রে-সহীহ হওয়ার প্রশ্ন উঠে।

সুন্নাহ এবং হাদিসের মাঝে মৌলিক যে পার্থক্য, সেটা হলো রসূল যেটা করেছেন সেটা যেমন সুন্নাহ, তেমনি রসূল যেটা করেননি সেটাও সুন্নাহ। আর হাদিস হলো রসূলের কাজ, কথা, মৌন সম্মতি তাঁর গুণ ও তাঁর সময়কালের বর্ণনা। এখানে না করা বিষয় হাদিস নয়।

ডা. মো. মতিয়ার রহমান : কুরআনে শুধুমাত্র হাদিস তাকেই বলে, যা হুবহু তার কথাকে উপস্থাপন করে। এখানে বাক্য, শব্দ, সেমিকলন, দাড়ি, কমা সব যদি ঠিক থাকে তবেই কুরআনের ভাষায় তাকে হাদিস বলে। আমরা আমাদের গবেষণায় যেটা পাই সেটা হলো মুসলমান জাতির মাঝে যে ভুল ধারণার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে সেটা হাদিস থেকে অথবা সেটা হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে।

কুরআনের ভাষায় এবং হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায় হাদিসের সংজ্ঞায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। কেননা হাদিস শাস্ত্রে হাদিস বলতে রসূলের তিন চার স্তরের পরের ব্যক্তিরা নিজের ভাষায় রসূলের যে কথা প্রকাশ করেছেন তাই হাদিস। প্রকৃতপক্ষে এগুলো যাচাই বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলাম নিয়ে যতো বিভ্রান্তির হচ্ছে তা কেবল হাদিস থেকেই হচ্ছে। এজন্য সহীহ হাদিস বলা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে এটা জানার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া সহীহ হাদিস যাচাইয়ের দরকার আছে কিনা এটাও বিবেচনার বিষয়।

ড. মানযুর-এ ইলাহী : সুন্নাহর সংজ্ঞায় মুহাদ্দিস, উসূলবিদ ও আক্বাঈদ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট রসূলের সমস্ত বর্ণনাই সুন্নাহ। এমনকি তাঁকে দেখতে কেমন ছিলো সেই বর্ণনাও সুন্নাহের অন্ত র্ভুক্ত। উসূলবিদদের মতে, যা শরিয়াতের দলিল হতে পারে- তাই সুন্নাহ। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাহ বিদয়াতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।

ড. হাসান মঈনুদ্দীন : সুন্নাহ ও হাদিসের সংজ্ঞা প্রায় একই। হাদিস সংকলনের যে ধারা তাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। একজন অন্যজন থেকে হাদিস নকল করেছেন বলে যে সেটা ভুল -এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়।

মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদঃ সুন্নাহ হলো স্থায়ী কর্মনীতি যার পরিবর্তন নেই। এটা মানতেই হবে এবং পালন করতে হবে। আর হাদিস হলেই সুন্নাহর মতো স্থায়ী কর্মনীতি নয়। হাদিসে সুন্নাহ মেনে চলার তাগিদ এসেছে কিন্তু সব হাদিসই সুন্নাহ নয়।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম : ড. হাসিম কামালির মতে, সুন্নাহর অর্থ স্থায়ী কর্মনীতি এবং তিনি সুন্নাহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক. রসূল সা. নবী ও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে যেসব বিধান জারি করেছেন। দুই. যেটা মানুষ হিসেবে অভ্যাসগতভাবে করেছেন। এই শেষোক্তগুলোর আইনগত মর্যাদা তেমন নেই।

মুফতি আবু ইউসুফ : সুন্নতে রসূল এটা ফারসি শব্দ। তাই এভাবে বললে ভালো হয়- ইসলামী শরিয়ার উৎস রসূলের সুন্নত। রসূলের আমল দু'ভাগে বিভক্ত- ১. জায়েজুল ইত্তেবা অর্থাৎ রসূলের যেসব আমল অনুসরণ করা বৈধ, ২. হারামুল ইত্তেবা অর্থাৎ রসূলের যেসব আমল অনুসরণ করা অবৈধ। যেমন- ৯টা বিয়ে করা। মূলত জায়েযুল ইত্তেবা-র ক্ষেত্রে সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর হাদিস জায়েযুল ইত্তেবা ও হারামুল ইত্তেবা উভয়কেই সামিল করে। তাই প্রত্যেকটা সুন্নাহ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সব হাদিস সুন্নাহ-র অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাওলানা আহসান ফারুক : সুন্নত ইসলামের সমস্ত প্রায়গিক বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত। কুরআন ও হাদিসের আলোকে রসূল সা.-এর শরীয়তের সমস্ত কাজই সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো শরীয়তের বাস্তব কোনো আমল বা কর্ম নয় তবে রসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা হলো হাদিস।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক : প্রথমেই সুন্নতে রসূলের গুরুত্ব ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা হয়ে পরে সংজ্ঞা ও পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হলে ভালো হতো। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদিসকে সীমিত এবং সুন্নাহকে ব্যাপক মনে করেন। তারা রসূল সা.-এর জন্ম থেকে মৃত্যু ও সাহাবীদের কথা কর্মকেও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে হাদিস থেকে সুন্নাহ প্রশস্ত।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : ইসলামী শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। ইসলামী শরিয়ার উৎস যে সুন্নাহ, সে সুন্নাহকে আমরা এখানে আলোচনায় এনেছি।

'কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতু রাসূলিহি' বলতে রসূল সা. যে সুন্নাহ বুঝিয়েছেন অর্থাৎ যে সুন্নাহ ইসলামী শরিয়ার দলিল, সেই সুন্নাহ্ই আজকের আলোচ্য।

হাদিস-এর আলোচনা আমরা এ কারণে এনেছি যে, আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা আছে- যে কোনো হাদিসকেই সুন্নতে রসূল হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়। হাদিস হলেই যে সেটা সুন্নতে রসূল নয়, এই সত্য কথাটা আমাদের সমাজে উপলব্ধি করানো দরকার। ঈমাম বুখারি রহ. হাদিসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি। তিনি রসূলের কথা, কাজ, সম্মতি ছাড়াও রসূলের যাবতীয় কার্যক্রম এবং তাঁর যুগের ইতিহাসকেও হাদিস বলেছেন। সেভাবেই তিনি সহীহ বুখারির নামকরণ করেছেন। রসূলের জীবন এমনকি আইয়ামে জাহেলিয়ার ইতিহাসকেও অনেকে হাদিস হিসাবে অভিহিত করেছেন। যেমন- আয়েশা রা. বর্ণিত একটা হাদিস। জাহেলি যুগে এক মহিলার অনেকগুলো স্বামী থাকতো। সন্তান হলে মহিলা ইঙ্গিত করতো এটি অমুকের সন্তান। এটাও হাদিস, অথচ এখানে রসূলের কথা, কাজ, তাকরীর নেই। এটা জাহেলি যুগের ঘটনা। এটা হাদিস হিসেবে হাদিস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এজন্য হাদিস হচ্ছে ব্যাপক। তাই রসূলের কথা, কাজ, তাঁর অনুমোদন, সমর্থন, মৌনসম্মতি, তাঁর যুগের যাবতীয় ইতিহাস, তিনি আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন সেগুলো এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে এ সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

আর সুন্নাহ হচ্ছে- সীমিত। সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর রসূল হিসেবে তাঁর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং তিনি যা করতে বলেছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো। অর্থাৎ সুন্নাহ হচ্ছে শরীয়তের দলিল। এ সুন্নাহ পাওয়া যাবে হাদিসে। কুরআনেও সুন্নাহ আছে। গোটা সুন্নাহ সংরক্ষিত হয়েছে হাদিসের মধ্যে। কিন্তু সব হাদিস সুন্নাহ নয়। তবে সুন্নাহ পাওয়া যাবে হাদিসে। অতএব হাদিস হচ্ছে ব্যাপক আর সুন্নাহ হচ্ছে সীমিত।

সুন্নাহ সহীহ হবার শর্ত কি কি? সুন্নাহ গায়রে সহীহ হওয়ার কারণ কি কি?

ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর : এ বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু হাদিস থেকে সুন্নাহ পাওয়া যায়। তাই হাদিসটা সহীহ কি-না তা জানতে হবে। হাদিস সহীহ হওয়ার শর্ত ৫টি :

১. হাদিসের সনদ থাকতে হবে, সনদটা মুত্তাসিল হতে হবে।
২. সকল রাবী আদেল হতে হবে।
৩. বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি প্রখর হতে হবে। বক্তব্য মুখস্ত রাখার শক্তি এবং শুনার পর হুবহু বলার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৪. একজামিন এবং ক্রস একজামিন করতে হবে। সহীহ হাদিস কিভাবে নির্ণয় করা হয় এ ব্যাপারে আমাদের অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদিস নির্ণয় করেছেন এভাবে– যেমন কোর্টে ১জন বিচারক ৫জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করেন ক্রস একজামিনের মাধ্যমে। ৫ জন

সাক্ষীর সাক্ষ্যে কারো ফাঁসি হয়, কারো বেকসুর খালাস হয়। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য সঠিক কিনা ১জন জজ তা যেভাবে বিচার করেন, হাদিসের রাবীর বর্ণনা সঠিক কিনা ১জন মুহাদ্দিস তেমনভাবে তা নির্ণয় করেন। অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তাবিঈদের যুগে এসে যখন একটা হাদিস সংকলন করেন তখন তারা ঐ হাদিসটা বিভিন্ন সূত্রে সংকলন করেছেন। যেমন কেউ যদি বলেছেন, আমি আবু হুরায়রা থেকে শুনেছি, তবে মুহাদ্দিসগণ আবু হুরায়রার অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছেন যে, তারা এমন হাদিস আবু হুরায়রা থেকে শুনেছেন কিনা? এভাবে সবার বর্ণনা এক জায়গায় করে সংখ্যাধিক্যে যাদের বর্ণনা এক হয় তাদেরটা গ্রহণ করা হয়েছে। এটাকে বলে শূযুয। শায না হওয়াটা হাদিস সহীহ্ হবার একটি শর্ত। অর্থাৎ যদি প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন রাবির বর্ণনার সাথে অন্যান্য রাবির বর্ণনা সাংঘর্ষিক হয় তবে সেটা সহিহ্ হাদিস নয়।
৫. চারটি শর্ত পাওয়া গেলেও যদি কোনো গোপন ক্রুটি পাওয়া যায় তবে সে হাদিস সহীহ হবে না। এটাকে বলে ইল্লত।

ড. জামাল উদ্দিন : কোনো ব্যক্তির ষাট বছর পর্যন্ত যদি স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে তাহলে তখনকার হাদিস আলাদা করা হয়েছে। ষাট থেকে পয়ষট্টি বছরের হাদিস আলাদা করা হয়েছে। এরপর স্মৃতিশক্তি কমে গেলে তাও আলাদা করা হয়েছে। হাদিস অনেক পরে লিখিত হয়েছে বলে অপ:প্রচার রয়েছে। মোস্তফা আল আদামী বলেন, ৫২ জন সাহাবী হাদিস লিখে রেখেছেন এবং বয়োজ্যৈষ্ঠ তাবেঈগণের মধ্যে হাদিস লেখক-সংকলক হিসেবে ৯৯ জনের নাম পাওয়া যায়। শুধু যে স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে তা নয়, ইতিহাসে হাদিস লিখে রেখেছেন এমন সাহাবী ও তাবেঈ মিলে ১৫২ জনের নাম পাওয়া যায়। হাদিস লিখে রেখেছেন এমন ৪০৩ জন রাবীর নাম পাওয়া যায়। তবে প্রাথমিক যুগে, কুরআনের সাথে যেন হাদিসের সংমিশ্রন না হয়, সে জন্য হাদিস লিখে রাখতে নিষেধ করা হয়ে ছিলো।

খলিলুর রহমান আল মাদানী : সহীহ হাদিসের একটি শর্ত হলো হাদিসটি মুয়াল্লাল হবেনা। অর্থাৎ রাবির হাদিস বর্ণনায় কোনো ক্রুটি থাকবে না। ক্রুটি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন, রাবি যদি ব্যক্তিগত জীবনে কোনো শরী'ঈ আমলের খেলাপ করেন, মিথ্যা বলেন, এমনকি রাস্তায় খেতে খেতে হেঁটেছেন এমন রাবির হাদিসও মুয়াল্লালের অন্তর্ভুক্ত।

ডা. মো. মতিয়ার রহমান : সহীহ হাদিস নামকরণ করলো কে? এ নামকরণ রসূল ও সাহাবিগণ করেননি। একথাটি এসেছে আরো পরে। আমার মতে, সহীহ কথাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। কারণ হলো সহীহ কথাটির অর্থ নির্ভুল। সুতরাং সহীহ হাদিস বলতে বুঝা যায়- নির্ভুল হাদিস। এখানে বলা হয়েছে ৫টি শর্ত পাওয়া গেলে সেটা সহীহ হাদিস। পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলেই হাদিসটা যে সহীহ তা কিন্তু নয়। কারণ, এই সহীহ হাদিসকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদি নির্ভুল হয় তবে তো তাকে চারভাগে ভাগ করার দরকার নেই। সত্য যা সত্যই, তাকে তো

আবার ভাগ করার দরকার হয় না। এই নামকরণটা মুসলিম জাতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যা নির্ভুল নয় তা সহীহ বলে চালানো হচ্ছে। সুতরাং সহীহ নামকরণ নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

প্রফেসর ড. আজহারুল ইসলাম : পাঁচটা শর্তের সাথে আরেকটা শর্ত হওয়া উচিত। তা হলো, হাদিসটা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। সব শর্ত পূরণ হলেও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেটা হাদিস হতে পারে না। তিনি বলেন, ৫টা শর্ত পাওয়া গেলেও সেটা সহীহ নাও হতে পারে। কারণ হলো, ৪ খলিফার পর কিছু লোক নিজেদের সুবিধার্থে বানোয়াট কথাকে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়। এমন ঘটনাও আছে, খলীফা আবদুল মালেকের সময় একজন জাল হাদিস প্রস্তুতকারী ধরা পড়েছে। সে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার জাল হাদিস সমাজে হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছে। এই কথা যখন প্রমাণ হলো তখন বাদশাহ আবদুল মালেক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ড তাকে ঠিকই দেয়া হয়েছে কিন্তু হাদিসগুলো তো আর সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি। এসব জাল হাদিসের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল বাণী সমস্ত হাদিস বিশ্লেষণ করে ১৫ খণ্ডে মওজু ও জাল হাদিস সিরিজ নামে বই বের করেছেন। প্রতি খণ্ডে ৫০০ করে হাদিস রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। এ রকম একটা হাদিস হলো: 'আমার সাহাবারা নক্ষত্র স্বরূপ। তাদের একজনকে অনুসরণ করলে যে কেউ হেদায়াত পাবে।'

যেহেতু হাদিস ছাড়া সুন্নাহ পাওয়া যাবে না, সুতরাং হাদিসটা সহীহ হতে হবে। যতো মতবিরোধ, মতপার্থক্য, ফেরকা হাদিসকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে। বেদয়াতগুলো হাদিসের কথা বলে সংগঠিত হচ্ছে। চ্যানেল আই-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে মিলাদের ব্যাপারে আরবীতে বানোয়াট হাদিস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তারা এমনও বলেছে যে, রসূল জীবিত অবস্থায় কোনো সাহাবীর বাসায় গেলেন তারা তখন রসূলের মিলাদ পড়ছিলেন। তাই এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

ড. খন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর : একথা মনে রাখা দরকার, আমরা যে আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে হাদিসকে বিশুদ্ধ করতে চাই, তার চেয়েও হাজার গুণ আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে সাহাবী তাবেঈগণ হাদিসকে সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন। আমরা আমাদের ঈমানকে দেখি যে, প্রথমে গাড়ি-বাড়ি করবো, এরপর হাদিস তথা ইসলামের খেদমত করবো। আর সে যুগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণ বাড়ি চেনেননি, গাড়ি চেনেননি, ঘর চেনেননি, দরজা চেনেননি, না খেয়ে শাসকদের দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। কিন্তু বছরের পর বছর হাদিসকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করার জন্যে জীবনটাকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। সহীহ মানে- নির্ভুল। পাঁচটা শর্ত পূরণ হওয়া মানে হাদিসটা নির্ভুল, ত্রুটিমুক্ত ভুলের উর্ধ্বে। কোনো সহীহ হাদিস কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক আছে এমন কোনো উদাহরণ নাই। তবে কেউ ধারণা করতে পারে যে, কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক

আছে। থাকা আর ধারণা করা এক নয়। বাস্তবে এমন কোনো সাংঘর্ষিক হাদিস নাই। বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে আমরা মুসলমান গবেষকদের ভিন্নভাবে গবেষণার প্রয়োজন আছে। যেমন একটা সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে, যদি তোমাদের পানপাত্রে কোনো মাছি এক ডানা ডুবিয়ে দেয় তবে তোমরা অন্য ডানাটিও ডুবিয়ে দাও। কারণ মাছির একডানায় বিষ আছে অন্য ডানায় তার প্রতিষেধক আছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এ বিষয়টাকে ভিত্তিহীন মনে করে। কিন্তু হাদিসটি সহীহ রেওয়াত হওয়ায় মুসলমানদের আরো ভালোভাবে গবেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ বিজ্ঞানের সবকিছুই চূড়ান্ত নয়।

ইতিহাসের কোনো কোনো পর্যায় মওজু হাদিস তৈরি করা হয়েছে এবং তা ধরা পড়েছে। অতএব এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় পোষণ করা ঠিক নয়। সত্য মিথ্যার একটা মাপকাঠি আছে। এখন যদি আমি সহীহ হাদিসকে ভুল বা মিথ্যা বলি তবে আমার সত্য মিথ্যার মাপকাঠি কোথায়! হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থের সত্য-মিথ্যা র্নিণয়ের মাপকাঠি নেই। আমাদের সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি আছে।

হাদিসের যাচাই-বাছাই নতুন করে আলবানী সাহেবই শুরু করেননি। প্রথম থেকেই সাহাবী ও তাবেঈগণ হাদিস যাচাই বাছাই শুরু করেছেন। বর্ণিত হাদিস সহীহ কিনা এটা তাবেঈগণই বলে গেছেন। রসূলের সোয়া লক্ষ সাহাবীর মাঝে মাত্র একহাজার সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর ভিতরে ৯শ' জন একটি বা দু'টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাকী একশত সাহাবী ত্রিশ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই একশত জন সাহাবি যার ভিতরে ৫২জন সাহাবী হাদিস লিখে রেখেছেন।

একজন যদি সারা জীবন একটা বা দুইটা হাদিস বর্ণনা করেন তবে তা আর লিখে রাখার তো প্রয়োজন হয় না। তারপর তাবেঈগণের যুগ থেকে তাঁরা হাদিস লিখে রাখতেন। প্রত্যেক তাবেঈ তাঁর উস্তাদের নাম লিখে রেখেছেন। খুব কমসংখ্যক তাবেঈ লিখে রাখতে পারতেন না। আর সেগুলো ক্রস এ্যাকজামিনে ধরা পড়েছে এবং বাদ পড়েছে। দেখা গেছে, আবু হুরাইরার পাঁচ জন ছাত্রের মাঝে তিন জন ঠিক বলেন, কিন্তু একজন দশটার ভিতর একটা অন্যরকম বলেন, দেখা গেছে তিনি লিখে রাখতে পারতেন না। এটাও ধরা পড়েছে। তৃতীয় জেনারেশন অর্থাৎ তাবে-তাবেঈর যুগে লিখিত হাদিস ছাড়া গ্রহণ করা হতো না। আলী ইবনুল মাদানী আব্দুর রাজ্জাক সানায়ানীকে বলেছেন, আমি আপনার লিখিত পান্ডুলিপি ছাড়া কোনো হাদিস গ্রহণ করবো না। যদি কেউ হাদিস বলে তবে তারা তা পান্ডুলিপির সাথে মিলিয়েছেন এবং পান্ডুলিপির লেখা অনেক যাচাই করেছেন। তার হাদিস বলার পরে গোপনে তার ঘরে গিয়ে পান্ডুলিপির সঙ্গে মিলানো হয়েছে। এভাবে তারা হাদিসের ক্রস এ্যাকজামিন করেছেন। বর্তমান বিশ্বের সকল কোর্টে বিচারক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফাঁসির রায় দেন। একজন মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করে গেছেন–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হজ্জ উপলক্ষে মদিনায় এসে একটা হাদিস বলে গিয়েছেন আয়েশার ভাগ্নে উরওয়া হাদিসটা শুনেছেন। তিনি এসে আয়েশাকে হাদিসটা বলেছেন। আয়েশা

বলেন, উনি বলেছেন এই হাদিসটা? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে রসূল সা. এটা বলেছেন কিনা? ২/৩ বছর পর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবার যাচ্ছেন মদিনা দিয়ে। আয়েশা তখন বলেন, ভাগিনা তুমি যাও। তুমি গিয়ে কৌশলে হাদিসটার কথা উঠাবে। দেখ উনি কিভাবে বলেন? আগের মতো বলেন, নাকি ব্যতিক্রম করেন? উরওয়া ফিরে আয়েশার কাছে এসে বললেন যে, উনি তো আগে যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বলেছেন। একজন বক্তার বক্তব্যে নির্ভুলতা প্রমাণে তারা কত সুক্ষ্ম মাপকাঠি অনুসরণ করেছেন যে, একবার শুনার পর পাঁচ বছর পর আবার তার কাছে গিয়ে শুনেছেন।

ঈমাম মুসলিমের একটা বই আছে আত-তামীজ। দুর্ভাগ্যজনক হলো বইটার বাংলা অনুবাদ নেই। সেখানে হাদিস কিভাবে যাচাই বাছাই করা হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। হাদিস ক্রস এক্সামিনের ধরণ ছিলো যে, বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার উস্তাদের সাথে হুবহু মিলে কিনা, তার উস্তাদের বর্ণনা সাহাবীদের সাথে মিলে কিনা তা যাচাই করেছেন। এভাবে প্রত্যেকটা হাদিস বর্ণনা করার সময় সাহাবীগণ খুব সতর্ক থেকেছেন। পৃথিবীতে মানুষের ফাঁসির রায় দেয়ার জন্যে তার সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের যে মাপকাঠি আছে তার থেকে হাজারগুণ বেশি মাপকাঠির মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর মওজু হাদিস চেনা খুবই সহজ। কেউ যদি বলে আমি অমুক থেকে অমুক সাহাবা থেকে এ হাদিসটা শুনেছি। কিন্তু যে ব্যক্তি বলছে তার চরিত্র সম্পর্কে তো সমাজের পরিষ্কার জানা আছে।

মুফতি আবু ইউসুফ : হাদিস গ্রহণের ও বর্জনের ক্ষেত্রে হাদিসের কিছু পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এখন যদি আমরা এর মাঝে সন্দেহের অবকাশ আনি তবে হাদিসের সত্যতার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এজন্যে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা গ্রহণ করা দরকার। তাই তিনি সবাইকে গবেষণার পাশাপাশি কুরআন হাদিসের আরবি পরিভাষাগুলো জেনে নিতে আহ্বান জানান। শেষে তিনি হাদিস নিয়ে নতুন করে কিছু তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান।

ড. মানযুর-এ ইলাহী : ড. মুহাম্মদ আবু সোবা সহীহ হাদিসের আরো দু'টি শর্ত যোগ করেছেন। ১. রাবী মুসলমান হওয়া, ২. বালেগ ও আকেল হওয়া। সহীহ হাদিস হলো যা শরীয়তের হুজ্জত হিসেবে পেশ করা যায় অর্থাৎ প্রমাণ দেয়া যায়। তিনি বলেন, সহীহ হাদিস সম্পর্কে কোনো আলেম প্রশ্ন তুলেছেন বলে কোনো ইতিহাস নেই। তবে যারা তুলেছেন তারা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় পড়া আলেম অথবা ঐদেশ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত।

ডা. মো. মতিয়ার রহমান : আমার ব্যাপারে বেশ কথা এসেছে। তবে আমি মনে করি গবেষণার ক্ষেত্রে কাউকে দাবিয়ে কোনো কিছু বলা জাতির জন্যে ক্ষতিকর। হাদিসকে সহীহ বলা হচ্ছে সনদের ভিত্তিতে। সহীহ হাদিসের মধ্যে একই হাদিস কয়েক রকম বর্ণনা করা হয়েছে। তিন জন সাহাবীর মধ্যে একেক জন একেক রকম বর্ণনা করেছেন। আমরা দেখি হজ্জের সময় রসূল সা. বাতাহা থেকে অবতরণের ঘটনাটি আবু হুরাইরা রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর মতে

ইবাদতের তথা হজ্জের সুন্নত। কিন্তু আয়েশা রা. ও হযরত আব্বাস রা. এর মতে- রসূল সা. ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। তাই এটা সুন্নত নয়। আবার মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে ওমর রা. বর্ণনা করেছেন, আত্মীয় স্বজন কান্নাকাটি করলে কবরে মুরদার-এর আযাব হয়। অন্য সাহাবী বলেন, এটা ঠিক নয়। দু'সাহাবী দু'ভাবে বললেন। আবার রসূলের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে সময় তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ব্যাখ্যা তিনজন সাহাবী তিন রকম করেছেন। এজন্যে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। মানুষ হিসেবে সাহাবীদের ভুল হতেই পারে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ছাড়া সবার ভুল হতে পারে।

সাইফুল আলম খান মিলন : হাদিস একটি শাস্ত্র। আমরা বাংলা শিক্ষিত। ডা. মো. মতিয়ার রহমান যে প্রশ্ন করলেন এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্ল্যাহ দেহলভী র.-এর 'মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়' নামক একটি সুন্দর বই আছে। এটাতে সুন্দর করে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব বিষয় জানার জন্য অনেক অধ্যয়ন করতে হবে। কোনো সিদ্ধান্ত জনসম্মুখে বলার পূর্বে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা দরকার। হাদিস সহীহ হবার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন থাকে বুঝার ব্যাপারে। বিষয়টা সেটেল হওয়ার পূর্বে জনসম্মুখে বলা ঠিক নয়। তাহলে বিরাট ভুল কাজ হবে।

ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : প্রকৃতপক্ষে হাদিসের বর্ণনায় দ্বন্দ্ব হয় না। পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব হয় ব্যাখ্যায়। বর্ণনাটাই হাদিস, কিন্তু ব্যাখ্যা হাদিস নয়। ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী করেছেন। ব্যাখ্যাকারী ভুল করতে পারেন। কিন্তু বর্ণনায় ভুল নেই।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : সুন্নাহর উৎস যেহেতু হাদিস, তাই হাদিসের শুদ্ধতা নির্ণয় অনিবার্য। আর যেসব হাদিসের ভিত্তিতে সুন্নাহ নির্ণয় করা হয় সেসব হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস এবং শরিয়া বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদগণ দু'টি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন :

১. রেওয়ায়াত বা বর্ণনাসূত্রগত যাচাই পদ্ধতি এবং
২. দেরায়াত বা বিষয়বস্তুগত যাচাই পদ্ধতি।

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাসূত্র যাচাইয়ের কঠোর মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ যাবৎ অনেকের আলোচনায় সেগুলো এসেছে। রেওয়াতগত যাচাই পদ্ধতির সাথে যখন দেরায়াতগত যাচাই পদ্ধতি সংযুক্ত হয়, তখন হাদিসের বিশুদ্ধতা, নির্ভুলতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। দেরায়াতগত যাচাই পদ্ধতিতে দেখা হয়-হাদিসটির বক্তব্যে কোথাও কুরআনের বক্তব্য, মর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামান্যতম বিরোধও আছে কি-না?

আরো দেখা হয়- একটি হাদিস বর্ণনাগত দিক থেকে সহীহ হলেও সেটির বক্তব্য ও মর্ম অন্যান্য একাধিক সহীহ হাদিসের বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ কি-না?

এভাবে নিখুঁত মূলনীতির আলোকে হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের বিশুদ্ধ মাপকাঠি নির্ণয় করা হয়েছে। তাই বিশ্লেষকদের জন্যে সহীহ হাদিস নির্ণয় করার মাধ্যমে সহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে কোনো সমস্যা নেই। আর মূলত সহীহ হাদিসই সুন্নাহর ভিত্তি। আর যা সহীহ নয় তা সুন্নাহ নয়।

শেষ পর্যায়ে মডারেটর এ বৈঠক সামনের দিকে কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভাপতি : পরিশেষে সভাপতির বক্তব্যে জনাব মকবুল আহমদ বলেন, মতপার্থক্য থাকতে পারে, সেটা আমার ও আপনার মাঝে থাকবে। সেটা মত হিসেবে জনসম্মুখে বলে বেড়ানো ঠিক নয়। এতে সমস্যা দেখা দেয়। কোনো মত সঠিক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেটা মত হিসেবে চালানো ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে সংকলিত হাদিস ইংরেজি শিক্ষিতদের পড়া উচিত। একজন আলেম সবগুলো পড়ে বুঝতে পারেন। তাই আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আসলে প্রথমে বুঝতে হবে এবং কম বলার চেষ্টা করতে হবে। কারণ মতপার্থক্য ছড়িয়ে দিলে সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই তাহকিক ছাড়া, ফাইনাল হওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা একেবারে মতবাদ হিসেবে পেশ করা ঠিক নয়।

এ বৈঠকে যেহেতু কথা শেষ হয় নাই আল্লাহর মেহেরবানীতে আগামি বৈঠকে এ ব্যাপারে কথা হবে। তিনি শুকরিয়া জানিয়ে বৈঠক শেষ করেন।

২

ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস ও প্রাসংগিক উৎস কি কি ?

গবেষণা স্টাডি বৈঠক
জুন ২০, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত

২০ জুন ২০০৫ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠক-এর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন একাডেমীর নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহমদ। বিশেষ ব্যস্ততার কারণে মাগরিবের পর সভাপতি চলে গেলে বাকি সময় প্রধান অতিথি সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। বৈঠক মডারেট করেন একাডেমীর পরিচালক আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

স্টাডি বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিলো :
১. **ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস কি কি?**
২. **ইসলামী শরিয়ার প্রাসংগিক উৎস কি কি?**

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সম্মানিত বিদগ্ধ সুধী মন্ডলী, আমাদের আজকের এ বৈঠক মে মাসের ২ তারিখে অনুষ্ঠিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকেরই ধারাবাহিকতা। গত বৈঠকে আপনাদের প্রস্তাব ছিলো প্রত্যেক মাসেই একটি অধিবেশন আয়োজন করার। সে হিসাবেই আমরা এ মাসেও বৈঠকের আয়োজন করেছি।

গত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন একাডেমীর সম্মানিত চেয়ারম্যান, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। আজকে তিনি আসতে পারেননি। তাই আজকের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন একাডেমীর কার্য-নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব আবদুল কাদের মোল্লা। তিনি আমাদের মধ্যে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং শিক্ষাবিদ। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইনিস্টিটিউটের চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহমদ।

আমি এখন সম্মানিত সভাপতিকে বৈঠক অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে দেয়ার অনুরোধ করছি।

সভাপতি আবদুল কাদের মোল্লা : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতপর তিনি হামদ ও দরূদ পেশ করে বলেন, দেশে প্রচুর শিক্ষিত থাকার পরেও ইসলামী ও আধুনিক উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি নয়। ইসলামী শিক্ষা নামের প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ অন্ধ তাকলিদ -এর রেওয়াজ চলে আসছে। ফিক্‌হের যে বিষয়গুলি যুগের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের দাবি রাখে, সেগুলোকে অহির মর্যাদায় ধরে নিয়ে তার আনুগত্য করা হচ্ছে। সেগুলো অনুসরণ করার যে অন্ধ একটা মনোভাব আছে তা পরিত্যাগ করতে না পারলে যুগ সমস্যার সমাধান পেশ করা যাবেনা। এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী এ প্রোগ্রামটি শুরু করেছে।

আজ যে বিষয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সেটা গবেষকদের আলোচ্য বিষয়, সাধারণ ময়দানে আলোচনার বিষয় নয়। সে অবস্থা বাংলাদেশে এখনো আসে নাই। গবেষণার মাধ্যমে সত্য উদঘাটন ও প্রকাশ করা শুরু করলে দেখতে পাবেন, জামায়াতে ইসলামী এবং মাওলানা মওদূদী যে রকম আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমার ধারণা তার থেকেও বেশি কঠোর আক্রমণের মুখে আপনাদের পড়তে হবে। ঐ সময় যারা আক্রমণ করেছিল তারা তো কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। বিদ্যা বুদ্ধি তাদের ছিলো। নৈতিক একটা মানদন্ড ছিলো। দু:খের বিষয়, বর্তমান আলেম সমাজের বিরাট একটা অংশের সেই নৈতিক মানদন্ডও নাই, ইল্‌মের মানও খুব নিচে। তাই এখন আক্রমণটা হবে খুবই হিংসাত্মক এবং খুবই নিম্নমানের ভাষার গালিগালাজ। এগুলোর সম্মুখীন হবার আশংকা আছে। তবে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু তো করতেই হবে। তখন গালি-গালাজ সহ্য করে মাওলানা মওদূদী এ কাজ শুরু করেছিলেন বলেই মানুষ জানতে পেরেছে– ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। 'ইসলাম একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা' আমাদের দেশে এ শব্দটিই আগে ছিলো না। এখন এদেশে এটা একটা প্রতিষ্ঠিত শব্দ। বিশ্বাস করুক আর না করুক লোকেরা এখন এই বাক্যটি বলতে বাধ্য হয়, যে কোনো ইসলামী আলোচনায়, সিরাতুন্নবীর আলোচনায়।

অতএব এই কথাটির অস্তিত্বই যেখানে ছিলো না, এখন সে কথাটি যে বাস্তব, তার স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। এই আলোচনাটা আলহামদুলিল্লাহ্ শুরু হয়েছে বলে আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি। প্রথমে ছোট আকারে, তারপরে আস্তে আস্তে আরেকটু বড় পরিবেশে আলোচনার সুযোগ হবে। তারপরে একটা পর্যায়ে হয়তো open discussion-এর একটা সুযোগ হতে পারে। যদি কিছুদিন পরেও হয়, তাহলে আমরা যারা শুরু করলাম, আমি মনে করি, এমন একটি ভালো কাজ শুরু করার কারণে আল্লাহপাক আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে জাযা দিবেন। জ্ঞান চর্চার কাজ যতো চলতে থাকবে ততোই মানুষের দৃষ্টি খুলবে। তারপর তারা হক

কথাটা যতো সহজভাবে আমাদের সমাজে পেশ করতে থাকবেন ইন্‌শাল্লাহ আমাদের কবরে তার সওয়াব পৌঁছুতে থাকবে।

অতএব হতাশ হবার বা এতো ছোট্ট ঘরে কাজ করছি এ কারণে খুব হীনমন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নাই। সব কাজই বড় করে শুরু করা যায় না। বিশেষ করে চিন্তা-গবেষণার বিষয়, পরিবর্তনের বিষয় প্রথমে ছোট করেই শুরু করতে হয়।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের সম্মানিত সভাপতির সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানসূচি আপনাদের সামনে দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী এখন বিগত অধিবেশনের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করা হচ্ছে। এটা লিখিত আকারে আপনাদের হাতে দেয়া হয়েছে।

অতপর বিগত ২ মে, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের লিখিত রিপোর্ট পাঠ করা হয়।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা গত বৈঠকের কার্যবিবরণী রিপোর্ট আকারে আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের বক্তব্য হুবহু রেকর্ড করার। বক্তব্য অডিও রেকর্ড করা হয়েছে। সেটা শুনে শুনে পরে লেখা হয়েছে। এরপরেও যদি কারো বক্তব্য সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি বলে লক্ষ্য করেন, তবে আপনারা যদি লিখে দেন, আমরা কারেকশন করে আগামি বৈঠকে আপনাদের ফাইনাল শীট দেবো। এখন এর উপর অর্থাৎ গত বৈঠকের রিপোর্টের উপর যদি কারো কোনো কথা থাকে, সেটা আমরা সংক্ষেপে শুনবো।

সভাপতি : মডারেটর শেষে যেখানে বলছেন : সুন্নাহর মূল উৎস যেহেতু হাদিস, সেহেতু হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় অনিবার্য, সেখানে 'অনিবার্য' শব্দের পরিবর্তে 'অপরিহার্য' শব্দটা বেশি এপ্রোপ্রিয়েট।

জনাব মকবুল আহমদ : গত বৈঠকের রিপোর্টে ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্যে উল্লেখ হয়েছে: "রসূল যেটা করেছেন সেটা যেমন সুন্নাহ্, তেমনি রসূল যেটা করেননি সেটাও সুন্নাহ। আর হাদিস হলো রসূলের কাজ, কথা, মৌন সম্মতি তাঁর গুণ ও তাঁর সময়কালের বর্ণনা। এখানে না করা বিষয় হাদিস নয়।" তাঁর এ কথাটা contradictory হয়ে গেলো কিনা?

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : বিষয়টা contradictory হয় নাই। কথা ঠিকই আছে। কথাটা হলো রসূল সা. এর করা কাজটি যেমন সুন্নত, তেমনি তাঁর না করা কাজটিও অর্থাৎ তিনি যা করেননি, তাঁর সেই না করাটাও তাঁর সুন্নত।

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন: 'কোনো বর্ণনাকারীর ষাট বছর পর্যন্ত যদি স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে তাহলে তখনকার হাদিস আলাদা করা হয়েছে।' একথাটি ভুল রেকর্ড

হয়েছে। আসলে এখানে হবে 'ষাট' বছরের পরে যদি তার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটে থাকে সেটাও পৃথক করা হয়েছে।

ড. মানযুর-এ ইলাহী : চতুর্থ পৃষ্ঠায় রেকর্ড হয়েছে : 'সুজুজ' হাদিস সহীহ হবার একটা শর্ত। এটা আসলে উল্টা। আসলে হবে : সাজ না হওয়াটা হচ্ছে হাদিস সহীহ হওয়ার একটা শর্ত।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ। গত বৈঠকের রিপোর্টটি পেশ ও পর্যালোচনা হলো। একটু ভুল-ক্রটিসহ এটি এসেছে। আমি আগে দেখতে পারিনি। গতকালই আমার সামনে এসেছে। ফলে আমি মিলিয়ে দেখতে পারিনি এবং প্রুফও ঠিকমতো দেখা হয়নি। ইনশাল্লাহ আপনারা যদি নোট দেন তবে সেভাবে সংশোধন করে আমরা পরবর্তীতে ফাইনাল করবো। এবার আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই। এখন আজকের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে। আমাদের একজন অংশগ্রহণকারী প্রফেসর ডা. মতিয়ার রহমান। তিনি স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নিয়ে কিছু নোট করেছেন। এখন সেটা উপস্থাপন করার জন্যে আমরা ডা. মতিয়ার রহমান সাহেবকে অনুরোধ করছি।

ডা. মতিয়ার রহমান : হামদ, দরুদ ও সালাম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমাকে আমার লেখাটি present করার অনুমতি দেয়ার জন্যে সম্মানিত মডারেটরকে ধন্যবাদ।

আমি আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি। আমার ভুল হতে পারে। আশা করি আপনারা আমার ভুল পর্যালোচনা করে আমাকে correct করে দেবেন ইনশাল্লাহ। (তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্যের সারকথা তুলে ধরা হলো :) subject হচ্ছে ইসলামী শরিয়ার মূল ও প্রাসংগিক উৎস। প্রথমে ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস আলোচনা করা যাক। ইসলামী শরিয়ার আল্লাহ প্রদত্ত উৎস সমূহ হচ্ছে :

১. কুরআন
২. সুন্নাহ বা হাদিস এবং
৩. বিবেক-বুদ্ধি।

আমাদের সমাজে চালু আছে- শরিয়ার মূল উৎস হচ্ছে- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। আমরা কুরআন হাদিসে দেখি, ইসলামী শরিয়ার আল্লাহ প্রদত্ত মূল উৎস হচ্ছে : কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক বুদ্ধি। বিবেক বুদ্ধিকে আকলও বলা হয়।

কুরআন সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহকে যারা ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসাবে মানবে না তারা বিপথগামী হবে বা দোযখে যাবে। আবার কুরআন হাদিস এও জানিয়েছে যে, কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক বুদ্ধিকে যারা ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসাবে মানবেনা তারা নিকৃষ্টতম পশুর মতো এবং তারা দোযখে যাবে।

সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধি অবশ্যই ইসলামী শরিয়ার মৌলিক বা মূল উৎস। কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধিকে মূল উৎস হিসাবে না মানলে জীবন ব্যর্থ হবে। কেন ব্যর্থ হবে? এই কেন প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে।

উৎস তিনটির যে কোনো একটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে মৌলিক বিষয়েও ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

এ তিন মূল উৎস ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় বিবেক-বুদ্ধি হবে সাময়িক পদ্ধতি (screening method) এবং তা প্রথমে ব্যবহার করতে হবে। কুরআন ও হাদিস হবে চূড়ান্ত পদ্ধতি অর্থাৎ confirmatory method এবং তা শেষে ব্যবহার করতে হবে।

ইসলামী শরিয়ার প্রাসংগিক উৎস ইজমা ও কিয়াস। ইজমা ও কিয়াস মূল উৎস নয়। মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ এবং আকল। প্রাসংগিক উৎস-ইজমা ও কিয়াস। তার মূল প্রবন্ধ নিম্নরূপ :

প্রবন্ধ : ইসলামী শরিয়ার মূল ও প্রাসঙ্গিক উৎস
ডা. মো. মতিয়ার রহমান

ইসলামী শরিয়ার আল্লাহ প্রদত্ত উৎস সমূহ :

- কুরআন,
- সুন্নাহ (হাদিস),
- বিবেক-বুদ্ধি।

কুরআন ইসলামী শরিয়ার উৎস হওয়ার প্রমাণ :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ। যা স্পষ্ট বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৮৫)

عن مالك بن انس (رضى) قال قال رسول الله (ص) تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

অর্থ : মালেক বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি তোমাদের জন্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতোদিন তোমরা তা ধরে থাকবে ততোদিন বিপথগামী হবেনা। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তার রসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা, মুসলিম, তিরমিযি)

সুন্নাহ ইসলামী শরিয়ার উৎস হওয়ার প্রমাণ :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ : রসূল সা. (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

عن مالك بن انس (رضى) قال قال رسول الله (ص) تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

অর্থ : মালেক বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি তোমাদের জন্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতোদিন তোমরা তা ধরে থাকবে ততোদিন বিপথগামী হবেনা। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তার রসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা, মুসলিম, তিরমিযি)

বিবেক বুদ্ধি ইসলামী শরিয়ার উৎস হওয়ার প্রমাণ :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

অর্থ : শপথ সেই জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর ইলহামের মাধ্যমে তাকে পাপ ও সৎকর্মের জ্ঞান দিয়েছেন। (সূরা ৯১ আশ শামস : আয়াত ৭-৮)

وقال عليه الصلوة والسلام لوابصة (رضى) جيئت تسئل عن البر والاثم قال نعم قال فجمع اصبعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك واستفت قلبك ثلاثا البر ما اطمئنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك فى الفس وتردد فى الصدر وان افتاك الناس –

অর্থ : রসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নেকি ও পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো, হ্যা। অতপর তিনি আঙ্গুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি যা তোমার মনে সন্দেহ, সংশয়, খুত খুত ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে (সে ব্যাপারে) ফতোয়া দেয়। (তিরমিযি, বায়হাকি)

কুরআনকে ইসলামী শরিয়ার উৎস না মানার পরিণাম :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ : যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রসূলগণ ও পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬)

وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (ص) ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين

অর্থ : উমর বিন খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে উন্নত করেন এক জাতিকে এবং অধ:পতিত করেন অন্য জাতিকে। (মুসলিম)

সুন্নাহকে ইসলামী শরিয়ার উৎস না মানার পরিণাম:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে (ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে) মানবে না তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে। (আহযাব : আয়াত ৩৬)

عن ابى هريرة (رضى) قال قال رسول الله (ص) كل امتى يدخلون الجنة الا ابي، قيل ومن ابى، قل من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابي –

অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশতবাসী শুধু যে অস্বীকার করেছে সে ব্যতিত। জিজ্ঞাসা করা হলো কে অস্বীকারকারী হে রসূল সা.? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমাকে অনুসরণ করলো সে জান্নাতে যাবে, আর যে, আমাকে অনুসরণ করলোনা সে আমাকে অস্বীকার করলো।

বিবেক বুদ্ধিকে ইসলামী শরিয়ার উৎস না মানার পরিণাম :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা-বিবেক বুদ্ধিকে (ইসলাম জানা বুঝার জন্যে) কাজে লাগায় না। (সূরা ৮ আনফাল : আয়াত ২২)

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ : যারা বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করেনা তাদের উপর তিনি অকল্যাণ চাপিয়ে দেন। (সূরা ইউনুস : আয়াত ১০০)

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ • قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ • وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ•

অর্থ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফের দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের নিকট পৌছায়নি? উত্তরে তারা বলবে, সতর্ককারী আমাদের নিকট পৌছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতপর তারা বলবে আমরা যদি তাদের বক্তব্য (কুরআন হাদিসের বক্তব্য) শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম তবে আজ আমাদের দোযখে আসতে হতোনা। (সূরা মুলক : আয়াত ০৭-১০)

وعن ابي امامة (رض) ان رجلا سئل رسول الله (ص) ما الايمان ؟ قال اذا سرتك حسنتك وسئتك سيئتك فانت مؤمن – قال يا رسول الله نفسك شيئ فدعته فما الاثم ؟ قال اذا حاك ف •

অর্থ : আবু উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো- ঈমান কী? রসূল সা. উত্তরে বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দিবে তখন তুমি মু'মিন। সে পুন: জিজ্ঞসা করলো, হে রসূল সা. গুনাহ কী? রসূল সা. বললেন, যে কাজ তোমার অন্তরে বাধে তা গুনাহ। সেটি ছেড়ে দেবে। (মুসনাদে আহমাদ)

কুরআন সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ইসলামী শরিয়ার মূল (মৌলিক) উৎস হবে কিনা? :

- কোনো জিনিসের মৌলিক বিষয় হয় সেগুলো যার ১টিও বাদ গেলে জিনিসটি পুরোপুরি (১০০%) ব্যর্থ হয়।
- কুরআন-সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে-
  - কুরআন ও সুন্নাহকে যারা ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে মানবে না তারা বিপথগামী হবে বা দোযখে যাবে।
  - বিবেক-বুদ্ধিকে যারা ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে মানবেনা তারা নিকৃষ্টতম পশু হিসেবে গণ্য হবে বা দোযখে যাবে।
- অর্থাৎ যারা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে মানবে না তাদের জীবন পুরোপুরি (১০০%) ব্যর্থ হবে।
- সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি অবশ্যই ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক বা মূল উৎস হবে।

বিবেক-বুদ্ধির গুণাগুণ :

- সহজলভ্য হওয়া তথা সকল সময় উপস্থিত।
- ব্যবহার করা সহজ হওয়া।
- ফলাফল পেতে অল্প সময় লাগা।
- অর্থ খরচ না হওয়া।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক।

কুরআন ও হাদিসের গুণাগুণ :

- দুস্প্রাপ্য তথা সকল সময় মনে না থাকা।
- ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।
- ফলাফল পেতে বেশি সময় লাগা।
- কিনতে অর্থ খরচ হওয়া।
- ফলাফল সব সময় সঠিক হওয়া।

ইসলামী শরিয়ার প্রাসঙ্গিক উৎস :

কিয়াস : কোনো বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে।

ইজমা : কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হলে সে বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়।

তাই, কিয়াস ও ইজমা ইসলামের মূল উৎসের বিয়োজন (উবফঁপঃরড়হ) তথা প্রাসঙ্গিক উৎস।

তিন মূল উৎস সমূহের ব্যবহার পদ্ধতি :

- বিবেক বুদ্ধি হবে-
  - সাময়িক পদ্ধতি (Screening method)
  - এবং তা প্রথম ব্যবহার করতে হবে।
- কুরআন ও হাদিস হবে-
  - চূড়ান্ত পদ্ধতি (Confirmatory method)
  - এবং তা শেষে ব্যবহার করতে হবে।

প্রবন্ধের পর্যালোচনা

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : লিখিত এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যে ডা. মতিয়ার রহমান সাহেবকে শুকরিয়া। ডা. সাহেবের নাম মতিয়ার রহমান, যদিও মতিউর রহমান হলেই সঠিক হতো। তার লেখাটা আমি পেয়েছি দেরিতে। পাওয়ার পরে মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদকে বলেছিলাম ৎবারবি করার জন্যে। প্রথমে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে ডা. মতিয়ার রহমান সাহেবের মতামতের উপর পর্যালোচনা পেশ করার জন্যে জনাব আ.ন.ম. রশিদ আহমদকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদ : প্রথমেই যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পারার কারণে দু:খ প্রকাশ করছি। আমাকে বলা হয়েছে সংক্ষেপে বলার জন্যে। আসলে এর উপর মন্তব্য সংক্ষেপে করা সম্ভব নয়। প্রথমেই আমি দ্বিমত পোষণ করছি শ্রদ্ধার সাথে। কারণ সকলেরই মতামত দেয়ার অধিকার আছে। ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। বিবেক-বুদ্ধি উৎস নয়। উৎসে পৌঁছার মাধ্যম হতে পারে। আমার study অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধিকে কোথাও উৎস হিসেবে বলা হয়েছে বলে আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। শরীয়তের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন সুন্নাহর কথা বারবার এসেছে। মতিয়ার রহমান সাহেব এখানে কুরআন ও হাদিসের reference দিয়ে বিবেক বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রমাণ করার যে চেষ্টা করেছেন সেগুলো আপনাদের সামনে এসেছে। 'লা-ইয়া'কিলুন', 'আফালা তা'কিলূন' প্রভৃতি কথা দ্বারা আকলকে শরীয়তের উৎস হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। বরং 'তারা বিবেক বুদ্ধি খাটায় না' কথাটাই প্রমাণ করে যে, শরিয়ার উৎস হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ। লা- ইয়া'কিলূন -এর অর্থ হচ্ছে তারা কি কিতাব বুঝার চেষ্টা করেনা? তারা সুন্নাহ বুঝার চেষ্টা করেনা। আকল শরিয়ার উৎস একথা এখানে বলা হয়নি। আরবি grammar অনুযায়ী লা ইয়ায়কিলুন-এর মাফউল উহ্য আছে। তাই এর অর্থ হবে, তারা বুঝেনা, তারা বিবেককে কাজে লাগায় না। এখানে তারা যা বুঝেনি সে জিনিসটা উহ্য আছে। এটাকে আমরা আরবি

পরিভাষায় 'মাহযূফ' বলি। বালাগাতেও মাহযূফ-এর কায়দা আছে। নাহুতেও মাহযূফ-এর কায়দা আছে। এর অবজেক্ট উহ্য। অর্থাৎ- তারা বুঝে না শরীয়তের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে।

বিবেককে শরিয়ার উৎস বানানোর জন্যে যে সব হাদিস আনা হয়েছে সেগুলো যখন কুরআন ও সুন্নাহতে সমাধান পাওয়া যাবে না, তখন বলা হয়েছে বিবেকের রায় নেয়ার জন্যে। বিবেক-বুদ্ধি যে ইসলামী শরিয়ার উৎস নয় এটার দুটো প্রসিদ্ধ হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। একটা হলো হযরত আলী রা. থেকে আরেকটা হযরত ওমর রা. থেকে। হযরত আলী রা. বলছেন: "মা- কানাদ্দীনু বির রায়- দীন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় হয় না। দীন যদি বিবেক বুদ্ধির ভিত্তিতে হতো, তাহলে নিশ্চয় মোজার উপরে মাসেহ করা থেকে নিচে মাসেহ করা উত্তম হতো।"

হযরত ওমরের প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলো, তিনি যখন হাজরে আসওয়াদ চুমু দেন, সেটাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি জানি তুমি পাথর, তুমি আমার ক্ষতিও করতে পারনা, উপকারও করতে পার না। রসূলকে চুমু দিতে দেখেছি তাই দিচ্ছি।" সুতরাং বিবেক শরীয়তের উৎস হতে পারেনা।

এরপর বলা হয়েছে বিবেক-বুদ্ধিকে আগে কাজে লাগাতে হবে। এখানেও আমি হযরত মুয়ায এর প্রসিদ্ধ হাদিস দিয়ে দ্বিমত পোষণ করছি। হযরত মুয়াযকে যখন রসূল সা. ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠান তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে 'কিভাবে ফয়সালা করবে? তিনি প্রথমে বলেছেন 'আল্লাহর কিতাব দ্বারা'- আকল দ্বারা বলেন নাই। বিবেক দ্বারা বলেন নাই। বি-রায়ী বলেন নাই। বি-কিতাবিল্লা বলেছেন। যদি না পাও? ফাবি সুন্নতে রাসূলিহি-রসূলের সুন্নত দ্বারা। যদি সেখানে না পাও? আজতাহিদু বি-রায়ী অর্থাৎ তখন আমি গবেষণা করবো, মত প্রতিষ্ঠা করবো।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর: এখন আলোচনা হবে দুটি বিষয়ের উপর। সেগুলো হলো : ১. ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস। ২. ইসলামী শরিয়ার প্রাসংগিক উৎস।

এ দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব নূরুল ইসলাম : আমার স্টাডি অনুযায়ী শরিয়ার মূল উৎস আল কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজতেহাদ। আমি এই তিনটি বিষয়কে মূল উৎস বলতে চাচ্ছি। আমি মনে করি যে, ইজমা, কিয়াস এবং অন্যান্যগুলো সম্পূরক উৎস। সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো। যেমন ইসতেহসান, ইসতেদলাল, ইসতেছলাহ, ইসতেহছাব, মাসলাহা, মুরছালা এবং উরফ। এগুলো আমি মনে করি ইজতেহাদেরই method. অর্থাৎ ইজমা কিয়াস ও ইজতেহাদেরই methood.

মাওলানা শামাউন আলী : আসলে ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস হলো দু'টো- কুরআন এবং সুন্নাহ। এ ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক হাদিস রয়েছে। রসূল সা. বলেছেন:

"আমি তোমাদের জন্যে দুটা জিনিস রেখে গেলাম, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ। এখানে তিনি 'আমার সুন্নাহ' বলেননি। বলেছেন সুন্নাতু রাসূলিহি বা আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ। এই দুটো বিষয় শরিয়ার মূল উৎস। আমাদের এক ভাই মূল উৎস হিসাবে ইজতেহাদের কথা বলেছেন, এ ব্যাপারে বুখারি এবং মুসলিমের উল্লেখিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে বলা হয়েছে: "কেউ যদি ইজতেহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে, তবে তাকে দুটো নেকী দেয়া হবে। আর যদি সে ভুল করে তবে ভুল করা ইজতেহাদের জন্যে তাকে একটা নেকী দেয়া হবে।"

সুতরাং ইজতেহাদ সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। তাই ইজতেহাদ মূল উৎস হতে পারে না। এরপরে ইসতেহসান ইসতেদলাল যেগুলো আছে, সেগুলো প্রাসংগিক উৎস। মূল উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। আর কোনোটাই মূল উৎস হতে পারে না।

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন : মূল উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। অন্যান্যগুলো যেমন–ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ ইত্যাদি হলো প্রাসংগিক উৎস।

ডা. নাজমুল হক রবি : কুরআন এবং সুন্নাহই মূল উৎস। এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে এখানে আকল এবং ইজতেহাদের application থাকে। মূল উৎসে পৌঁছার জন্যে আকল বা বিবেকের বিকল্প নেই। কারণ আমি কি বাইবেলে যাবো না কুরআনে পৌঁছাবো, না অন্য কোনো মতবাদে যাবো, সেটা আমাকে কে বলে দেবে? সে ক্ষেত্রে আমার বিবেক-বুদ্ধি apply করতে হবে। প্রাকৃতিক যেসব নিদর্শন আল্লাহ্ দিয়েছেন সেগুলো study করতে হবে। করলেই আমরা তাওহিদের উপসংহারে পৌঁছাতে সক্ষম হবো এবং সেক্ষেত্রেই আমরা কুরআন এবং হাদিসকে গ্রহণ করার যৌক্তিক দিকটা খুঁজে পাবো।

দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআন এবং হাদিস হচ্ছে মূলনীতি, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে basic frame দিয়ে যাবে। এই frame এর মধ্যে থেকে time and space-এর ক্ষেত্র অনুযায়ী যখন আমরা ইসলামকে In-detail apply করতে যাবো সেখানে কিন্তু আকল ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। এখন এই আকল এর application –এর ক্ষেত্রে suplimentory source এর নানা ধরণের পরিভাষা এখানে আমরা ব্যবহার করছি, সেটা আমরা করতে পারি। আমি মনে করি মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। তবে উৎসে পৌঁছার জন্যে আকল এবং ইজতেহাদ হলো basic approach.

ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম : আসলে আকল কথাটা শুধু মতিয়ার রহমান সাহেব থেকেই প্রথম শুনছি না। বেশ কয়েক বছর থেকে আকলটাকে শরীয়তের উৎস হিসাবে বংঃধনষরংয করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং বিষয়টা মতিয়ার রহমান সাহেব আমাদের সামনে নতুন করে পেশ করেননি। অনেকদিন বাইরে থাকার কারণে আগে থেকেই এক কথাগুলো শুনে আসছি।

কুরআন এবং হাদিস is the primary source, there is no doubt at all. এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ আছে। জনাব নুরুল ইসলাম বলেছেন, ইজতেহাদও main source। এখানে দু'টো opinion আছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন–মূল উৎস তিনটি, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতেহাদ। তাহলে এ ব্যাপারে আমি উনার সাথে একমত পোষণ করে বলছি- ইস্তেহসান, ইসতেদলাল, ইসতেছলাহ all are coming from ejtehad. another opinion হচ্ছে there are primary sources and secondary sources. primary source are the Quran and sunnah. আর secondary source হচ্ছে ইজমা এবং কিয়াস।

মতিয়ার রহমান সাহেব ইজমার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এবং কিয়াসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সাথে আমি পূর্ণভাবে একমত নই। এ কথা ঠিক যে ইজমা যারা করবেন, তাদেরকে মুজতাহিদ হতে হবে। আকল তো থাকতেই হবে। আকল না থাকলে তো ইজতেহাদ করতেই পারবে না। তাই এর জন্যে ইজমা প্রয়োজন। এখন মনে করুন– donation of human organ জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে আপনার আকল হয়তো বলবে আপনার বাবাকে একটা চোখ দিলে আপনার বাবা দৃষ্টি পেলো। এটা একটা ভালো কাজ। কিন্তু it is your own opinion. তাই প্রয়োজন ইজমা। তারাই ইজমা করবেন, যাদের ইজমা করার অধিকার আছে। এরপর ইজমার classification আছে। শেষে বলতে চাই, আমরা এখানে একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। কিন্তু এ আলোচনাকে একটা সঠিক way-তে চলতে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়- আমাদের অতীতের ইমামগণও আকলকে গুরুত্ব দিয়েছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, আকল না থাকলে ইজতেহাদই করা যাবেনা। আকল না হলে ভালো মুসলিম হওয়া যাবে না। কিন্তু আকলকে যদি আমরা কেউ শরীয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে যাই, তাহলে আমরা শরীয়ত থেকে derail হবার আশংকা থাকবে। আমি মনে করি এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকা উচিত।

জনাব রাশেদুজ্জামান : আমি একটা প্রসঙ্গে বলতে চাই। সেটা হলো, রসূল সা.-এর রিসালাত পূর্ব জীবনের আনুগত্য করা জরুরি নয়। এটা কিন্তু একটা border line. রসূলের ওফাতের পর থেকে যে সকল নিয়ম-কানুন, দিকনির্দেশনা সাহাবীরা দিয়েছেন সেগুলোর অনুসরণ করাও সুন্নাহর মতো জরুরি নয়। সুতরাং শরিয়ার মূল উৎস হিসেবে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক indicator অথবা মানদণ্ড হবে, সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল কিতাব এবং সুন্নাহই হবে মূল মানদণ্ড। শরীয়তের উৎস হিসাবে সেটাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এটাই আমার opinion.

সভাপতি (আবদুল কাদের মোল্লা) : আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো মূলত আমাদের পূর্বে যারা ইজতেহাদ বা গবেষণা করেছেন তাঁরা ফাইনাল করেই গেছেন। শরিয়ার মূল উৎস কি? ইসলামী শরিয়ার প্রাসংগিক বিষয়সমূহ কি কি? আমাদের পূর্ববর্তী মুজতাহিদ আলেমগণ সেগুলো ফায়সালা করে গেছেন। এগুলোর তাত্ত্বিক আলোচনা আমার মনে হয়, খুব প্রয়োজন নাই। আলোচনা প্রয়োজন যুগের প্রেক্ষাপটে সেগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে, যুগ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে। আসলে প্রায়োগিক বিধানগুলি static নয়। কিছু আছে static যেগুলো

পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নাই। যেটাকে আমাদের মুজতাহিদগণ রসূলে পাক স.-এর আমলে শরয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর কৌশলগত আমলগুলো বিভিন্ন সময় time to time সেগুলোর internal spirit বজায় রেখে update করা হয়েছে এবং হতে থাকবে। যেমন প্রয়োজনে হাতিয়ার কতোটুকু শানিত হতে হবে, কতটুকু up-light হতে পারে, কতটুকু uptodate হতে হবে এইখানে গবেষণা করতে হবে। এই গবেষণার দরজা বন্ধ হলে দুনিয়া একদম স্থবির হয়ে যাবে। ইসলামী সমাজে সেটা হয়ে যাওয়ার কারণেই আমরা বর্তমানে পিছনে পড়েছি। Tecnology-র ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছি, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছি এবং জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছি।

এরপর আমি বলবো, কোনো অবস্থাতেই আকলকে শরিয়ার মূল উৎস বলা যাবে না। এ কারণে আকলকে শরিয়ার উৎস বলা যাবে না যে আকল এমন এক জিনিস যেটা এক ব্যক্তিরই দিনের মধ্যে কয়েকবার পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়ত আমরা এখানে যতোগুলো লোক আছি। আমাদের আকলের দিকটা সকলের এক রকম নয়। যে জিনিস person to person-vary করে এবং সময়ের ব্যবধানে vary করে সেটা কোনো সময়ই শরিয়ার উৎস হতে পারে না।

মূলত আকল শরিয়ার উৎস নয়, শরিয়ার উৎসে পৌঁছার জন্যে এবং তা বুঝার জন্যে আকলের প্রয়োজন। আমি মনে করি আরো সতর্কতার সাথে এ আলোচনা করা উচিত। বিশেষ প্রয়োজনে আমার চলে যেতে হচ্ছে। আস্‌সালামু আলাইকুম।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আমাদের প্রধান অতিথি জনাব মকবুল আহমদকে এখন থেকে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত একই সঙ্গে সভাপতির দায়িত্বও পালন করার অনুরোধ করছি। (জনাব মকবুল আহমদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মডারেটর তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখেন)। আমি মনে করি কিছু বিষয়ে আমরা একমত হয়ে যেতে পারি।

প্রথমত আমরা শরিয়ার মূল উৎস-এর ব্যাপারটা final করে ফেলি। মূল উৎসের ব্যাপারে তিনটি মত এসেছে।

১. মূল উৎস: কুরআন, সুন্নাহ এবং আকল।
২. মূল উৎস: কুরআন সুন্নাহ এবং ইজতিহাদ।
৩. মূল উৎস : কুরআন এবং সুন্নাহ।

শেষোক্ত অভিমত প্রদানকারীরা আকলের ব্যাপারে বলেছেন এটা উৎস নয়, উৎসে পৌঁছার মাধ্যম। তাঁরা ইজতেহাদের ব্যাপারে বলেছেন– এটা প্রাসংগিক উৎস। এখন আসুন আমরা মূল উৎসটা চূড়ান্ত করে ফেলি।

ড. মুহাম্মদ হিযবুল্লাহ: এ ধরণের একটি আয়োজনের জন্যে মুবারকবাদ জানাচ্ছি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীকে। আশা করি এ প্রোগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শরীয়তের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত সকল উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। কারো দ্বিমত পাওয়া যায়নি। আকল

শরীয়তের উৎস হবে কি-না? বা উৎস কি-না? এ ব্যাপারে কোথাও কোনো মত আছে বলে অন্তত আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-গবেষণায় জানতে পারিনি। অবশ্য বাংলাদেশে এসে কিছুদিন আগে থেকে, প্রায় বছর দুই/তিন আগে থেকে এ ধরণের একটা কথা আমার কানে আসছে। কিন্তু এটা যে এতোদূর গড়িয়েছে এটা আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হইনি। আসল কথা হচ্ছে আকল কোনো অবস্থাতেই শরীয়তের উৎস হতে পারে না।

ডা. মতিয়ার রহমান সাহেব কষ্ট করে যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছেন, এগুলোর কোথাও আকলকে উৎস বলা হয়নি। উনি বলেছেন– যারা আল্লাহর কিতাব, সুন্নতে রসূল এবং বিবেক-বুদ্ধিকে উৎস মনে করে না, তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। এ প্রসংগে তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। কিন্তু কোথায় আছে আকলকে উৎস না মানলে শাস্তি হবে?

মূলত কুরআনে বলা হয়েছে তারা বিবেক খাটিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করছেনা, তাদের বিবেক সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি আমরা দেখছি। জেনেটিক সাইন্সে দেখা যাচ্ছে জীন প্রযুক্তি কতোদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের আকল দ্বারা তারা আল্লাহর তাওহীদের কথা উপলব্ধি করছেনা। এটা তাদের মাথায় আসছে না। তাহলে এই বিবেক কী করে উৎস হতে পারে?

বিষয়টা আগে থেকেই আমার কানে এসেছে। আমরা এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাই। এটা এভাবে যদি এগুতে থাকে তবে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবো। ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে বলেছেন : শরীয়তের কোনো বিধান যদি তোমার সামনে আসে, সেটা তোমার আকলে গ্রহণ করুক বা না-ই করুক সেটাই তোমাকে মানতে হবে। অতএব আসুন আমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন করে দীনকে সাজাই, জীবনকে সাজাই।

মুফতি আবু ইউসুফ : এ পর্যন্ত যে বিষয়টা আমাদের সামনে আলোচনা হচ্ছে তা খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। ইসলামী শরিয়ার উৎস কি কি? এটা আমরা এখানে আলোচনা করছি। অথচ এ ব্যাপারে কিতাব আছে। কিতাবগুলো আমরা পড়েছি। এ প্রসংগে তিনি কয়েকটি উসূলের কিতাবের উল্লেখ করেন।

শরিয়ার মূল উৎস যে কুরআন ও সুন্নাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দুটোই শরীয়তের মূল উৎস। সাথে সাথে ইজমাও শরীয়তের উৎস। সাহাবীদের ইজমাও শরিয়ার দলিল। কিয়াস যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক হয়ে থাকে ইজতেহাদের শর্ত মোতাবেক যদি হয়ে থাকে তা হলে সেটাও উৎস হতে পারে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম উসূল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তারা এটাকে মেনে নিয়েছেন।

আকল কী করে শরিয়ার উৎস হবে? কারো আকল বেশি, কারো কম। বেশি বয়সে আকল থাকে না। অনেকের আকল লোপ পায়। কম বয়সে আকল পাকে না। ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ সকলের সমান নয়।

এ জন্যে জনাব আবদুল কাদের মোল্লা যে কথাটা বলেছেন, সেটা অত্যন্ত চমৎকার। অর্থাৎ যেগুলো সর্বস্বীকৃত সেগুলাকে মেনে নেয়া। সামনে ইজতেহাদের দরজা যেহেতু খোলা আছে, ইজতেহাদের যেহেতু সুযোগ আছে, আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে কুরআন হাদিস গবেষণা করে এগুলোকে বের করার সুযোগ আছে। যেমন জাপানে এখন একটা রোবট বিশজন শ্রমিকের কাজ করছে। এখন রোবটকে যদি আমি পুতুল মনে করে হারাম ফতোয়া দিয়ে দেই, তবে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু যদি একটা কম্পিউটারের মতো কাজ করছে মনে করি তাহলে এটা একটা মেশিন এবং তা জায়েজ। এই জিনিসগুলো আমাদের চিন্তায় আসলে আমরা উপকৃত হবো। যে সমস্যার কারণে ডা. মো. মতিয়ার রহমান সাহেব আকলকে উৎস বানাতে চাচ্ছেন তাও সমাধান হয়ে যাবে।

ড. মানযুর-এ ইলাহী : উৎসকে ইংরেজিতে source আর আরবিতে মাসদার বলা হয়। মূল উৎসকে ইংরেজিতে primary source আর আরবিতে আল মাসাদিরুল আসলিয়া বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ যে ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস, তা সর্বসম্মত। এতে কোনো ইখতিলাফ নেই। ইজমা তো শরিয়ার মূল উৎস হতে পারে না।

কারণ ইজমা তো রসূল সা.-এর যুগে ছিলো না। কিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা জানি সাহাবারা কেউ কেউ কিয়াস করেছেন। কিন্তু সেই কিয়াসের অনুমোদনের জন্যে ছুটে আসতেন রসূল সা.-এর কাছে। ফলে রসূলের যুগের সমস্ত কিয়াসই সুন্নাহর মর্যাদা রাখে।

আমরা জানি রসূলের জীবদ্দশায়ই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্যে আমার দীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (অহী প্রদানও) সমাপ্ত করলাম।' তাহলে শরিয়ার source আল্লাহর রসূলের যুগেই পূর্ণভাবে নির্ধারণ হয়ে গেছে। তবে ইজতেহাদের দরজা রসূল খোলা রেখেছেন বলেই পরবর্তীতে ইজমাসহ অন্যান্য source-গুলো কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো রসূলের যুগে স্বয়ং সম্পূর্ণ source হিসাবে কখনোই পরিগণিত হয়নি। সুতরাং সর্বসম্মত এবং চূড়ান্ত কথা হলো- নিরংকুশ বা মূল source হলো দুটো- কুরআন এবং সুন্নাহ।

আকলের ব্যাপারে যে কথা এসেছে সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আকল হলো শরিয়ার একটা মাকসাদ, মাসদার বা উৎস নয়। শরিয়া তো আকলকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জরুরি ঘোষণা করেছে।

আমরা এভাবে করতে পারি যে, আকল ছাড়া আসলে কোনো কিছুই বোঝা সম্ভব নয় এমনকি ইসলামী শরীয়তও নয়। কিন্তু সেটা উৎস নয়। সে-টা হচ্ছে উদ্দেশ্য (means)। শরীয়ত আকলের ভূমিকাকে মোটেই অস্বীকার করছে না, support করছে এবং এজন্যেই আকলের হেফাজতকে একটা essential ব্যাপার বলে ঘোষণা দিয়েছে। আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যার আকল চলে যায় তার উপর নামাজ নেই, রোযা নেই, হজ্জ নেই। শরীয়তের কোনো বিধান তার উপর প্রযোজ্য নয়।

প্রফেসর এটিএম ফজলুল হক : আকলকে শরীয়তের মূল উৎস গণ্য করা যাবে না। আসলে আল্লাহ মানুষের জন্যে জীবন যাপনের বিধান ইসলাম দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষ জাগতিক জীবনে এবং আখিরাতের জীবনে সফল হবে। এটা বুঝার জন্যে আকলের প্রয়োজন। এটা বুঝার জন্যে শুধু আকলেরই নয় আরো অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিচয় রয়েছে। আল্লাহ সেগুলোর কথাও উল্লেখ করেছেন। সেগুলোকে কাজে লাগাতে বলেছেন।

চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে, কান দিয়ে শুনার মাধ্যমে, মন ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর দীনের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারে। আসলে ঈমান আনার ব্যাপারে যারা আকলকে কাজে লাগাবে না তারা সত্যিকারভাবে ঈমান আনতে পারবে না।

আকল হলো প্রয়োগ করার জিনিস। মতিয়ার রহমান সাহেবও রেফারেন্সসহ বলেছেন- আকলকে যারা কাজে লাগাবে না তাদের উপরে আল্লাহ অপবিত্রতা চাপিয়ে দিবেন। তারা ঈমানদার হতে পারবে না।

এটাই সত্যি কথা, আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্যে, আল্লাহর সৃষ্টিকে বুঝার জন্যে আকল প্রয়োজন। বলা হয়েছে- তুমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখো। সুতরাং, আল্লাহর দীনকে বুঝার জন্য, জানার জন্যে আকল হচ্ছে একটা মাধ্যম। এটা মূল উৎস হতে পারে না।

জনাব রাশেদুজ্জামান : কয়েকজন ভাই বলেছেন, মূল উৎস তিনটা-কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমা। সার্বিক বিবেচনায় ইজমা আমাদের শরিয়ার মূল উৎস হতে পারে না। এটা প্রাসঙ্গিক উৎস।

মাওলানা আহসান ফারুক : সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আমাদের ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যে ব্যাপারগুলো settle করে গেছেন, ঐ ব্যাপারে গবেষণা করে সেগুলোকে বিতর্কিত করার প্রয়োজন নাই। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, সেগুলো settle হয়ে গেছে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : একথাটা আরো কয়েকজন ভাই বলেছেন যে-অতীতের ওলামায়ে কেরাম যেটা settle করে গেছেন, সেগুলো আলোচনায় আসবে না। একথা কিন্তু ঠিক নয়। আলোচনা অলরেডি ময়দানে এসে গেছে। ড. হিযবুল্লাহ বলেছেন, তিনি দুই/তিন বছর আগে শুনেছেন। যেটা আলোচনায় এসে গেছে সেটাকে যদি ভুল মনে করা হয়, তাহলে সেটাকে অবশ্যই আলোচনায় আনতে হবে, সেটা ভুল কি শুদ্ধ তা ফাইনাল করার জন্যে। এটা অবশ্যই আলোচনায় আসতে হবে। নিজের মত পেশ করতে হবে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে যুক্তি দিতে হবে।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরাও ভুল করতে পারে। তাই নিজের বক্তব্য সবারই যুক্তি দিয়ে বলতে হবে কেন আকলকে আমি শরিয়ার উৎস মনে করিনা?

ড. মুহাম্মদ হিযবুল্লাহ : কুরআন এবং সুন্নাহই হচ্ছে- মূল উৎস। দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হচ্ছে- ইজমা এবং কিয়াস। উসূলে ফিকহের গ্রন্থাবলীতে এ দু'টোকে নিয়েই বলা হয়েছে আল মাসাদিরুল আরবায়া।

মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদ : ইজমা মূল উৎস হতে পারেনা। কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই। ইজমা শরিয়ার মূল উৎস নয়। আমি পূর্ণ ঈমানের সাথে একথা বলছি।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : ড. হিযবুল্লাহ এবং মুফতি আবু ইউসুফ মূল উৎস হিসেবে ইজমার কথা বলেছেন। কিন্তু কোনো দলিল তারা দেন নাই। তারা বলেছেন– আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা উসূলের কিতাবের কথা, যেমন– উসূলুস শাশী, শরহে বেকায়া ইত্যাদি। তাঁরা এগুলো উসূলের কিতাব থেকে বলেছেন, কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে কোনো দলিল পেশ করেন নাই যে, ইজমা শরিয়ার মূল উৎস।

ইজমা, ইজতেহাদ বা কিয়াস শরীয়তের দলিল, তথা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করেন নাই। যারা কুরআন এবং সুন্নাহকে মূল উৎস বলেছেন তাঁরাও এগুলোকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁরা বলেছেন এগুলো প্রাসঙ্গিক দলিল। সুতরাং আমার মনে হয়, উভয় পক্ষের কথার ভিতরে কোনো contradiction নাই। ইজমাকে, কিয়াসকে, ইজতেহাদকে অস্বীকার করা হয়নি। প্রাসংগিক দলিল বলা হয়েছে। যারা মূল দলিল হিসাবে কুরআন এবং সুন্নাহের কথা বলেন তারা ইজমা, কিয়াস বা ইজতেহাদকে অস্বীকার করেন না। এগুলোকে তারা ছানোবী বা প্রাসংগিক উৎস বলেন।

শরীয়তের মূল উৎস কী?- তা এখন আমরা final করতে পারি।
কেউ কেউ মূল উৎস চারটি বলেছেন। তাহলো : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস।
কেউ কেউ বলেছেন তিনটি : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা।
কেউ বলেছেন : কুরআন, সুন্নাহ, ইজতেহাদ।
কেউ বলেছেন কুরআন, সুন্নাহ, আকল।

আর অধিকাংশ Participant বলেছেন, মূল উৎস দুটি, কুরআন এবং সুন্নাহ।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে, তাতে কুরআন এবং সুন্নাহ্ যে শরীয়তের মূল উৎস, তা যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট। এ দুটি মূল উৎস হবার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই।

ডা. মতিয়ার রহমান সাহেব আকল-শরিয়ার দলিল হবার ব্যাপারে যে কথাগুলো উপস্থাপন করেছেন এবং যেসব দলিল পেশ করেছেন সেগুলো অকাট্য দলিল নয়। তাই একথা পরিষ্কার হলো যে, আকল শরীয়তের মূল উৎস নয়, তবে মূল উৎসে পৌছার একটি মাধ্যম। আকল না থাকলে উৎসে পৌছা সম্ভব নয়। একজন বিচারক বিচার করেন- আইনের মাধ্যমে। আইনের ভিত্তিতে রায় দেন। কিন্তু ঐ আইন এখানে প্রযোজ্য কিনা তা তিনি দেখেন আকলের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে

একটি উদাহরণ হলো- হযরত আলীর বর্ম হারা গেছে। এই বর্ম হারানোর বিচারটা করতে হবে আইনের ভিত্তিতে, আকলের ভিত্তিতে নয়। আকল বলে: আলী মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। কিন্তু আইন বলে আলী সত্যবাদী হলেও তার কাছে প্রমাণ নাই। বিচারটা হবে প্রমাণের ভিত্তিতে, দলিলের ভিত্তিতে। আকলের ভিত্তিতে নয়। তাই বিচারে আলী বর্ম ফেরত পাননি।'

যেহেতু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে উপস্থাপন করতে চাই যে, মানুষের আকল ভুল করতে পারে। এটা কুরআন থেকেই জানা যায়।

দেখুন, নবুয়্যত লাভের পূর্বে হযরত ইব্রাহিম আ.-এর অবস্থা। অতীব উন্নত এবং সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধির অধিকারী লোক ছিলেন তিনি। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি তাঁকেও চূড়ান্ত ফায়সালা দিতে পারেনি। কুরআন বলে:

"ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো, যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল, তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো দেখছি, তুমি ও তোমার জাতি প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।' ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখালাম। আর এ জন্যে দেখালাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো, তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললো: 'এ আমার রব।' কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললো: 'যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই'। তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলো, বললো: 'এ আমার রব'। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললো: 'আমার রবই যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো'। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তমান দেখলো, তখন বললো: 'এটি আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়।' কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চিৎকার করে বলে উঠলো: 'হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা আন'আম: আয়াত ৭৪-৭৯)

দেখুন, হযরত ইব্রাহিমের বিবেক বুদ্ধি রায় দিয়েছে: মূর্তিপূজা করা সঠিক কাজ নয়। তার আকল এখানে সঠিক রায় দিয়েছে। আবার তারকা দেখে সেটাকে প্রভু বললেন, অথচ ইতোপূর্বে মূর্তিকে অস্বীকার করলেন। এখানে তার বিবেক ভুল রায় দিয়েছে। এই হলো আকল। আকল কখনো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে, কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে। এরপর যখন তারকা ডুবে গেলো, তখন তাঁর আকল বললো যেটা ডুবে যায়, সেটা প্রভু হতে পারে না। এখানেও আকল সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তারপর রাত হয়ে গেলে চাঁদ দেখলেন। দেখলেন, এটা তারকা থেকে বড়। তিনি ভাবলেন, তবে চাঁদটাই আমার প্রভু। তার আকল বিশ্লেষণ করলো, যেহেতু এটা বড় তাই এটাই প্রভু। আকল এখানে ভুল করলো। কিন্তু যখন চাঁদ ডুবে গেলো, তখন তিনি বললেন, যেগুলো ডুবে যায়, সেগুলো প্রভু হতে

পারেনা। এখানে আকল সঠিক সিদ্ধান্ত দিলো। এরপর বললেন- প্রকৃত প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েত না এলে আমি গোমরাহ থেকে যাবো। হ্যাঁ, প্রকৃত প্রভুর পক্ষ থেকেই হেদায়াত আসতে হবে। সেটাই হবে মূল উৎস। আর প্রকৃত প্রভুর হেদায়েতই হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ।

তারপর সূর্য দেখেও তাঁর বিবেকবুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে। কিন্তু সূর্যও ডুবে গেলে তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টার দিকেই মুখ ফিরালেন। বুঝা গেলো, বিবেক বুদ্ধি সত্যের মাপকাঠি নয়। বরং বিবেক বুদ্ধিকে সত্য সন্ধ্যানে ব্যবহার করতে হয়।

তাই এখন আমরা এ ব্যাপারে final সিদ্ধান্তে যেতে পারি। তাহলো, শরীয়তের মূল উৎস দুটি:

১. আল কুরআন এবং
২. সুন্নাহ।

আকল হলো- সত্য সন্ধান এবং সত্যে পৌঁছার মাধ্যম, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার মাধ্যম। আকলের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, সঠিকও হতে পারে।

শরিয়ার প্রাসংগিক উৎসের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, প্রাসংগিক উৎস হলোঃ ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ, উরফে আম ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আরো আলোচনার সুযোগ আছে। উসূলবিদগণের বিভিন্ন মত ও ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রাসংগিক বিষয়ে এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে পারে।

মুফতি আবু ইউসুফ: ইজমা দলিল হিসাবে তৃতীয় পর্যায়ে আসতে পার। আমি আমার পূর্বের মত থেকে ফিরে এসে এ কথা বলতে চাচ্ছি যে, শরিয়ার মূল উৎস একটা এবং তাহলো, আল কুরআন। Secondary উৎস সুন্নাহ। তৃতীয় উৎস ইজমা।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : মূল উৎসের ব্যাপারে আলোচনার আর সুযোগ নাই। এটা ফাইনাল হয়ে গেছে। আমরা সবাই একমত হয়েছি। আল কুরআন এবং সুন্নাহ্ই মূল উৎস।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : 'প্রাসংগিক' শব্দটিকে কেউ কেউ যথাযথ শব্দ মনে করছেন না। সঠিক শব্দের পরামর্শ দিন। আমরা আরবিতে ছানবি এবং ইংরেজিতে secondary শব্দ ব্যবহার করতে পারি। বাংলায় 'প্রাসংগিক' ছাড়া এখন পর্যন্ত অন্য কোনো শব্দের প্রস্তাব আসেনি।

ডা. নাজমুল হক রবি : শরীয়তের primary source হলো দুইটা : কুরআন এবং সুন্নাহ। এরপর হলো প্রায়োগিক উৎস। অর্থাৎ আমি যখন কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলতে চাইবো, তখন আমাকে ঐ সময় এবং ঐ অবস্থার আলোকে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইজমা কিন্তু আসলে আকলের একটি application এবং এক ধরণের সাময়িক প্রয়োগ। সেটার basic হিসেবে

ব্যবহার হবে কুরআন এবং সুন্নাহ। সেক্ষেত্রে মূল সোর্সের ভিত্তিতে আকল apply করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে।

সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজেদের declare করলাম, তখনই কুরআন এবং রসূল সা. আমাদের model. So primary source is clear. এরপর হচ্ছে application এবং application করতে গেলে আমাদের source হবে আকল। আর আকলেরই একটা application হচ্ছে ইজমা। এখন আমরা ইজমা, ইজতেহাদ, কিয়াস যাই বলি আমার মতে সেগুলো আকলেরই appliation.

ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম : আমি দুটি opinion এখানে দিচ্ছি। তাহলো মুয়ায বিন জাবালের হাদিস অনুযায়ী সমাধান হবে প্রথমে কুরআন দিয়ে। কুরআনে না পেলে হাদিস দিয়ে। এরপরে আসবে বিবেক। সেখানে ইজতেহাদের কথা বলা হয়েছে। ঐ হাদিসকে যারা basic ধরেছেন তারা বলেছেন কুরআন হাদিস Primary source. Secondary হলো- ইজতেহাদ। এরপরে ইজমা, কিয়াস, ইসতেহসান, মাসল মাসায়েল, উরফ এগুলো সবই এসেছে ইজতেহাদ থেকে। আমার প্রস্তাব হলো, এক নম্বর: হয় আমরা ইজতেহাদকে secondary-এর basis ধরবো। এরপর ইজতেহাদ থেকে বাকি সব বেরিয়ে আসবে।

এটা যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে আমরা secondary source ধরবো ইজমাকে, তারপর কিয়াস, ইসতেহসানকে, তারপর ইসতেসলাহ, মাসালা, মুরসালা, উরফ, আদাতকে। এগুলোর কোনোটাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

একটা উদাহরণ দিই। ধরুণ, আমরা দু'বন্ধু মাছ ধরতে গেলাম। টিকেট করেছি ৫০০ টাকা করে। একজন মাছ পেলাম অন্যজন পায়নি। আইনগতভাবে সে আমার কাছে দাবি করতে পারবে না। কিন্তু ইসতেহসান বলে: দু'জন বন্ধু যেহেতু একসাথে গেলাম। তাই তাকে ভাগ দিই। এভাবে ইসতেহসান, ইসতেদলাল, ইসতেসহাব, উরফ, আদতের অনেক গুরুত্ব আছে হাদিস দ্বারা।

ড. মুহাম্মদ হিযবুল্লাহ : ইজমা এবং কিয়াস এগুলোকে third বা fourth position-এ রাখবেন কি রাখবেন না এটা কোনো বড় বিষয় নয়। নাম যাই হোক কিয়াস এবং ইজতিহাদ প্রায় একই রকম। অতএব secondary যে সব source আমরা নির্ধারণ করছি এটা আগেও ওলামায়ে কেরাম করেছেন। তারা বলেছেন মৌলিক উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। আর ইজমা এবং কিয়াসকে ভিন্ন ভাবে ধরেছেন। কিয়াস তো আমরা সবাই স্বীকার করলাম যে, এটা হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইজমাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে মৌলিক উৎস হিসাবে নিলাম। আর ইজমা ও কিয়াসকে secondary হিসেবে নিলাম। এখানে ইজমা প্রথমে আসবে না কিয়াস প্রথমে আসবে সেটা বড় কথা নয়।

ড. মানযুরে ইলাহী : ইজমা রসূল সা. এর যুগে ছিলো না। থাকা সম্ভবও ছিলো না। কারণ রসূল সা. মুসলমানদের এ অনুমতি দেননি যে, তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে বা অহির অপেক্ষা না করে সবাই মিলে একটা কিছু করবে। এটা একটা

দলিল। আরেকটা দলিল হচ্ছে, ইজমা মুসতানাদ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ কিসের ভত্তিতে ইজমা করবে সেটা। সেটা হতে পারে কিতাব, আয়াত অথবা সুন্নাহ, অথবা কিয়াস। তিনটার যে কোনো একটা হতে পারে। ইজমায় এ তিনটার কোনো একটা মুসতানাদ বা সনদ না থাকলে সে ইজমা শুদ্ধ নয়। যেমন সারা বিশ্বের মানুষ যদি (কাফির) বুশের নেতৃত্বের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় এটা হুকুমে শরয়ীর মর্যাদা পাবে না। সমস্ত মুসলমানও যদি একমত হয় তাতেও নয়। বুশের নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরআনে কি কোনো দলিল আছে? অথবা সুন্নাহ অথবা শুদ্ধ কিয়াস। আর ড. মাহবুব যেটা বলেছেন- আসলে হাদিসে মুয়াযে রসূল সা. হযরত মুয়াযকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন মূলত তাঁর জীবদ্দশাতে। কোন্ কোন্ source follow করবে সে জন্যে। তাই সেখানে ইজমার কথা ছিলো না। এ মতপার্থক্য থাকা ঠিক নয় যে, ইজমা আগে না ইজতেহাদ আগে।

ডা. মতিয়ার রহমান : কিয়াস, ইজমা, ইজতেহাদ সবক'টাই আকলের সাথে জড়িত। কুরআন, সুন্নাহ এবং আকল মিলিয়েই কিয়াস বলা হয়। ইজতেহাদ• করতে হলে কুরআন সুন্নাহ্‌র সাথে আকলকে নিয়ে আসতে হবে। কাজেই আকল অবিচ্ছিন্ন, এটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আকল না হলে ইজতেহাদ এবং কিয়াস করা যাবে না, ইজমাও করা যাবে না।

ড. জামালুদ্দীন : প্রথম হলো কুরআন, এরপর সুন্নাহ। দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারে যদি প্রথমে ইজমা তারপরে কিয়াস বা ইজতেহাদ রাখি, তবে হয়তো সমাধান হয়। এটা আমার প্রস্তাব।

মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদ : ডা. মতিয়ার রহমান সাহেব নিজস্ব একটা বক্তব্য পেশ করেছেন, তার উপরে লম্বা আলোচনা হয়েছে। এতে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি। এখন প্রমাণিত হলো, আকল শরীয়তের উৎস নয়, এটা উৎসে পৌছার মাধ্যম। মূলত, শরীয়তের মূল উৎস ও চূড়ান্ত উৎস হলো আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্। এছাড়া আর কোনোটিই নয়। এতো সময় যা বলা হয়েছে– নুরুল আনোয়ার উসূলে শাশী এগুলো যারা লিখেছেন, তারাও ভুল করতে পারেন। সঠিকও করতে পারেন। আমরা বলছি আমরা ভুল করতে পারি সঠিকও করতে পারি। কুরআন এবং সুন্নাহ হচ্ছে মাসুম-নির্ভুল। আর কিছুই মাসুম নয়। ইজমা, কিয়াস ও ইজতেহাদ এগুলোর একটিকেও আমি উৎস মনে করি না। উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। ইজমা, কিয়াস ও ইজতেহাদ এগুলোর ভিত্তি হবে কুরআন সুন্নাহ।

জনাব রাশেদুজ্জামান : ডা. মতিয়ার রহমান সাহেব চিন্তা গবেষণা করে যে মতটা এখানে লিখিত ভাবে উপস্থাপন করেছেন, সে সম্পর্কে এ হাউজে আলোচনা পর্যালোচনা করে আমরা একটা conclusion-এ আসলাম। আমরা জানলাম আকল বা বিবেকবুদ্ধি শরীয়তের মূল উৎস নয়। কিন্তু তিনি যে পেপারটা লিখেছেন, সেটা যদি এই হাউজের বাইরে যায়, আমার মনে হয় তাতে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কারণ অল্প জানা অনেক লোক তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, হয়তো এটা পেয়ে তারা এটাই মানা শুরু করবে। তাই শ্রদ্ধেয় ডা. মতিয়ার রহমান

সাহেবের নিকট অনুরোধ, উনি যদি এ হাউজের আলোচনার ফলাফল অনুযায়ী উনার মত পরিবর্তন করেন, তবে মনে হয় কম সংখ্যক লোক হলেও তারা বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা পাবে।

মুফতি আবু ইউসুফ : জনাব রাশেদুজ্জামান ডা. মতিয়ার রহমান সাহেবকে যে কথা বলেছেন, আমিও তার সাথে একমত।

ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম : ইজমার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বললেন, ইজমা রসূল সা.-এর ইন্তেকালের পরে সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক নয়। উহুদের যুদ্ধের সময় রসূল সা. এবং সিনিয়র সাহাবিদের মত ছিলো, মদিনায় থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে, কিন্তু অধিকাংশ সাহাবি মত প্রদান করেন বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার। সেখানে রসূল সা. মতামতের একটা গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকেই সেটাকে ইজমার সূত্র বলেছেন।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : সেটা ইজমা নয়, সেটা শুরা বা পরামর্শ। ইজমা হতে হয় সর্বসম্মত। শূরার জন্যে সর্বসম্মত হওয়া শর্ত নয়।

মুফতি আব্দুল মান্নান : শরীয়তের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। কিন্তু যেটায় কোনো সাহাবী দ্বিমত করেননি, সকলেই একমত পোষণ করেছেন, সেটাকে আমরা দলিলে কাতঈ (অকাট্য প্রমাণ) হিসেবে ধরবো। দলিলে কাতঈ মূল উৎস নয়। তবে দলিলে কাতঈ মানতে হবে, এটা মানা ফরয।

আহসান ফারুক : শরীয়তের উৎসের ব্যাপারে মতোবিরোধ যখন দেখা দিবে তখন কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে সে হিসেবে যদি আমরা ংবৎরধষ করি তাহলে মনে হয় আমাদের সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন কুরআন আর হাদিসের মধ্যে যদি মতোবিরোধ হয়, তবে সেখানে কুরআনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ড. মানযুরে ইলাহী : কেউ কেউ বলেছেন দুটি source ছাড়া অন্যগুলোকে মানবেনই না। আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। কারণ, কিয়াস ও ইজমাকে তো কেউ ইনকার করতে পারবেন না। সলফে সালেহীনদের ভাষায় আমাদের কথা বলা উচিত। তাঁরা এগুলোকেও দলিল, আদিল্লাতুস শরিয়া বলেছেন। source বলি আর দলিল বলি এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস সম্পর্কে আমরা আগেই ঐক্যমতে পৌঁছেছি। এবার প্রাসংগিক উৎসের ব্যাপারে আমরা চূড়ান্ত ফায়সালায় উপনীত হতে পারি। প্রাসংগিক, secondary বা ছানোবি উৎস সমূহের ব্যাপারে ৩টি ফায়সালায় আমরা উপনীত হতে পারি :

১. প্রথম কথা হলো, প্রাসংগিক উৎস সমূহ অবশ্যই মূল ২টি উৎস অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর তাবে' (অনুসারী) হতে হবে। অর্থাৎ সেগুলো কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, অন্তত কুরআন সুন্নাহর খেলাফ হতে পারবে না।
২. দ্বিতীয় কথা হলো, ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ, মাসলাহা, উরফ, আকল এগুলো সবই প্রাসংগিক উৎস।

৩. তৃতীয় কথা হলো, serial-এর বিষেয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে serial কোনো বড় বিষয় নয়। প্রাসংগিক উৎসের ক্ষেত্রে serial পরিবেশ পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী আগে পরে হতে পারে।

অতএব কথা আমরা এভাবে শেষ করতে পারি যে, প্রাসংগিক উৎস সমূহ হবে কুরআন এবং সুন্নাহর তাবে বা অনুগামী এবং এগুলো কুরআন, সুন্নাহর খেলাফ হতে পারবে না। হলে তা বাতিল।

সভাপতি : দুনিয়ায় সমস্যায় বেড়েছে। সেগুলো সামনে রেখে আমরা সবাই চিন্তা ভাবনা করছি। এ জাতীয় আলোচনা বেশি প্রয়োজন। তবে আমরা যেটাই করি খেয়াল রাখতে হবে যেনো আমরা সলফে সালেহীনের পদ্ধতি উড়িয়ে না দেই। ফেৎনা সৃষ্টি না করি। আমাদের আলোচনা হয়েছে। মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। এরপরে বাকিগুলো। এ সব আলোচনা চলতে থাকবে। এরকম আলোচনা হলে আমাদের মধ্যে চিন্তার ব্যাপকতা বাড়বে। আমরা খুব বুঝে সুজে কথা বলবো। আমরা কুরআন এবং সুন্নাহকে ভিত্তি বানিয়েই আলোচনা রাখবো।

কষ্ট করে সময় দেয়ার জন্যে সবাইকে শুকরিয়া। আস্‌সালামু আলাইকুম। আজকের অধিবেশন সমাপ্ত।

৩

হাদিসের ভাণ্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি কি কি

গবেষণা স্টাডি বৈঠক
আগস্ট ০১, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত

আগস্ট ১, ২০০৫ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সালাতুল মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সভাপতিত্ব করেন একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আবদুল কাদের মোল্লা এবং সালাতুল মাগরিবের পরে সভাপতিত্ব করেন একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিলো : **'হাদিসের ভাণ্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি কি কি?'**

আবদুস শহীদ নাসিম-মডারেটর : মডারেটর আবদুস শহীদ নাসিম আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করে বৈঠক শুরু করেন।

কুরআন তিলাওয়াত: মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : এখন বিগত অধিবেশনের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করা হচ্ছে। এটা লিখিত আকারে আপনাদের হাতে দেয়া হয়েছে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আজকের বিষয়ের উপর প্রথমে বিগত বৈঠকের অসম্পন্ন প্রবন্ধ পেশ করবেন প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান। আজকের বিষয়টিও মূলত গত বৈঠকেরই নির্ধারিত বিষয় ছিলো। সময়ের অভাবে গত বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা হতে পারেনি। আজকের পেপারটি ডা. মতিয়ার রহমানের গত বৈঠকে উপস্থাপিত পেপারেরই অংশ।

প্রবন্ধ উপস্থাপন :
ডা. মো. মতিয়ার রহমান : তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে তার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এটি ফ্লোচার্ট আকারে পেশ করছি। ফ্লোচার্টে লেখা

পয়েন্টগুলোর উপর আমি মৌখিকভাবে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবো। আশা করি এর মাধ্যমে হাদিস থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ প্রসংগে যদি কারো দ্বিমত থাকে পরবর্তীতে আমি সেগুলোর জবাব প্রদান করবো।

হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি :
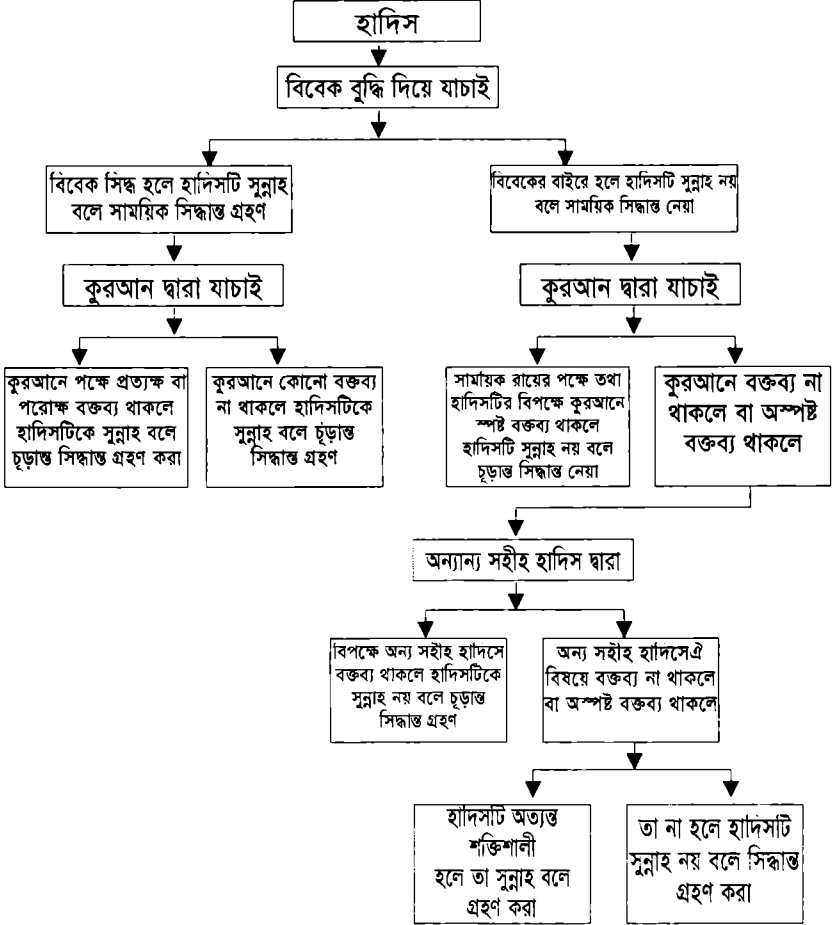
আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আমরা এখন আলোচনায় যাচ্ছি। আজকে নির্ধারিত যে দুটি আলোচ্য বিষয় তার একটির উপর ডা. মো. মতিয়ার রহমান তার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যদি আমরা কারো বক্তব্যের পরে তার কথা সমর্থন করি, তবে তা পুনরুল্লেখ না করাই ভালো। আর যদি দ্বিমত করি এবং নতুন পয়েন্ট যোগ করার থাকে তবে শুধু সেটাই বলা উত্তম। পূর্বের বক্তাগণের বক্তব্যের

পুণরাবৃত্তি না করলে সময় কম লাগবে। এখন আমরা হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি কি কি? –এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

আমরা প্রথম অধিবেশনে একমত হয়েছিলাম যে, সব হাদিসই সুন্নাহ নয়, তবে সুন্নাহ পাওয়া যাবে হাদিসের ভান্ডারে। তাই কোন্ হাদিস সুন্নাহ আর কোন্ হাদিস সুন্নাহ নয়, এটা কিভাবে আমরা বের করবো? এর পদ্ধতিটা কি? অর্থাৎ হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ চিহ্নিত করার উপায় কী- সে বিষয়টা আলোচনা করবো।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, ১৩ কোটি মুসলমানের দেশে এমন একদল আলেম থাকা দরকার, যারা হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে এমন জ্ঞান ও পান্ডিত্য রাখবেন যেনো হাদিস শুনলেই বলতে পারেন- সেটা সুন্নাহ কি সুন্নাহ নয়? আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে আমাদের মাঝে এমন বেশ কিছু আলেম আছেন, যারা অভিজ্ঞ এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, দেশে এবং বিদেশে পড়ে এসেছেন। আজকে এখানেও অনেকে উপস্থিত আছেন। আজ আমরা সুচিন্তিত ভাবে এ বিষয়টি যদি নির্ণয় করতে পারি, তাহলে আমাদের জ্ঞানের প্রশস্ততা বাড়বে এবং আমাদের আলেম সমাজ, আমাদের ছাত্রদেরকে এ ব্যাপারে সুশিক্ষিত করতে পারবেন। হাদিস যাচাইর পদ্ধতি না জানার কারণে আমাদের সমাজে বেদআত, শিরক এবং সবচেয়ে বড় কথা, যা ইসলাম নয়, যা সুন্নাহ নয় তা চালু হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এখন হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি কি কি– সে বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. খন্দকার আ.ন.ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর: আলহামদুলিল্লাহ, আমি রসূলে আকরাম সা. এর সুন্নাহর আলোচনায় উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আলোচ্য বিষয়ে কথা বলতে একটা বিষয় খুব জরুরিভাবে বলা দরকার। সেটা হলো, মুসলিম উম্মাহ ছাড়া অন্য কোনো জাতি তার রিলিজিয়াস ট্রেডিশানকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সময়ের দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে কাছের যে জাতি অর্থাৎ খৃষ্টান সম্প্রদায়, তারা বর্তমানে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আমাদের চিন্তা ভাবনাকেও প্রভাবিত করছে। সেই জাতির সাথে ইসলামের বয়সের পার্থক্য মাত্র ছয়শত বছর। আর সেই ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা আ.। তারা একটা সভ্য জাতি। ইহুদিরাও সভ্য জাতি যারা হাজার বছর ধরে সু-সভ্য এবং রোমান সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দু:খের সাথে লক্ষ্য করি যে, যীশুখিস্ট্রের তিরোধানের পরবর্তী তিনশত বছর পর্যন্ত শত শত চার্চ হয়েছে, বিশপ হয়েছে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের কোনো কথাকে তারা বিশুদ্ধ সনদে সংরক্ষণ করতে পারেনি এবং করেনি। যে যা করেছে, বলেছে- এখন তাদের কাছে সেটাই যিশুর কাজ। কারো ভাল লাগলে বলেছে এটা ঠিক, কারো ভাল না লাগলে বলেছে– এটা ঠিক নয়। কিন্তু কেউ এভাবে যাচাই করেনি যে, তুমি কি যিশুর নিকট থেকে শুনেছ? এরপর কার থেকে শুনেছ? কিভাবে পেয়েছ? তোমার document কী? এভাবে কোনো বিচার হয়নি। শত শত চার্চ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু কোনো একটি চার্চে বাইবেলের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে যখন তারা তাদের

ধর্মকে সু-সংগঠিত করলো, তখন কোন্ কথাটি যিশু বলেছেন, কোন্ কথাটি যিশু বলেন নাই, এই ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো দলিল ছিলো না। এরপর তারা textual criticism নামে একটা criticism তৈরি করেন যাচাই বাছাই ছাড়া পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া যিশু খ্রীষ্টের সময় এই ভাষা ছিলো কি-না, তিনি একথা বলতে পারেন কি-না, অথবা তার পক্ষে এটা বলা সম্ভব কি-না? এটা একটা অদ্ভুত গাজাখুরি ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক মানুষের বিবেক আলাদা, এজন্যে তাদের ধর্মে-কোনটা যিশু বলেছেন, আর কোন্টা ঠিক- এটা নির্ণয়ের কোনো পথ নেই। তারা একেকজন এক এক কথা বলেন।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহ প্রথমদিন থেকেই রসূলের সুন্নাহকে রক্ষার জন্যে একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করেছে। রসূলে আকরাম সা. শেষ নবী হিসেবে উম্মতের জন্যে যে tradition রেখে গেছেন সেই tradition যেনো সুরক্ষিত থাকে তিনি নিজেই সে ব্যবস্থা করেছেন। বলেছেন আমার tradition সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা বলবে না, যে-টা সন্দেহযুক্ত হবে সেটা বিচার করে গ্রহণ করবে। সন্দেহজনক জিনিস তুমি নিজে গ্রহণ করবে না এবং বলবে না। এটা মুসলিম উম্মাহর একটা বড় কৃতিত্ব যে তারা এ tradition রক্ষা করতে পেরেছে। কিভাবে পেরেছে?

আমরা যখন কোর্টে একজন বিচারকের কাছে কোনো কেইসের ব্যাপারে যাই, তখন পাঁচটা স্বাক্ষী যায়, দু'তিনটা document যায়। বিচারক তখন document এর সত্যতা নির্ণয় করে? কখনোই প্রথমে বিবেক দিয়ে বিচার করে না।

তিনি দেখেন document এবং মৌখিক সাক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় আছে কি-না? ঘটনা সত্য কি-না তা বিচার করার জন্যে তিনি সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সমন্বয় করেন। cross examine করেন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। যদি সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ সাক্ষ্যগুলো সত্য। তারপর তিনি বিচার করেন।

দ্বিতীয় কথা হলো– রসূল স. এর দীনের ভিত্তি হলো অহী। মানুষ যে জ্ঞানটা নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করতে পারেনা, বরং গায়েব থেকে দেয়া হয়, সেটাই অহী। যদিও আল্লাহ মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু এ বিষয়ে বুদ্ধি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী নয়। যদি বিবেক চূড়ান্তই হতো তবে অহীর প্রয়োজন হতো না। আরেকটি কথা হলো– বুদ্ধি-বিবেক কি? মানুষ ডান বা বাম হাত ব্যবহার করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. ডান হাতে খেয়েছেন। এটা শুনে ইউরোপিয়ানরা বলতে পারে এটা আবার কি নিয়ম? হাত দুইটাই তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে বাম হাতে খেলে ক্ষতি কি? এটাই হলো বিবেক বুদ্ধি।

দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি কি? এক্ষেত্রে আমি বলবো, আল্লাহর পথ থেকে মুসলিম উম্মাহর পদস্খলনের প্রধান কারণ হলো বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে হাদিস যাচাই করা। অর্থাৎ খারেজী, মোতাযিলী, কাদ্‌রিয়া, জাবারিয়া এই যে ফেরকাগুলো তৈরি হয়েছে- এর কারণ হলো, সাহাবী,

তাবেঈদের পরে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে গ্রীক দর্শনের আলোকে তারা হাদিস যাচাই করেছে।

হাদিস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দেখবো, রসূল সা. এটা বলেছেন কি বলেননি। যাচাইয়ের এ পদ্ধতি, যেটা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁরা দেখেছেন এ হাদিসটা রসূল সা. থেকে কে শুনেছে? তিনি কেমন লোক ছিলেন? তার কাছ থেকে কে কে শুনেছেন, কতজন শুনেছেন, তারা কিভাবে বর্ণনা দিয়েছে, তাদের লিখিত document কি ছিলো, পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা এবং তাদের বর্ণনা পরম্পরার সাথে মিল আছে কিনা?

এভাবে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে যখন কোনো কথা পাওয়া যায়, তখন সেটা তারা গ্রহণ করেছেন।

মানুষের বিবেক একটা ঘোড়া। এই ঘোড়ার মুখে অহীর লাগাম লাগাতে হবে। অহীর লাগাম ছাড়া যদি আপনি ঘোড়া চালিয়ে যান, তবে আপনি হয়তো মনে করছেন, সে ঘোড়া আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন্ পথে যে গর্তে নিয়ে ফেলবে তা আপনি জানতে পারবেন না। আর অহীর লাগাম লাগিয়ে যদি এগিয়ে নিয়ে যান তবে দেখবেন আস্তে আস্তে আপনাকে সুপথে নিয়ে যাবে।

তাহলে ১ম পয়েন্ট হলো– যে হাদিসটা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ রসূল সা. তা বলেছেন এ ব্যাপার যদি ৯৫% বা ৯৯% নিশ্চিত হই, আমরা ধরে নেবো রসূল সা. সেটা বলেছেন। বলেছেন বলে প্রমাণিত হবার পর সেটাকে বিবেক বুদ্ধির মধ্যে আনা যায় কি-না সেটা দেখতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা হলো যখন এমন সন্দেহ দেখা দেয় যে- একথা রসূল সা. বলেছেন, না কি বলেননি, তখনই কুরআন ও সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করতে হবে। এভাবে সাহাবীগণও যাচাই-বাছাই করেছেন। যেমন মনে করেন, কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'ইন্নামা হাররামা আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়া লাহামাল খিনজির।' এখানে আল্লাহ শুধুমাত্র মৃতজীব, রক্ত এবং শুকরের মাংস ছাড়া আর কিছুই হারাম করেননি। এটা কুরআনে এসেছে। কিন্তু হাদিসে এসেছে হিংস্র জীব, মাংসাসী জীব এবং মানুষের মল-মূত্র হারাম। তাই এখন যদি আমরা বলি কুরআনে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে শুধু তিনটা জিনিস হারাম, সে তিনটির মাঝে তো হাদিসের এগুলো নেই। তাই এখানে কুরআন ও হাদিসের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাহলে এটা আমাদের ভুল বুঝা হবে।

এজন্যেই হাদিসে এসেছে: তোমাদের যেনো এমন অবস্থা না হয় যে, আমার কথা প্রমাণিত হওয়ার পর সেটা কুরআনে নেই বলে- তোমরা অস্বীকার করে বসবে?

তৃতীয় যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হলো, রসূল সা. এর দেড় হাজার বছর পর আমরা যে ভালবাসা ও দরদ নিয়ে রসূলের সুন্নতকে যাচাই-বাছাই ও রক্ষা করতে চাই, এর থেকে অনেক বেশি মহব্বত, ভালবাসা ও দরদ নিয়ে, জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পনের, বিশ, পঁচিশ বছর যাবৎ সফর করে রসূলের নিকটতম উম্মতেরা রসূল সা. -এর হাদিসকে সংকলন করেছেন, বিচার করেছেন, যাচাই করেছেন। এভাবে তাঁরা রসূলের সুন্নাহকে সুরক্ষিত করেছেন।

দেড় হাজার পর এসে আমরা যদি তাদের সকল প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দিয়ে, নতুন করে যাচাই বাছাই করতে চাই, তবে সেটা হবে ভুল পদক্ষেপ।

আমরা হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ এভাবে যাচাই করবো যে, যেসব সুন্নাহর ব্যাপারে রসূল সা. নিশ্চিত করেছেন বা বলেছেন বলে আমরা বুঝতে পারবো, সেগুলোকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবো। ২য় পয়েন্ট হলো, যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ আছে, সেগুলো পূর্ববর্তী আলেমগণ, যারা সেসময় ক্রস এ্যাকজামিন করেছেন, বিভিন্ন রাবীর মুখ থেকে বর্ণনা নিয়েছেন আমরা সেগুলোকে সেই আলোকে যাচাই করবো।

হাজার বছরের সমস্ত tradition এবং সমস্ত শ্রমকে বাতিল করে দিয়ে নতুন কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করার অর্থই হলো ইসলামের এই বিরাট ভান্ডারকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়া।

কোনো বিষয় কুরআনে নেই বলে সহীহ হাদিসে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণ করা যাবে না- এ ধরণের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। যেমন, কোনো মুসলমান বিচার শেষে দোযখে শাস্তি ভোগের পর বেহেস্তে যাবে এটা কুরআনের কোথাও স্পষ্ট বলা হয়নি। অথচ এ বিষয়ে অগণিত হাদিস রয়েছে, অগণিত সাহাবিদের tradition রয়েছে, অগণিত তাবেঈদের tradition রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর একান্ত বিশ্বাস এটা বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহর কারো এ ব্যাপারে ইখতেলাফ নেই।

এখন আমরা যদি বলি, যেহেতু কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু নেই তাই এটা কুরআনের বিরোধী। আর বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদের কথা মিথ্যা। এভাবে আমাদের বিবেককে যদি অহীর লাগামের বাইরে নিয়ে যাই তবে আমরা অবশ্যি বিপদগ্রস্ত হবো।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর কাছ থেকে জানতে পেরেছি সুন্নাহ যাচাই পদ্ধতি এবং যেসব হাদিসের মাধ্যমে সুন্নাহ প্রমাণিত হয়, সেই হাদিসগুলো যাচাইয়ের সঠিক পন্থা।

অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের: পূর্বে যারা হাদিস যাচাই বাছাই করেছেন, তাদের ইলমী মান ছিলো অনেক অনেক উপরে। এখন যাচাইয়ের এই কাজটা যদি আমরা আবার শুরু করি, তবে তো সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাবে। আমার প্রশ্ন হলো, যিনি যাচাই করবেন তার ইলমী মান ও তার যোগ্যতা কি হওয়া দরকার, সেটা বিচার করবে কে?

ড. খন্দকার আ.ন.ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর: হাদিস বর্ণনার আদালত আর হাদিস যাচাইয়ের যোগ্যতা, দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে। আবু তাহের ভাই যে প্রশ্নটা করেছেন সে-টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন ভাল কি ভাল নয় এটা বলার জন্যে আইন

সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। তেমনি হাদিস যাচাই মানে নিজের মনগড়া কথা নয়, বরং প্রথম পদ্ধতি হলো সকল রাবীদের বর্ণনা, সেসব বর্ণনার ক্রস এ্যাকজামিন করে এবং পূর্ববর্তী দেড় হাজার বছরের সকল মুহাদ্দিসের সকল কার্যক্রমের উপর বিশেষ পর্যালোচনা করে যাচাই করা। যেমন নাসিরউদ্দিন আলবানি যাচাই করছেন, তিনি নিজের মন মতো যাচাই করেননি। পূর্ববর্তী দেড় হাজার বছর-এর সকল মুহাদ্দিসের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ভান্ডার কাজে লাগিয়ে তিনি মধু আহরণ করে নিয়েছেন। এ পর্যায়ের জ্ঞান ছাড়া কেউ যাচাই করতে পারে না।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : যাচাই বাছাইর ব্যাপারে যে প্রশ্নটা এসেছে, সেটা মনে হয় আমাদের কাছে clear। এ ব্যাপারে আগেও আলোচনা হয়েছে।

হাদিস থেকে সুন্নাহ কিভাবে আমরা বের করবো, এ আলোচনাটাকে আমরা আরো সামনে এগিয়ে নিতে চাই। সব হাদিসই সুন্নাহ নয়, কিন্তু কোন্ হাদিস সুন্নাহ আর কোন্ হাদিস সুন্নাহ নয়-এটা আমরা কিভাবে ঠিক করবো? এ ব্যাপারে আলোচনা চাই।

ডা. নাজমুল হক রবি : আমি এ বিষয়টার উপর বলবো না। আমি অন্য একটি মত তুলে ধরছি। হয়তো এক পর্যায়ে এসে আমি আমার মত সংশোধন করে নেবো। সেটা হচ্ছে, আমরা দেখে আসছি, হাদিস যাচাইয়ে এবং হাদিস থেকে সুন্নাহ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সাধারণত সনদকেই গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মতনকে যেভাবে বিবেচনা করা উচিত সেভাবে হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে- প্রথমে মতন অর্থাৎ বক্তব্যকে consider করা দরকার। কিভাবে consider করবো? মতনকে কুরআনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা দরকার বলে আমি মনে করি।

যদি এটা কুরআনের সমর্থিত হয় তখন it is yes. এটাই ইসলামে yes. আর যদি কুরআনের বিপক্ষে হয় তাহলে সেটার সনদ খুব শক্তিশালী হলেও সেটা বাতিলযোগ্য কি-না সেটা বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যদি দেখা যায় যে, এ বিষয়ে কুরআনে কোনো বক্তব্য নাই তাহলে সে বিষয়ে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সেখানে প্রথমে সনদের গুরুত্ব দিতে হবে, তারপর সেখানে আমাদের ইজতেহাদী বিষয়টাকে নিয়ে আসতে হবে। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এটা একটা পদ্ধতি হওয়া উচিত। যখন আমরা কুরআনকে apply করবো তখন automatically কোন্ হাদিস সুন্নাহ এবং কোন্টা সুন্নাহ নয় সেটা বাছাই হয়ে যাবে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : এটা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আপনি যেটা বললেন- মতনকে আগে যাচাই করতে হবে এবং মতিয়ার রহমান সাহেবও একই ধরণের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে হাদিসের মতন বা বক্তব্য আগে যাচাই হবে না। ব্যক্তি অর্থাৎ বর্ণনাকারীর বিষয়টি আগে যাচাই হবে। রসূল সা. কি কথা বলেছেন সেটা আগে যাচাইয়ের বিষয় নয়। বরং সেটা রসূল সা. বলেছেন কি-না তা আগে যাচাই করার বিষয়। সাহাবীদের নিয়ম

ছিলো, তারা একজন মসজিদে যেতে না পারলে অন্যজনকে বলতেন রসূল যা বলেন তা আমাকে রিপোর্ট করবেন। একজন সাহাবি অন্য সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করতেন- এ কথাকি রসূল সা. বলেছেন? কখনো কখনো সাহাবিগণ রসূল সা. কে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রসূল আপনি কি একথা বলেছেন?

অর্থাৎ রসূল সা. একথা বলেছেন কিনা, সেটা প্রথমে যাচাই করতে হবে। আর তা যাচাই করার জন্যেই বর্ণনাকারী কে? তা আগে যাচাই করতে হবে। এখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো না। আমাদের আলোচনা হচ্ছে, কোন্ হাদিস সুন্নাহ আর কোন্ হাদিস সুন্নাহ নয়- আমরা কিভাবে ঠিক করবো? একটা খনিতে যেমন গ্যাস, তেল-মবিল অকটেন আলকাতরা ইত্যাদি অনেক কিছুই থাকে, সেগুলোকে পৃথকভাবে বাছাই করে সংগ্রহের উপায় কী? অর্থাৎ হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহকে বাছাইয়ের পদ্ধতি কী- সে বিষয়ে বলুন।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম: আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। হাদিসে অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে। সেগুলো থেকে আমরা আইন প্রণয়ন করতে পারবো। জীবনের বিভিন্ন guidance পাবো। সেগুলো আমাদের হাদিস থেকে বের করতে হবে। এগুলোর মধ্যে যেগুলো legal সুন্নাহ, যেগুলোকে সুন্নাহ আত তাশরিয়া বলা হয়, যেগুলো রসূল সা. রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে করেছেন, নবী হিসেবে এবং প্রধান বিচারক হিসেবে instruction দিয়েছেন, করেছেন এবং সম্মতি দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা legal সুন্নাহ বলতে পারি।

রসূল সা. রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে অর্থনীতিবিদ হিসেবে যা করেছেন তা সুন্নাহ তাশরিয়া। বাকী গুলো নন তাশরিয়া। সুতরাং আমার মনে হয় এই দুই ধরণের বিষয়গুলো পৃথক করলেই সুন্নাহ নির্ণয় করা সহজ হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর: এখানে আমরা একটা পদ্ধতি পেলাম, তাহলো যেগুলো বিধান সংক্রান্ত হাদিস, সেগুলো যাচাই বাছাই করে আলাদা করা। তবে আইন-বিধানগত হাদিস ছাড়াও অনেক হাদিস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আছে।

আলহামদুলিল্লাহ, এগুলো বাছাই হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত আলাদা সংকলনও প্রকাশ হয়েছে।

ড. আজহারুল ইসলাম : আমার মনে হয় প্রথমে সহীহ্ হাদিস নির্ণয় করা দরকার। এমন অনেক হাদিস সমাজে চালু রয়েছে, এমনকি বুখারী, মুসলিমে সংকলিত হয়েছে, অথচ সেগুলো সহীহ হাদিস নয়। এতোদিন পর এসে আমরা বিভিন্ন হাদিস বিশারদের কাছ থেকে এটা জানতেছি। যেহেতু হাদিস থেকেই সুন্নাহ নির্ণয় করতে হবে সুতরাং হাদিসটা সহীহ কি-না সেটা প্রথমে জানা দরকার। হাদিস মানেই এখানে আমরা মনে করবো সহীহ হাদিস। আর সহীহ হাদিস থেকেই সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি এখানে আলোচনা হবে। নাসিরুদ্দীন আলবানি সাহেব নকল ও জাল হাদিসের তালিকা করেছেন।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আজকে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না। প্রথম দিন এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে আমরা আরো আলোচনা করবো। ড. আজহারুল ইসলাম যে-টা বলেছেন তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমাজে জাল ও নকল হাদিসের ব্যাপকতা রয়েছে। বুখারি, মুসলিমে না থাকলেও হাদিসের অনেক গ্রন্থেই নকল ও জাল হাদিস রয়েছে। তবে আমাদের আলোচনায় হাদিস বলতে আমরা সহীহ হাদিসই বুঝবো।

মুফতি আবু ইউসুফ : আজকের আলোচ্য বিষয় হাদিসের ভাণ্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের পদ্ধতি কি কি? এখানে হাদিস বলতে আমরা সহীহ হাদিসকেই বুঝবো।

মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী : উসূলবিদদের নিকট রসূল স. এর কথা হিসেবে প্রমাণিত অর্থাৎ সহীহ হাদিস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। যে হাদিসে কালা রসূলুল্লাহ সা. আছে আমরা সেগুলোাকে সুন্নাহ হিসেবে ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয়ত আক্বিদাগত কোনো হাদিস হলে সেটাকে আমরা সুন্নাহ ধরবো। তৃতীয়ত ডা. মো. মতিয়ার রহমান সাহেব বলেছেন, সকল হাদিসের 'মতন' নির্ভুল নয়। রসূল সা. বলেছেন, তোমরা দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করবে না। অথচ সহীহ হাদিসে এসেছে যে, তিনি দঁড়িয়ে প্রশ্রাব করেছেন। আবার এমন কথা রয়েছে যে, কেউ যদি বলে আল্লাহর রসূল দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করেছেন- তবে তাকে সত্যবাদী বলবে না। এরকম অনেক হাদিস রয়েছে। এ ব্যাপারে উসূলে হাদিসের নিয়ম হচ্ছে সহীহ হাদিস ও যঈফ হাদিসের মাঝে মতপার্থক্য হলে সহীহ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার হালাল-হারাম প্রসংগের হাদিস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে হারাম-এর হাদিসটাকে বাদ দিয়ে হালালটাকে গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদ: আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামের যে নিয়ামত দিয়েছেন, এ নিয়ামত নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। ইসলামের মূল source কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ। আল্লাহ নিজ দায়িত্বে এ দুটিকে হেফাজত করেছেন। কুরআন মজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ইন্না নাহনু নাজ্জালনায্ যিকরা অ-ইন্না লাহু লা হাফিজুন।

অতীত ও বর্তমানের ওলামায়ে কেরাম সুন্নতকে অহী বলেছেন। পার্থক্য হলো একটা অহীয়ে মাতলু, অন্যটি অহীয়ে গায়রে মাতলু।

আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম এতটা সমৃদ্ধ যে আমরা কালাল্লাহু এবং কালা রসূলুল্লাহ সা.বলতে পারি।

তাবেঈ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেছেন, মুসলিম শরীফের মুকাদ্দমায় এসেছে: 'আল ইসনাদু মিনাদ্দীন লাওলাল ইসনাদ লাকালা মাশাআ, অমা-শাআ: সনদটাই দীনের অন্তর্ভুক্ত। সনদ যদি না থাকত তবে যার যা মনে চাইতো সে তা বলতো।'

রসূলুল্লাহ দেখতে সুন্দর ছিলেন না কালো ছিলেন এটার বর্ণনা হাদিস, এটা সুন্নাহ নয়। যেগুলো আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো হচ্ছে সুন্নাহ। আর যেগুলো

আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় সেগুলো হচ্ছে হাদিস। সুন্নাহ গ্রহণ করতে হবে সনদের ভিত্তিতে, আকলের মাধ্যমে নয়। 'চীন গিয়ে হলেও তুমি জ্ঞান অর্জন করো।' এটা ভালো কথা, এটা আকল সমর্থন করে, কিন্তু এটা কোনো হাদিসও নয়, সুন্নাহ ও নয়। এরকম বহু হাদিস আছে যা বলার সাথে সাথে আকল সেটাকে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা হাদিস নয়।

এখানে নাসিরুদ্দীন আলবানি সাহেবের ব্যাপারে কথা এসেছে। তিনি যে গবেষণা করেছেন সেখানে তিনি নিজ দায়িত্বে কোনো হাদিসকে সহীহ কিংবা জঈফ বলেননি। অতীতে যে গবেষণা হয়েছে, সেগুলিকে তিনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। কোন্ হাদিস সহীহ, কোন্ হাদিস সহীহ নয়, এটা নতুন করে যাচাইয়ের কোনো বিষয় নয়।

আরেকটা কথা হলো- আসমানের নিচে, জমিনের উপরে আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের পরে যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব আছে সেটা হলো বুখারি ও মুসলিম। যে সকল হাদিস বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ মুত্তাফাকুন আলাইহে-সে সব হাদিস সহীহ এবং বিশুদ্ধ। এতে কোনো সন্দেহ নাই।

যদি কোনো হাদিসের সনদ আদালত ও অন্যান্য দিক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সেটা যদি বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিকও হয় এবং বাস্তবেই বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তদানীন্তন ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ তাও যাচাই করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে বিবেক পাল্টে যায়।

মুফতি আব্দুল মান্নানঃ আমাদের অনুসরণীয় হাদিসগুলো বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলছি, আমরা আমাদের জীবনকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা দিক হচ্ছে- ঈমানিয়াত, আরেকটি ইবাদাত, আরেকটি হচ্ছে মুয়ামিলাত। আরেকটা হচ্ছে- আখলাকিয়াত (চরিত্রগত দিক)। এগুলো সংক্রান্ত হাদিস সমূহই সুন্নাহ।

রসূল সা.-এর নবুয়্যতের পূর্বের কথাও হাদিস, আমরা সেগুলোকে সুন্নাহ হিসেবে ধরবো না। রসূল সা. মানুষ হিসেবে তাঁর কিছু আচরণ অভ্যাস আছে, আমরা সেগুলোকেও আলাদা করবো। সেই অভ্যাস তিনি অভ্যাসবশত করেছেন, আবহাওয়াগত কারণে করেছেন বা কোনো বিশেষ কারণে করেছেন। এগুলোকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবনের যে দিকগুলোর কথা আমি বললাম- এগুলোর ক্ষেত্রে যে হাদিসগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা সুন্নাহ হিসাবে গ্রহণ করবো।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আলোচনাটাকে to the point -এ আনার জন্যে। যেমন ধরুন- রসূল সা. পানাহার করেছেন। এই খাওয়াটা ছিলো তাঁর আদাতের (অভ্যাসের) অন্তর্ভুক্ত। খাবার খেতে হবে এটা সুন্নাত নয়। কিন্তু তিনি হালাল খাবার খেয়েছেন, তিনি খাবার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলেছেন, তিনি যৌথভাবে খেতে বসলে নিজের কাছেরটা খেয়েছেন। তিনি খাবার অপচয় করেননি। তিনি খাবার শেষ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন।

এগুলো হচ্ছে সুন্নত। কিন্তু তিনি রুটি খেয়েছেন, গোশত খেয়েছেন, খেজুর খেয়েছেন এগুলো সুন্নত হয়। তিনি পোশাক পরেছেন, পোশাক পরা সুন্নত নয়। পোশাক পরা আদাত। কিন্তু তিনি পোশাক পরার মধ্যেও সুন্নত জারি করেছেন। তিনি গোপন সংগ সমূহ (সতর) ঢেকে রাখতেন, তিনি টাকনুর নিচে নিজেও পোশাক পরতেন না এবং অন্যদের পরতে নিষেধ করতেন। তিনি পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতেন এবং রাখার জন্য বলেছেন। তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে নতুন পোশাক পরতেন। তিনি পুরুষের পোষাক নারীকে এবং নারীর পোশাক পুরুষকে পরতে নিষেধ করেছেন। স্বর্ণালংকার পুরুষকে পরতে নিষেধ করেছেন। এগুলো পোশাকের সুন্নত। কিন্তু হাদিসে তিনি কি কি ধরণের পোশাক পরতেন। কি রং পছন্দ করতেন, পাগড়ি কি রকম ছিল এসব এসেছে। এগুলো সুন্নত নয়, তাঁর পছন্দ ও রুচি। বরং সুন্নত ঐ পদ্ধতিগুলো, যেগুলোর কথা আমি উল্লেখ করলাম।

এজন্যে আমরা হাদিসের ভান্ডার থেকে কিভাবে সুন্নাহ নির্ণয় করতে পারি। আলোচনায় সে জিনিসগুলো আসা দরকার।

ড. আবদুল্লাহ হিল-বাকী : আমি আজকেই এ প্রোগ্রামটায় আসলাম। আমি প্রথমেই বলতে চাই আমরা আসলে বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করছি না, এটার কারণে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে, এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময় এমন হচ্ছে একটা কথা বলার দরকার নেই তবুও বলা হচ্ছে। বার বার মডারেটর বলছেন, আপনারা এ বিষয়গুলো বাদ দিন, তারপরও আমরা আলোচনা করছি।

দুই নম্বর হলো, একজনের বক্তব্যকে আমি সমালোচনা করতেই পারি। কিন্তু আমি আমার মতটা প্রথমে উপস্থাপন না করেই কিভাবে অন্যর বক্তব্যের সমালোচনা করি? এটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এভাবে যদি কেউ আমার সমালোচনা করতো তবে ঠিকই আমি মনে কষ্ট পেতাম।

তিন নম্বর, এ ব্যাপারে আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই; সুতরাং এ ব্যাপারে আমার বলার তেমন কিছু নেই। আমার জানার ইচ্ছা ছিলো অনেক। আমি সম্মানিত বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চাচ্ছি- আমাদের সাহাবিগণ, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং আমাদের পূর্ববর্তী আলেম-ওলামাগণ এ ব্যাপারে কি কিছুই করে যাননি? আমাদের জন্যে কি তারা কিছুই ফাইনাল করে রেখে যাননি। পুরা কাজটা কি আমাদের যাচাই বাছাইর জন্যে রেখে গেছে? যদি তারা রেখে গিয়ে থাকেন, তবে কেন আপনারা সে reference দিচ্ছেন না? কেন বলছেন না যে হাদিস থেকে সুন্নাহ বের করার জন্যে আররিতে এ দশটা বই এবং বাংলায় এ বইগুলো আছে? কেন তার উপরে discussion করছেন না? আমি অনুরোধ করবো দয়া করে এ রকম কিছু reference দিন। আমি সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করবো। যে কাজটা হয়ে গেছে তা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়। বরং তার সঙ্গে যদি কিছু বাড়াতে পারি, সেটাকে কিভাবে সুন্দর করতে পারি, আমাদের সেই আলোচনা করা উচিত।

ড. হাসান মঈনুদ্দীন: আমাদের পূর্ববর্তীগণ, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও মুহাদ্দিসীন যারা হাদিসের সনদ ও মতন নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন এবং কতটুকুন গবেষণা করেছেন তার কিছু নমুনা ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর পেশ করেছেন। এরপরে যাচাই বাছাইয়ের আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। হাদিস যাচাই-বাছাই করার জন্যে আররিতে কিছু কিতাব আছে বরং সেগুলো যদি আমরা অনুবাদ করতে পারতাম, তবেই ভালো হতো। আমাদের দেশে ও সমাজে এমন কিছু আলেম আছে, যারা জনগণের সামনে এমনভাবে বক্তৃতা করে, বানোয়াট হাদিসকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, জনসাধারণ সেটাকে বিশ্বাস করে। অথচ এগুলোর জবাব দেয়ার এবং সত্য উপস্থাপন করার যোগ্য লোক আমাদের কম। এটাই মূল সমস্যা, তাই এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

আরেকটা কথা না বলে পারছি না। ডা. মো. মতিয়ার রহমান সাহেবের কয়েকটা আলোচনা শোনার সুযোগ আমার হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে, উনি ইলম আকল ও হিকমাত এর মাঝে পার্থক্যটা ঠিকমত করতে পারেননি। যার কারণে বার বারই একই রকম আলোচনা করছেন। ইলম, আকল ও হিকমাত সবকিছুর অর্থ 'বুদ্ধি-জ্ঞান' করার কারণে সমস্যাটা হয়েছে। আমি অনুরোধ করবো এগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবনে ডিকশোনারির দিকে যাওয়ার।

আল্লাহপাক রসূল সা. কে সতর্ক করে দিয়েছেন, আমার মর্জির বিপরীত একটি কথাও যদি মুহাম্মদ তুমি বলো, তবে তোমার ডান হাত ধরে তোমার হাত আমি কেটে দেবো। তাই তাঁর কোনো কথা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারেনা।

ডা. মো. মতিয়ার রহমান: অনেকেই বলেছেন, আমি বিবেক দিয়ে হাদিসকে রহিত করে দিয়েছি। একথাটা মোটেই ঠিক নয়। উপস্থাপিত ফ্লোচারে কোথাও একথা বলা হয়নি। বরং একথাই বলা হয়েছে যে, মাঠে ময়দানে তথাকথিত আলেম ওলামা যে কোনো কথাকে রসূল সা.-এর হাদিস বলে উল্লেখ করছেন আর সাধারণ জনগণ সেটাকে হাদিস বলে গ্রহণ করছে। কিন্তু সেটা সত্যিই কি রসূল বলেছেন? আসলে কি সেটা সহীহ হাদিস? এটা বাছাইয়ের পদ্ধতিটা কি?

একটি হাদিসে আছে যে, রসূল সা. বলেছেন, আমার নামে কোনো বক্তব্য বলা হলে তোমরা কুরআনের সাথে মিলাবে, কুরআনের উল্টা হলে বুঝবে আমি বলি নাই। কারণ কুরআনের উল্টা রসূল সা. বলতেই পারেন না। কুরআনের উল্টা যদি আমরা পাই, তবে বলবো: 'না এটা রসূলের কথা নয়। এটা রসূল বলতে পারেন না।'

আমি এখানে বলতে চেয়েছি, আমরা সবাই সব বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়েই কুরআন দিয়ে যাছাই করতে পারি না। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বিবেক দিয়ে যাচাই করবো। সেটা চূড়ান্ত নয়, সেটা সাময়িক। এরপর আমরা কুরআন, তারপর সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করবো। যদি হাদিসটা কুরআনের সমর্থক হয় তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, আর যদি আমরা দেখি সেটা কুরআনের স্পষ্ট উল্টা হচ্ছে তবে আমরা ধরে নেবো অবশ্যই রসূল সা. এটা বলেননি। কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কথা রসূল বলতে পারেন না। যদি এমন হয় যে, সে ব্যাপারে কুরআনে কোনো বক্তব্য

নাই তবে আমরা হাদিসে যাবো। হাদিসে যাওয়ার পর যদি দেখি এটা বর্ণনার দিক থেকে সহীহ এবং এর বিপরীতে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু নেই, তবে আমরা সে হাদিসটাকে সুন্নাহ হিসেবে ধরে নেবো। আর যদি কোনো সহীহ হাদিসের বিপরীতে কোনো সহীহ হাদিস সাংঘর্ষিক হয়, তবে আমরা দেখবো কোন্টা মুতাওয়াতের সহীহ আর কোনটা মশহুর হাদিস? যেটা বর্ণনার দিক থেকে বেশি সহীহ অর্থাৎ মুতাওয়াতেরটাকে গ্রহণ করবো। এভাবে যদি আমরা হাদিসের যাচাই করি তবে বেরিয়ে যাবে কোন্টা সুন্নাহ আর কোনটা সুন্নাহ নয়।

ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম : আমরা সুন্নাহ বলতে যদি বুঝি রসূল স. এর জীবন পদ্ধতি। এটা প্রমাণের জন্যে যে তথ্য দরকার সে তথ্যগুলোতো আলোচনা হয়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই।

মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে রসূল সা. বলেছেন- যে দীন ত্যাগ করে তাকে হত্যা করো। কিন্তু বর্তমানে অনেক নামী-দামী ইসলামী চিন্তাবিদ বলছেন, না মুরতাদকে হত্যা করা যাবে না। কেন যাবে না? তারা সরাসরি হাদিস অস্বীকার না করে বলছেন, 'মান বাদ্দালা দীনাহু ফাকতুলুহু' এটা হাদিসে আহাদ। হাদিসে আহাদ দ্বারা হত্যার দলিল নেয়া যায় না। শুধু তাই নয়। তারা মুরতাদকে শাস্তি না দেয়ার পক্ষে পনেরটার বেশি যুক্তি দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে আবু সুলাইমান আব্দুল হামিদ এবং প্রফেসর হাশেম কামালিও আছেন।

আমরা এই হাদিসে আহাদের পক্ষে আরো অন্তত দশ থেকে বারটি হাদিস পাই। এরপর রসূল সা.-এর জীবনে practical ভাবে আমরা এটার অস্তিত্ব ও বাস্তবায়ন খুঁজে পাই। তাহলে হাদিসের ভান্ডার থেকে সুন্নাহ নির্ণয়ের এটাও একটা পদ্ধতি হতে পারে।

অতএব যেসব হাদিসের ব্যাপারে আমরা দেখবো যে, রসূল সা. তাঁর নিজের জীবদ্দশায় বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন, আমরা সেগুলো সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করবো।

আরেকটি কথা, আজ যেমন আমাদের এ যুগে কম্পিউটার ও বিবিএ হলো অধ্যয়নের প্রধান বিষয়, তেমনি পূর্বে সাহাবি, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং এরও পরে অধ্যয়নের প্রধান বিষয় ছিলো কুরআন ও হাদিস তথা হাদিসের সনদের যাচাই বাছাই পদ্ধতি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : হাদিসের ভান্ডার থেকে যে সকল হাদিস সহীহ বলে প্রমাণিত, উম্মতের জন্যে পালনীয় এবং রসূলের ব্যক্তিগত অভ্যাসের সাথে খাস্ নয় সেগুলোকেই আমরা সুন্নাহ হিসাবে গ্রহণ করবো। আমাদের সমস্যা দুইটা।

একটা হলো, আমাদের tradition রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ইহুদি খ্রীস্টানদের নেই। ওরা আমাদের এ tradition কে সন্দেহযুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন রকম চিন্তা আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের পালনের জন্যে সহীহ tradition রয়েছে, সহীহ হাদিস রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে রসূলের জন্য খাস্ নয়,

সেগুলো আমাদের পালন করতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এই theory গুলো বেশি আলোচনা না করে আমাদের practical জীবনের সাথে জড়িত বিষয়ে যেতে হবে।

আসলে সহীহ হাদিস, তো সহীহ হাদিসই। আর যেগুলো বানোয়াট কথা, জাল কথা, সেগুলো বিবেকের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও সেগুলো জাল হাদিস। যেমন- জ্ঞান অন্বেষণে তুমি দরকার হলে চীন দেশে যাও। এটার পক্ষে বিবেক রায় দেয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট হাদিস।

আবার একজন বিদ্রোহীকে শূলে চড়িয়ে এবং একজন জিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার বিষয়টি কেউ বলতে পারে বিবেক বিরোধী। কিন্তু তা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আরেকটা কথা, আমাদের উস্তায আলবানি বুখারি, মুসলিম-এর নীতিমালার বাইরে কিছুই করেননি। 'আসহাবী কান্নুজুম' এটা হাদিসের অর্ধ শতাধিক গ্রন্থের কোনটিতেই নেই। এসব জইফ, মওজু, জাল হাদিস রয়েছে উসূলের কিতাব নূরুল আনোয়ার, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর: অনেকেই সুন্নত সংক্রান্ত হাদিস সমূহের সংকলন আছে কিনা জানতে চেয়েছেন। আমি সুন্নাহ সংক্রান্ত হাদিসের তিনটি সংকলনের নাম বলে দিচ্ছি : ১. সুবুলুস্ সালাম। ২. নায়লুল আওতার। ৩. ফিক্হুস সুন্নাহ। এগুলো বাংলায় এখনো অনুবাদ হয়নি। তবে আমাদের একাডেমি ফিক্হুস সুন্নাহ বাংলায় অনুবাদ করছে। তাছাড়া বাংলায় আরেকটা বের হয়েছে রসূলের কোন্ কাজ সুন্নত আর কোন কাজ সুন্নত নয়, তাতে বিস্তারিত পাবেন। বইটার নাম 'যাদুল মা'আদ।' এটা ইসলামীক ফাউণ্ডেশন অনুবাদ এবং প্রকাশ করা শুরু করেছে। এটা ইমাম হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম লিখেছেন। যারা কিছু কিছু আরবি জানেন তাদের জন্যে বইটা আরবিতে পড়লে ভালো হবে।

এবার আসুন, আমরা কয়েকটা ব্যাপারে একমত হয়ে যেতে পারি:

এক : আমরা হাদিসের ভান্ডার থেকে এভাবে সুন্নাহ বাছাই করবো : প্রথমত যে হাদিসে কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, পজেটিভ অথবা নেগেটিভ হুকুম দেয়া হয়েছে, সেটা সুন্নাহ্ সংক্রান্ত হাদিস।

দুই : যে সমস্ত হাদিসে মুয়ামিলাত, লেন-দেন, পারস্পরিক সম্পর্ক। উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এরকম মুয়ামিলাত সম্পর্কিত হাদিসগুলো সুন্নত সংক্রান্ত হাদিস।

তিন : দিয়ানাত অর্থাৎ দীনের মৌলিক বিষয়াদি যে হাদিসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে, আক্বিদা, বিশ্বাস, দীনের পরিচয়, শিক্ষা, কৌশল, বিধিবিধান, সেগুলো সুন্নত সংক্রান্ত হাদিস।

চার : আখলাকিয়াত। নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত যে সব হাদিস, সেগুলো সুন্নত সংক্রান্ত হাদিস।

উল্লেখ্য, এখানে হাদিস বলতে অমরা শুধুমাত্র সহীহ হাদিসকেই বুঝবো।

অপরদিকে যেগুলো হাদিস বটে, কিন্তু সুন্নত নয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রসূল সা.-এর আদত (অভ্যাস) সংক্রান্ত হাদিস। যেমন তিনি কি কি পোশাক পরেছেন? কি কি খাবার খেয়েছেন? এগুলো সুন্নত নয়, এগুলো হাদিস। তবে তাঁর পোশাক পরার পদ্ধতি, খাবার খাওয়ার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে সুন্নত।

মানবিক গুণাবলী সংক্রান্ত হাদিসসমূহও সুন্নত নয়। আর অনেক হাদিসে রসূল স.-এর যুগের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোও সুন্নত নয়।

রসূল স.এর শারীরীক গঠন পদ্ধতি, রসূল স. দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর রুচি, পছন্দ ইত্যাদির বর্ণনা হাদিসে আছে। এগুলো সুন্নত নয়। তাঁর আকার আকৃতি, রুচি-প্রকৃতির বর্ণনা সুন্নত নয়।

তাহলে আমরা কোন্ ধরণের হাদিস সুন্নত আর কোন্টা সুন্নত নয় তা বের করলাম।

পরবর্তী বৈঠকে অনুষ্ঠিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে। আগামি বৈঠকের বিষয় থাকবে: 'আমাদের দেশে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি কি? এসব অন্তরায় দূর করার উপায় কি কি?' বিষয়টির উপর পেপার উপস্থাপন করবেন ডা. নাজমুল হক রবি। আজকের বৈঠক এখানেই শেষ হলো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন। #

৪

বাংলাদেশে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি কি?

গবেষণা স্টাডি বৈঠক

সেপ্টেম্বর ০৫, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ৫, ২০০৫ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইন্সটিটিউটের চেয়াম্যান জনাব মকবুল আহমদ। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন।

কুরআন তিলাওয়াত: মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : তিনি আল্লাহর হামদ এবং রসূলের প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করার পর বলেন, বিগত অধিবেশনের যে আলোচনা রেকর্ড হয়েছে, তার ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট এখন পেশ করা হচ্ছে। অতপর বিগত অধিবেশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : কারো দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী থাকলে তা লিখিত দিন। এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা এখন করা হবেনা। লিখিত সংশোধনী দিলে আমরা সংশোধন করে নেবো। আমরা এখন পরবর্তী অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। ডা. নাজমুল হক রবি আজকের বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। তাকে প্রবন্ধ উপস্থাপনের অনুরোধ করছি।

প্রবন্ধ

ডা. নাজমুল হক রবি

ভূমিকা: বাংলাদেশে কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান ও প্রাথমিক অন্তরায়গুলো আসলে এর ধারক-বাহকদের মধ্যেই বর্তমান। ধারক-বাহকদের বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গী, মাইন্ডসেট, মূল্যবোধ, চিন্তা-পদ্ধতি, কার্যক্রম, কর্মকৌশল, কাজ, অভ্যাস প্রভৃতির বিকৃতি, অসম্পূর্ণতা, দূর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

এই অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার কারণেই বহি:শক্তির কার্যকরী মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না। উপরন্তু external anti-Islamic forces-এর কাছে তাদের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় আমাদের এই অভ্যন্তরীণ অন্তরায়গুলোই বড় সুযোগ। আর এ দু'য়ের মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে ভিকটিম হয়ে পড়েছে মানবকল্যাণ-এর বিষয়টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের ফোকাসটা নিবদ্ধ বাইরের অন্তরায়গুলোর দিকে। কিন্তু প্রধান চ্যালেঞ্জটা মূলত: অভ্যন্তরীণ। তাই এক্ষেত্রে ইকামতে দীনের কাজের অন্যতম প্রধান ডাইমেনশন হলো সংস্কার (reform)।

রিফর্মস্ আসলে ইসলামের একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। কখনো তা কম বা কখনো তা বেশি। মূল আলোচনা শুরুর আগে এ বিষয়ে মূল তত্ত্বগত একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক :

১. ইসলামের essence হলো তাওহীদ।
২. আর নিম্ন অর্থে রিসালাত এর অপরিহার্য অনুসংগ:
   ক. তিনি (রসূল সা.) বাণী (তাওহীদ)-এর বাহক (যোগসূত্র) উপরোক্ত তাওহীদ এর বাণী যারা গ্রহণ করেছেন তিনি তাদের মাঝে বাণীর সাথে অসামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলো দূর করেছেন এবং অনাগত গ্রহণকারীদের জন্য এর পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন।
   খ. জনগোষ্ঠিতে বাণী অনুযায়ী বাস্তব মডেল উপস্থাপন করেছেন এবং অনাগত দিনের জন্য এই স্থান কাল-পাত্র উপযোগী শরিয়ত (ব্যবস্থা) প্রণয়ণের গাইডলাইন দিয়েছেন (শরিয়ত ও এর তালিম)।
৩. এদিক থেকে বলা যায়,
   ক. রিফর্মস্ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া যেটার প্রয়োজন কালের কোনো কোনো সময়ে খুব বেশি হয়ে দাঁড়ায় (এখন সেরকম একটা সময়)। এখানে মূল কনফ্লিক্টটা হয় তাকলীদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কায়েমী স্বার্থগত factor গুলোর সাথে।
   খ. সময় ও স্থান বা পরিস্থিতির গতি এবং diversity-র সমান্তরালে শরিয়তকে গতিশীল (কার্যকর) রাখার জন্য ইজতিহাদ একটা অপরিহার্য ও অব্যাহত প্রক্রিয়া।

অন্তরায়সমূহ ও প্রতিকার শীর্ষক আজকের আলোচনায় আমি মৌলিক ও প্রাথমিক দিকগুলোর উপরই মূলত: ফোকাস করবো।

যে কোনো সমস্যাজনিত situation এর face এ থাকে কিছু সমস্যা। তার মূলেও থাকে আরো কিছু সমস্যা। সমস্যাগুলো আবার হতে পারে interlinked. এভাবে সমস্যা বিশ্লেষণে দরকার হয় ত্রিমাত্রিক লজিক্যাল ফ্রেমের প্রয়োগ।

যাহোক সেই ফর্মে না গিয়ে আজকের আলোচনার সীমিত পরিসরে এবং বিশেষজ্ঞ (উপস্থিতি) প্রেক্ষাপটে পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করবো।

অন্তরায়সমূহ :

১. জীবন জিজ্ঞাসার জবাব পেতে জীবনাদর্শ অবলম্বনের ক্ষেত্রে এনিম্যালিস্টিক ও ট্রাডিশনাল এপ্রোচ instead of rational & moral approach।
২. তাওহীদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।
৩. মূল উৎস হিসেবে কুরআন ও সহীহ হাদিসের পরিবর্তে বাছ-বিচার বিহীন হাদিস, অতীত ফিকাহ শাস্ত্রকে গুরুত্ব দেয়া।
৪. মূল উৎস হতে আহরিত জ্ঞান অনুধাবন, ব্যাখ্যা-প্রয়োগের সময়-
- শরিয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা,
- জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শরিয়ত নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

৫. মূল উৎসকে ভিত্তি করে যুগ, সময় ও স্থানোপোযোগী objective oriented শরীয়ত (প্রায়োগিক/ dynamic) দিক রচনার জন্য ইজতিহাদ না থাকা।
৬. তাকলীদ
- লিগ্যাল ভিত্তি সন্ধান না করে দুর্বল/জাল হাদিস, অতীত ইজমা, ফিকাহ, ট্রাডিশন প্রভৃতি মেনে চলা।
- বিভিন্ন কাজ ধর্মীয় স্ট্যাটাস নির্দেশ না থাকার যুক্তিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ বর্জন করা।
- ধর্মীয় নেতাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের অন্ধ আনুগত্য করা।
- সংগঠন/ ব্যক্তি/ পুস্তকাদীর বিশেষ-এর আনুগত্য।

৭. দীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত দল কর্তৃক দীনের অপূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যহীন মডেলহীন উপস্থাপনা।
৮. অতীতমুখীতা
৯. ফ্যাক্টরিগুলোর বিকৃতি
- ইকামাতে দীনের সংগঠন সমূহ
- সেক্যুলার শিক্ষা (NTBC ও English curriculam)।
- আলীয়া লাইন।
- কওমী লাইন।
- হাফিজিয়া, কোরআনীয়া প্রভৃতি।
- পরিবার।
- পরিবেশ-মিডিয়া।

১০. ভূখণ্ডগত: সুফিবাদ ও হিন্দু ভাবাদর্শ ও আচারের ব্যাপক অনুপ্রবেশ।
১১. কায়েমী ধর্মীয় স্বার্থ কর্তৃক বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও বিরোধীতা।
১২. রাজনৈতিক আদর্শিক (বাম+সেকুলার), আন্তর্জাতিক ও রিজিওনাল, আর্থিক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের বিরোধীতা।
১৩. মিডিয়া কর্তৃক সৃষ্ট বিভ্রান্তির ধুম্রজাল।
১৪. উপরোক্ত (১১+১২+১৩) শক্তিত্রয়ীর বিভিন্ন ফর্মে সিন্ডিকেশন।
১৫. হিকমত সম্মত কার্যক্রম না থাকা ও অতিরিক্ত আপোষকামীতা (ভিশন, বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা, পদ্ধতি, কর্মকৌশল, জাগতিক আয়োজন প্রভৃতি।)

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ, ডা. নাজমুল হক রবি আমাদের সামনে একটি intellectual প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। ডা. রবি যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, এ প্রবন্ধকে কেন্দ্র করেই যে আলোচনা করতে হবে এমনটি নয়। আলোচনা হবে বিষয় কেন্দ্রিক। প্রবন্ধটি সামনে রাখতে হবে।

আমি বিষয় সম্পর্কে কিছু guide line দিতে চাই। সেটা হলো, বাংলাদেশে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি কি? এটার খুব তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে আমরা পয়েন্ট আকারে- এটা একটা অন্তরায়, ওটা একটা অন্তরায় এভাবে অন্তরায়গুলো আমরা উল্লেখ করতে পারি। পয়েন্ট আকারে আলোচনা আসা দরকার। repeatation যদি আমরা পরিহার করি, তাহলে দ্রুত শেষ করতে পারবো।

সাইফুল আলম খান মিলন : কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ বলতে দীনের অনুসরণই বুঝায়। আলহামদুলিল্লাহ, সারা পৃথিবীতেই আল্লাহর দীনের প্রচার এবং প্রসারের কাজ চলছে।

১. বাংলাদেশে দীনের প্রচার একটা সীমাবদ্ধ গন্ডির মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাফহীমুল কুরআন প্রচারিত হচ্ছে ধীরগতিতে। দীনি দায়িত্বশীলদের বক্তব্যের ক্যাসেট সম্পর্কে অনেকেই জানে না। এটা আমাদের একটা দারুণ ধরণের সীমাবদ্ধতা।

   আমাদের সাহিত্যের ভান্ডারটাও সীমাবদ্ধ। এটার প্রচারও খুবই সীমাবদ্ধ। সাধারণ লাইব্রেরীতে ইসলামী আন্দোলনের বই পাওয়া যায় না।

২. আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে কালচারাল আগ্রাসন। এটা আমাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রোনিক মিডিয়া, স্কুল কলেজ এবং সব ধরণের প্রোগ্রামসহ সকল জায়গাকেই সাংঘাতিকভাবে জাহেলি কালচার ঘিরে ফেলছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে গেলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. অপপ্রচার একটি বিরাট সমস্যার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। National, International মিডিয়া ইসলামের উপর আঘাত হানছে। ইসলামের মৌলিক বিষয় ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানছে। যেমন জিহাদের উপর ইকোনমিস্ট লিখছে, এই গত ২০ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট সংখ্যায়। তারা জিহাদের উপর ব্যঙ্গ করে লিখছে। এর বিপরীতে জিহাদের সঠিক অর্থ তুলে ধরতে আমাদের কলম সৈনিকের খুবই অভাব।

   সন্ত্রাসের ব্যাপারে আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে এতো লেখা হয়েছে। অথচ কোনো আহলে হাদিস আলেমকে দেখলাম না তার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে।

৪. কুরআনের ভাষা না বোঝা, কুরআন হাদিস মানার ক্ষেত্রে একটা বিরাট অন্তরায়। আর বর্তমান সময়ে আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা কুরআন পড়তে জানেনা। বহু ভালো ছাত্র আছে যারা কুরআন পড়তেই জানেনা।

৫. মহিলাদের মাঝে ইসলামের প্রচার খুবই কম। এটাও ইসলাম অনুসরণের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়।

৬. মহিলাদের মধ্যে দীনি শিক্ষার খুবই অভাব, রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে পুরুষ আলেম পাওয়া যায়। কিন্তু মহিলাদের মাঝে মাদ্রাসা শিক্ষিত পাওয়া যায় না। বিশেষ করে আলিয়া-মাদ্রাসা থেকে পাশ করা পুরুষ আলেমরা যেভাবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি এগিয়ে এসেছে সেভাবে মহিলারা যদি আসতো তবে ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামের সঠিক ধারণা আরো বেগবান হতো।
৭. আমাদের জাতীয় পর্যায়ে presentable ইসলামী ব্যক্তিত্বের অভাব। বিশেষ বিশেষ সমস্যার সময়ে জাতি চায় এমন একজন ব্যক্তির কথা, যার কথা সবার গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এমন লোকের অভাব রয়েছে আমাদের। একটা জাতির মাঝে যদি এমন ব্যক্তি থাকে, তবে জাতির জন্যে তা অনেক উপকারি।
৮. ইসলামপন্থীদের মাঝে অনৈক্য একটা বিরাট অন্তরায়।
৯. আরেকটা সমস্যা হলো, ইকামতে দীনের আলোকে যেসব মাদ্রাসা আছে সেগুলো শুধু পাঠদানে ব্যস্ত, আর কোনো কাজ করেনা। কিন্তু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুধুপাঠদানই উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ, আমেরিকায় শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবধর্মী কিছু কাজও করে।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, সে সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারদাভী বলেছেন, ইসলামপন্থীদের পারস্পরিক অনৈক্য, বিদ্বেষ, আলেম সম্প্রদায়ের ইসলাম সম্পর্কে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও দুর্বল চরিত্র বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

দু'নম্বর হলো, কুরআন ও হাদিসের ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা এবং নিজের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা।

তিন নম্বর হলো- চরমপন্থীদের অতি বাড়াবাড়ি। তাদের বাড়াবাড়ির কারণে তরুণ-তরুণীদের মাঝে বিতৃষ্ণা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়া কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বৈরীতা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ইসলামী নেতা ও কর্মীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন।

এসব অন্তরায়ের কথা বলেছেন ড. ইউসুফ আল কারদাভী। আমি মনে করি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হলো :

১. অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া।
২. মুসলমান হিসাবে শিক্ষা-দীক্ষায় আল কুরআন ও হাদিসকে optional বা secondary হিসাবে বিবেচনা করা।
৩. কুরআন হাদিস অধ্যয়ন করা হয় অধ্যয়নের জন্যে, বাস্তবায়নের জন্যে নয়।
৪. কুরআন হাদিসের প্রচার ওয়াজ-মাহফিলে সীমিত রাখা এবং এ ধরণের ধর্ম প্রচার ও চর্চা শুধু আলেমদের জন্যেই নির্ধারিত রাখা। ব্রাহ্মণ্য, পুরোহীত্ববাদের মতো হওয়া।
৫. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সম্মানি দিয়ে আলেমদের ব্যবহার করা।

৬. কুরআন সুন্নাহকে জীবন সমস্যা সমাধানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করা।

৭. প্রচলিত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, পাঠ্য-পুস্তক ও শিক্ষকতায় কুরআন সুন্নাহকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিছক একটি অসংলগ্ন কোর্স হিসাবে চালু রাখা। এই চালু রাখাটাও হচ্ছে ধর্ম শিক্ষা নামে একটি রসম-রেওয়াজ হিসাবে।

৮. মাদ্রাসা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জামেয়া ইত্যাদিতে কুরআন হাদিসকে তথাকথিত ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার দৃষ্টিতে শিক্ষাদানে সীমিত রাখা।

৯. আলেম-ওলামা, যাদের উপর পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান বিতরণের ফরয দায়িত্ব ন্যস্ত, তাদের অধিকাংশেরই বিপরীত শ্রোতের মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাহসের অভাব।

১০. বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা ও গবেষণা বিমুখতা আর আধুনিক শিক্ষিত যুবকদেরকে জ্ঞান ও চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে ওলামা সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা।

ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম : আমরা কুরআন সুন্নাহর বাস্তবায়ন বলতে ইসলামের বাস্তবায়নকে বুঝি। আর ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হচ্ছে ইকামতে দীন বা খেলাফাত প্রতিষ্ঠা।

এক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ হলো :

১. বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবেলার যে যোগ্যতা প্রয়োজন, সেই যোগ্যতা আমাদের নেই বলেই আমরা ইসলাম কায়েম করতে পারছি না।

২. কুরআন এবং হাদিস আমাদের মাঝে বাস্তবায়িত না হবার একটা প্রধান কারণ হলো কুরআন এবং হাদিসের শাব্দিক এবং ব্যবহারিক অর্থ না জানা। কারণ জানলেই তো মানার প্রশ্ন।

৩. আধুনিক যে সভ্যতা বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে– এ সভ্যতা, এ সংস্কৃতি, এই সাহিত্যের মোকাবেলা করার জন্যে যে যোগ্যতা থাকা দরকার, সেই যোগ্যতা থেকে আমরা পিছিয়ে আছি।

৪. বর্তমানে বিশ্বের নেতৃত্ব বাতিলের হাতে। তাদের নেতৃত্বের মোকাবেলায় আমাদের নেতৃত্বের আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক, জাগতিক, মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার অভাব।

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান : আমি প্রথমে ডা. নাজমুল হক রবি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্যে। উনি অনেক পয়েন্ট সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। এসব পয়েন্টের উপর অনেক discussion প্রয়োজন। Subject হচ্ছে- বাংলাদেশে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় কি কি? অন্তরায় দুটো আছে। একটি বাহ্যিক অন্তরায়, আরেকটি আমাদের internal দুর্বলতা।

internal দুর্বলতাগুলো কি কি এখন আমি তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. প্রথম internal দুর্বলতা হচ্ছে– সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং ভুল জ্ঞানের প্রাচুর্য। ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় আছে, যার ব্যাপারে কুরআন হাদিসে সরাসরি বর্ণনা রয়েছে, অথচ মুসলিম সমাজে তার সরাসরি উল্টা কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে এবং সেটা মেনে চলা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে– আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা। সেখানে ফিকাহশাস্ত্র মুখস্ত করানো হয়, কুরআন সুন্নাহ থেকে সরাসরি শিক্ষা খুব কমই দেয়া হয়।
   আমি মাওলানা মওদূদী র.-এর একটি বই পড়ছি। উনি এক জায়গায় বলেছেন, যে কোনো বিষয়ের বিধি-বিধান বুঝতে হলে প্রথমত বুঝতে হবে ঐ জিনিসটির উদ্দেশ্যটা কি? যদি উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানা যায়, তবে খুব সহজে বলে দেয়া যায় যে, এই জিনিসটা ঐ জিনিসের সাথে সংগতিশীল আর এই জিনিসটা ঐ জিনিসের সাথে সংঘর্ষশীল।
   সুতরাং উদ্দেশ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষের জন্যে বিধি-বিধান কি হবে এটা বুঝতে হলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা খুব pin-point করে বুঝতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ এটাকে pin-point করে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষের প্রচলিত ধারণা কুরআন হাদিসের ধারণার সাথে মিল নাই।
২. জ্ঞানের পরে second point এ আমি বলবো, জ্ঞান থাকলেও সংগঠন না থাকলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে যতোগুলো ইসলামী সংগঠন আছে তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামীই সব থেকে ভাল। এখানে আরো intellectual কিভাবে সৃষ্টি করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে।
৩. তৃতীয় দুর্বলতা হচ্ছে– মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের অভাব। এটা খুবই important. আমরা এখানে ওয়াজ নসীহত করলে কি হবে। টিভি'র মাধ্যমে ঘরে ঘরেই চলছে এর উল্টা ওয়াজ-নসীহত। ইসলাম বিরোধী যে প্রচারণা, তার মোকাবেলায় শক্ত মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৪. চতুর্থ হচ্ছে, আর্থিক দুর্বলতা। This is very important, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে এখন অর্থনৈতিক শক্তির বিরাট প্রয়োজন। দীন বিজয়ী করতে হলে, ইসলামের শত্রুদের ঠেকাতে হলে অর্থনৈতিক শক্তির বিরাট প্রয়োজন।
৫. পঞ্চমত: গবেষণার অভাব। গবেষণা তো উঠেই গেছে বলা যায়। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যে-টা বলে গিয়েছেন, সেটাকেই অন্ধভাবে মেনে চলছি। কিন্তু, না বরং আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে। গবেষণা কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। আমি মনে করি, আমরা যদি এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারি তবে দীন কায়েমের পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম-২ : আমি অন্তরায়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে চাই। অনেকগুলো পয়েন্ট ইতিমধ্যে এসে গেছে। সেগুলো আমি repeat করবো না।

১. একটা অন্তরায় হচ্ছে, আমাদের তাগুত চিনতে না পারা। আল্লাহ কুরআনে তাগুতকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন– রাজনৈতিক তাগুত, অর্থনৈতিক তাগুত, ধর্মীয় তাগুত, সাংস্কৃতিক তাগুত, প্রশাসনিক তাগুত। নমরুদ ছিলো

রাজনৈতিক তাগুত। ফিরাউন, আবু লাহাব এরাও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাগুত ছিলো। আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক-এর অর্থ হলো তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস হোক। এ রকম আবু লাহাব, আবু জেহেল তো এখনও আছে। সামেরী ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিক তাগুত ছিলো। ইবরাহীম আ.-এর বাবা ছিলো ধর্মীয় তাগুত। তিনি জানতেন তার ছেলে সঠিক। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে গদী রক্ষার স্বার্থে, মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে তিনি তার বিরোধীতা করেছেন।

২. একটি অন্তরায় হলো, দল্লিন এবং মাগদুবদের না চেনা। সূরা ফাতিহাতে আমরা প্রতিনিয়ত পড়ি, কিন্তু অধিকাংশ লোককে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না কারা দল্লিন আর কারা মাগদুব?
৩. একটি অন্তরায় হলো, ভন্ড এবং মুনাফেকদের চিনতে না পারা। এরা আমাদের সাথেই নামাজ পড়ে।
৪. ইসলামের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী দল সমূহও অন্তরায়। এরা চিন্তাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।
৫. শিরক সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। তাওহীদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। আমি লালকুঠি দরবারে গিয়ে দেখেছি- হরদম সেখানে গায়রুল্লাহকে সেজদা দেয়া হচ্ছে। আমাকে বলা হলো জুতা নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি জুতা নিয়েই প্রবেশ করলাম। শিরক অনেক জায়গায় এভাবে চলছে এবং অনেক ধরণের, অনেক প্রকৃতির।
৬. অন্ধ অনুকরণ একটি বড় অন্তরায়। আমি বারিধারাতে দেখলাম তারা দেওবন্দের আকীদার কথা বলে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম– এটা কিভাবে হলো? বললো, আমি দেওবন্দের আকিদায় বিশ্বাস করি।
৭. বিশ্বায়ন একটি বড় অন্তরায়। আমরা বিশ্বায়নের কৌশল ও প্রভাব থেকে বাঁচতে পারছি না।
৮. একটি বড় ধরণের আঘাত হচ্ছে, হান্টিংটনের একের ভিতর তিন তত্ত্ব। হান্টিংটন ঐ বইয়ের পর আরো বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, সারা বিশ্বকে এক করতে হবে। তিনটি তত্ত্বের ভিত্তিতে: ১. One politcal system, ২. One economic system, ৩. One culture. এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছে।
৯. secularism একটা বড় সমস্যা। secularism -এর মুখোশ উন্মোচনের জন্যে ভাল কোনো বই নেই আমাদের। অথচ secularism আমাদের সমাজের অনেক গভীরে শিকড় গেড়ে বসে আছে।

অধ্যাপক এটিএম ফজলুল হক :

১. আমাদের দেশে কুরআন সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় প্রথম অন্তরায় হচ্ছে, এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তথা ইসলামীক শাসন ব্যবস্থা কখনো বাস্তবে দেখেনি। ফলে যিনি যেভাবে যে এলাকায় ইসলাম পেশ করেছেন, ঐ

অঞ্চলের লোকেরা সেভাবে গ্রহণ করেছে। অতীতের সমস্ত কৃষ্টি, কালচার ত্যাগ করে যে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি।

২. বুঝে শুনে ঈমান না আনা। এ বিষয়টা আমাদের মুসলিম সমাজে হয় না বললেই চলে। তাই আমরা কলেমার সঠিক অর্থ জানিনা। এটা যে একটা declaration, আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে এটাকে মানতে হবে– এরকম কোনো চিন্তা চেতনা আমাদের মাঝে নেই।

৩. প্রায় ২শ' বছরের বৃটিশ শাসন। বৃটিশ শাসন আসার পরে যতোটুকু ইসলাম আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ছিলো, তাও ঝরে পড়তে থাকে।

৪. আলেম-ওলামা যারা দীনের প্রচার প্রসারের জন্যে কাজ করেন, তাদের অনেকেই একেবারে সমাজ থেকে নি:সম্পর্ক হয়ে আছেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর কথা বলা ছাড়া বেশি কিছু তারা বলেন না।

৫. বৃটিশদের শাসন থেকে যখন আমরা স্বাধীন হলাম, তখন নেতৃত্ব চলে গেলো বৃটিশ তাবেদারদের হাতে। স্বাধীনতার জন্যে যে সব আলেম ওলামা অবদান রাখলেন তারা নেতৃত্বের সারিতে দাঁড়াতে পারলেন না। তারা মসজিদ, খানকা, মাজারে গিয়ে ঢুকলেন। ফলে ইসলামকে জানার, মানার এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার সুযোগ থাকলো না।

৬. ইসলাম জানা ও মানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো, আমরা ইসলাম শিখি মুসলিম social tradition থেকে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে নয়।

   ঐতিহাসিকভাবে আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীতে যতো নবী রসূল এসেছেন তারা সমাজের লোকদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। একথার অর্থ হলো, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদা থেকে যেটা পেয়েছি সেটাই মানবো, তোমার নতুন কথা মানবো না।' আমাদের সমাজেরও সেই অবস্থা, আমাদের বাপ-দাদা, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা যা বলবে সেটাই মানবো, কুরআন হাদিস থেকে সরাসরি জানবো না যে এ বিষয়ে প্রকৃত বিধানটা কি। এ রকম একটা অন্ধ তকলীদ আমাদের সমাজে শিকড় গেড়ে আছে। এর পরিবর্তন করার জন্যে যেভাবে আলেমদের ভূমিকা রাখা দরকার সেভাবে ভূমিকা রাখা হচ্ছে না।

৭. আরেকটা অন্তরায় হচ্ছে, এদেশে পীর সাহেবদের ব্যাপক প্রভাব। এই পীর সাহেবদের মুরিদ হওয়ার মাধ্যমে অনেক মানুষ ইসলামের সাথে নিজকে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু এমন মুরিদ পাওয়া কঠিন, যাকে তার পীর কুরআন সুন্নাহর আলোকে ঈমান কি, কুফর কি, শিরক কি, শিক্ষা দিয়েছেন।

৮. আরেকটি অন্তরায় হলো, যে সকল source থেকে আমরা ইসলামের knowledge পাচ্ছি, সে সকল source- wrong. আমরা আমাদের source of knowledge কে যদি শুদ্ধ করতে পারি অর্থাৎ যদি কুরআন সুন্নাহ্‌কে source হিসেবে গণ্য করতে পারি তবে এসব অন্তরায় দূর করা সহজ হবে।

অধ্যাপক মাওলানা আ.ন.ম. রশিদ আহমদ :

১. ভাষাগত অন্তরায়। যেহেতু কুরআন ও হাদিস আরবি, আরবি ভাষা ভিন্ন ভাষা হওয়ায় এটা একটা সমস্যা।

২. কুরআন তিলাওয়াত না জানা। আমাদের অনেকেই কুরআন তিলাওয়াত জানেন না, জানলেও বিশুদ্ধ নয়। আবার অনেকে- তিলাওয়াত জানে, কিন্তু অর্থ জানেনা এবং অর্থ জানার গুরুত্ব অনুভব করেনা।
৩. আপোষকামিতা। আমাদের অনেক ভাইদের মাঝে এই আপোষকামীতা আছে। মনে করা হয় সমাজে যেহেতু এটা চালু আছে, তাই এটা না করলে মন্দ দেখায়।

মাওলানা নুরুল্লাহ্ মাদানী :

১. সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে, জানার পরেও না মানা।
২. Tradition এবং ভুল শেখা একটি অন্তরায়। আমরা শিখি, চার কুরসী চার ফরয। এটা শেখার পর সেখান থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ আর তেমন হয়ে ওঠে না।
৩. গোঁড়ামি। যতো শিরক হচ্ছে, যতো বিদ'য়াত হচ্ছে এর পেছনে বড় একটা কারণ হচ্ছে গোঁড়ামি।
৪. ব্যক্তির ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। বিশেষ করে নেক্কার মানুষের ব্যাপারে। এজন্য ইসলামের basic বিষয়ের থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে আছে।
৫. অনেক আধুনিক সমস্যা আমাদের সামনে আসছে কিন্তু ইসলামের আলোকে এর scientific ব্যাখ্যা আমরা উপস্থাপন করতে পারছি না।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম-১: বেশিরভাগ মুসলমান কুরআনে গিলাফ লাগিয়ে তাকের উপর সাজিয়ে রাখে। কুরআন বুঝার, চিন্তা গবেষণা করার এবং আমল করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেনা। সুতরাং মুসলমানদের দুরবস্থার মূল কারণ এখানেই যে মুসলমানরা কুরআন বর্জন করেছে, অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে। আংশিক কুরআন মান্য করার যে কি পরিণতি তা সূরা বাকারার ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– আফাতু মিনুনা বি-বাদিল কিতাব অ-তাকফুরুনা বি'বাদ।

অথচ এক সময় মুসলমানরা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে এই কুরআন দিয়ে। এটা উপলব্ধি করেছে বাতেল শক্তি। তারা এটা উপলব্ধি করার কারণেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ কুরআন হাদিস নেই। এটা প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে রসূলকে মুসলমানরা শুধু ধর্মীয় নেতা মানে। এ অবস্থায় আমরা মুসলমান থাকি কি করে? আমাদের জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, সামাজিক সমস্ত ফায়সালার ক্ষেত্রে আমরা রসূলকে নেতা হিসেবে মানিনা।

বার্ণাডশো বলেছিলেন– কুরআন পড়ার পরে যে ইসলাম আমি পাই, মুসলমানদের দেখার পর তার কিছুই দেখিনা। এজন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করিনা।

মুহাম্মদ কুতুবের 'হাল নাহানু মুসলিমুন' নামক বইটা যদি আমরা পড়ি, এখানে পুরো একটা analysis রয়েছে।

আজকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাগুতী শক্তি বের হচ্ছে। মাদ্রাসা থেকেও তাগুতী শক্তি বের হচ্ছে।

এসব অন্তরায় যতোদিন পর্যন্ত আমরা দূর করতে না পারবো, যতোদিন পর্যন্ত এর পরিশুদ্ধী করতে না পারবো, ততোদিন জাতি মুক্তি পাবে না।

ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক: আমি মনে করি, কুরআনের অনুসরণ করতে না পারার কারণটা basic. সেটা হচ্ছে অনুসরণ করতে না চাওয়া। শুনতে যতো simple লাগুক সমষ্টিগতভাবে এখানে যারা আমরা বসেছি, আমাদের মতো কিছু মানুষ ছাড়া জাতি হিসাবে বাংলাদেশী যদি ধরি, আমরা অধিকাংশ লোকই কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করতে চাই না। এটা বাস্তব কথা, আপনারা মানুন আর নাই মানুন। না চাওয়ার কারণ কি সেটা পরে আলোচনার বিষয়। তবে না চাওয়ার জন্যে একটা কারণ, জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের অভাবের সাথে সাথে রয়েছে ঈমানের অভাব।

তারপর যে কাউকেও আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে উত্তরে বলবে আমি তো মুসলমান আছিই। আমাদের লোকদের ধারণা আমরা জন্মগতভাবে মুসলমান। দীন শিখে, বুঝে যে মুসলমান হতে হয় সে ধারণার অভাব। সেজন্য আমরা বুঝিই না যে, আসলে আমরা মুসলমান কিনা?

ইসলাম হচ্ছে একটা believe system. আমাদের কতোগুলি আকিদা আছে, আমাদের বিশ্বাস আছে। সেই believe -এর ভিত্তিতে আমাদের একটা world view রয়েছে। একটা believe system-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা world view থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কুফর, সেটাও একটা believe system. কমুনিজম একটি believe system. কমুনিজমের যে believe system আছে সেগুলো world view তে reflected হয়। কুফরের belive system গুলো world view তে reflected হয়।

আমাদের belive system হচ্ছে ইসলামের। কিন্তু আমাদের world view হচ্ছে কুফরের। আমি মনে করি এ বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচনার সুযোগ আছে এবং করা উচিত।

আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো। আমাদের রসূল সা. যখন মসজিদে নববীতে ঢুকেছেন বা সাহাবীদের মাঝে গেছেন, তখন সাহাবীরা দাঁড়াতে গেলেন রসূল সা. নিষেধ করেছেন এই বলে যে, আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। এটা ইহুদী, খ্রীষ্টানদের রীতি।

আমাদের অধীনস্থরা যদি আমাদের স্যালুট না করে, আগে যদি সালাম না করে, আমি সেটা বরদাশত করতে পারিনা বা মনে কষ্ট পাই। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখবেন, আমাদের world view কুফরের। কিন্তু আমরা বলছি আমাদের believe system হচ্ছে ইসলামের।

world view কথাটার অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীকে আমরা কি চোখে দেখি। জীবনকে কি চোখে দেখি বা আমাদের universe কে কি চোখে দেখি।

আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো- এয়ারপোর্টে যে টয়লেট থাকে। ইউকে তে যারা গেছেন তারা দেখবেন, বসে পেশাব করার কোনো ব্যবস্থাই নাই। সবাই দাঁড়িয়ে পেশাব করে, এটা ওদের world view reflect করে।

কিন্তু আমাদের টয়লেটে যদি আমরা সেই অবস্থা দেখি, আমাদের বড়বড় অফিসগুলোতে যদি ঐ অবস্থাই দেখি, তাহলে প্রশ্ন এসে যায়, আসলেই কি আমরা ইসলামের belive system এর ধারক? এটা হতে পারে যে, আমরা আমাদের বিশ্বাস হারিয়েছি।

প্রফেসর ড. আজহারুল ইসলাম: যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ঐ জায়গার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গরিষ্ট ইসলামের পক্ষের হতে হবে। এটা একটা মৌলিক দিক। বাংলাদেশসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশসমূহের প্রায় ৮০% জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। অথচ রসূল সা.বলেছেন: প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

সুতরাং ইসলাম আসলে কি এটা জানতে ও বুঝতে হলে, কুরআন ও সহীহ হাদিস স্টাডি করতে হবে। তাই স্টাডি করতে গেলে আমাদের জ্ঞান গরিমার দরকার। এটাই আমাদের মাঝে প্রচন্ড অভাব। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রধান অন্তরায়।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল conception-এ আমাদের সমাজ ভর্তি। বাংলাদেশে ইসলামের সাইনবোর্ড দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং ইসলামের নামে কর্ম তৎপরতাও দেখাচ্ছে তাদের প্রায় সবাই প্রকৃত ইসলামের concept কি, তা জানে না। এই লোকগুলোর বেশির ভাগই শিরক ও বেদয়াতে নিমজ্জিত। ইসলামের মূল বিষয় তাওহীদের স্থানে শিরক এবং সুন্নাহর স্থানে তারা বেদয়াত প্রতিষ্ঠিত করছে। এর প্রচার প্রসারের জন্যে অত্যন্ত দক্ষতা ও কষ্টের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর মাঝে পীর মুরীদ system, তথাকথিত সুফিজম এবং তাবলীগ জামাত উল্লেখযোগ্য। ইদানিং কিছু রাজনৈতিক সংগঠনও এ কাজ করছে।

এখন সাধারণ জনগণের নিকট ইসলামের সঠিক concept পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সঠিক concept একটি বিশেষ গোষ্ঠির মাঝে কিছুটা আছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক কম।

তাদেরকে আবার চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ইসলামের নামধারী অন্য গোষ্ঠীর দ্বারা। যেমন মাওলানা মওদূদী রহ. এর কোনো বই পড়তে তারা নিষেধ করছে।

মাওলানা রুহুল আমীন : মুসলমানদের কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে নেফাক। এরপর দুর্বলতা হচ্ছে শিরক এবং বিদয়াতের অনুসরণ। এরপর বাতিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এরপর আমাদের দেশে পীর মুরীদ, সুফী-দরবেশ এদের অন্ধ অনুকরণ।

আহসান ফারুক : আমি মনে করি, আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতাটাই হচ্ছে বড় অন্তরায়। এ কারণে বাইরের যতো প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলোর মোকাবেলা আমরা করতে পারছিনা। তাহলো, ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বকারীদের (ওলামা) কুরআন

এবং সুন্নাহর সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাব। এ কারণে তারা সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না এবং তারা অপূর্ণাংগ ও ভ্রান্ত জ্ঞান ছড়াচ্ছে।

অন্ধ তাকলীদ একটা বড় অন্তরায়। এই দুটি অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে সম্ভবত আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো।

ড. মুহাম্মদ জামালুদ্দিন: একটি বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। মানব জীবনে সংস্কৃতির এতোটা প্রভাব যে এর দ্বারা মানুষ এমনি এমনিই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যেমন– পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়ার সংস্কৃতির প্রভাব। এই মিডিয়ার যুগে এটা আমাদের ছেলে মেয়েদের শিখিয়ে দিতে হয় না। আপনা-আপনিই তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

মাহফুজুর রহমান : আমাদের islamsation of knowledge-এর ধারণা না থাকা এবং এ সম্পর্কিত সিলেবাস, বই পুস্তক তৈরি না হওয়া একটি বিরাট অন্তরায়। ইসলামীক যে সমস্ত philosophy আছে এগুলোকে discipline না করা, যেমন islamic economic, islamic administration. ইসলামীক ব্যাংকিং কিছুটা অবশ্য হয়েছে। ইসলামের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ইসলামীক ল' এগুলো প্রতিষ্ঠা না থাকা একটা বড় অন্তরায়।

আধুনিক জ্ঞানের অভাব। বিশেষ করে ইমাম সাহেব যারা সাপ্তাহিক বক্তৃতায় জাতির সামনে খুৎবা পেশ করেন, তারা আধুনিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করতে পারা আমাদের জন্য বিরাট বাধা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: ১৯৬১ সালে স্যার গ্রামাজন major problems of Muslim ummah সম্পর্কে তিনটি কথা বলেছেন– ১. ফিকাহশাস্ত্রকে কুরআন হাদিসের উপরে প্রাধান্য দেয়া। ২. আনুগত্যের প্রশ্নে বিভ্রান্তি। ৩. নারী সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানে ব্যর্থতা।

আমি আরো কয়েকটি পয়েন্ট বলতে চাই। আমরা ইসলামী দাওয়াতকে সহজভাবে বাদ দিয়ে কঠিনভাবে উপস্থাপন করছি।

পারিবারিকভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও প্রচলনের অভাব রয়েছে। Major books এবং major writer-দের বইগুলোর অনুবাদের ব্যবস্থার অভাব।

অধ্যাপক মোশারফ হোসেন : মানুষের স্বভাব দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হলো বিশ্বাসগত আর অন্যটি হলো আচরণগত দিক। আমাদের এখানে সমস্যাটা হলো conceptual. আমাদের এই sub-continent-এ ইসলাম এসেছে indirect ভাবে। রসূল সা., সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের দ্বারা সরাসরি ইসলামের শিক্ষা পাওয়া যায়নি, গেলেও অতি নগণ্য। একটি লাইটের আলো কোনো স্থানে সরাসরি এসে পড়লে যে আলোকিত হয়, indirect ভাবে আসলে সেভাবে আলোকিত হবে না।

আমাদের এখানে বেশির ভাগ ইসলাম এসেছে তুর্কি, ইরান হয়ে। আমাদের এখানে যেসব তুর্কি-ইরানি শাসক এসেছেন, তারা নিজেদের আঞ্চলিক অনেক রীতিনীতির সাথে ইসলামকে মিশ্রিত করে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানকার বৌদ্ধইজম, হিন্দুইজমের সাথে যুক্ত হয়ে ইসলামকে অনেকটা জগাখিচুড়ি একটা জিনিস বানিয়ে আমাদের ইসলামের conceptual দিকটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এর remedy-এর জন্যে আমাদেরকে conceptual বিভ্রান্তি ভালো করে বুঝতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, বলতে গেলে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ science and technology তে অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

Co-education আমাদের একটা বিরাট সমস্যা। এখানে স্যাকুলার এডুকেশনের সাথে যে co-education টা চালু হয়েছে, এটা– মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন সিরাজী: আজকে military চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। তাই আমাদের দেশ সামরিক দিক দিয়ে কি অবস্থায় আছে তা আমাদের আলোচনায় আনা উচিত।

অধ্যাপক মুসা খান: মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে- সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে ইসলাম নাই। আমাদের দেশেও এ ধরণের প্রশিক্ষণে ইসলাম শিক্ষার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং এসব কর্মকর্তারা ইসলাম শিক্ষার পরিবর্তে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, কর্মক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন ঘটায়।

মাওলানা আলাউদ্দিন: আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমি যেটা অন্তরায় মনে করি, সেটা হলো– কুরআনের সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ না করা অর্থাৎ মুসলমানদের ওহীর জ্ঞানার্জন না করা।

মানুষের নিকট যথাযথভাবে আল্লাহর বাণীকে উপস্থাপন না করা একটা অন্তরায়। অর্থাৎ দাওয়াতী কাজের অভাব।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আলহামদুলিল্লাহ। আমরা বাংলাদেশে কুরআন সুন্নাহ্‌র অনুসরণের ক্ষেত্রে বিরাজিত অন্তরায়গুলো আলোচনা করলাম। এ আলোচনা থেকে কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ point আমাদের সামনে বেরিয়ে এসেছে। পয়েন্ট অকারে বললে সবার আলোচনা থেকে আমরা আজকে নিম্নোক্ত অন্তরায় সমূহ পেয়েছি :

অভ্যন্তরীণ অন্তরায় : সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত অভ্যন্তরীন অন্তরায় সমূহ জানতে পারলাম :

০১. অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব, ভ্রান্ত জ্ঞান।
০২. বুঝে শুনে ঈমান না আনা।
০৩. কুরআন তিলাওয়াত না জানা।
০৪. সরাসরি কুরআনের ভাষা না জানা।
০৫. অনুসরণের জন্যে না পড়ে শুধু সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন হাদিস পড়া।
০৬. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাব।

০৭. চিন্তা গবেষণার অভাব।
০৮. বিজ্ঞান ও প্রকৌশল জ্ঞানে পিছে পড়ে থাকা।
০৯. বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার অভাব।
১০. আকীদাগত বিভ্রান্তি।
১১. তাকলীদ।
১২. অন্ধ অনুকরণ ও ব্যক্তিপূজা।
১৩. জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূলকে অনুসরণ না করা।
১৪. সরাসরি কুরআন হাদিস না পড়া।
১৫. ইজতিহাদ না থাকা।
১৬. কুরআন হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা।
১৭. নিজের মতকে প্রধান্য দেয়া।
১৮. চরমপন্থা/গোঁড়ামি অবলম্বন করা।
১৯. আলেমদের পার্থিব জ্ঞান ও যোগ্যতার অভাব।
২০. ধর্ম ব্যবসা।
২১. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করে আলেমদের সম্মানি নেয়া।
২২. বিভ্রান্তিকর বই, ওয়াজ ও বক্তৃতা।
২৩. রসম রেওয়াজ, কুসংস্কার।
২৪. আপোষকামিতা।
২৫. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকা।
২৬. সীমাবদ্ধ দীন প্রচার।
২৭. জাতীয় পর্যায়ে presentable ইসলামী ব্যক্তিত্বের অভাব।
২৮. বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার মতো ইসলামী নেতার অভাব।
২৯. ইসলামপন্থীদের মাঝে অনৈক্য।
৩০. দীনি প্রতিষ্ঠান সমূহে বাস্তবধর্মী শিক্ষাদানের অভাব।
৩১. আলেমদের সময়োপযোগী জ্ঞান ও সাহসের অভাব।
৩২. আলেমদের সমাজবিমুখ দীনদারী।
৩৩. মহিলাদের মধ্যে দীনি জ্ঞানের স্বল্পতা।
৩৪. মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে সরকারীভাবে ইসলাম প্রচারে বৈরিতা।
৩৫. মুসলিম সরকার কর্তৃক ইসলামী কর্মীদের উপর নির্যাতন।
৩৬. পৌরহিত্যবাদ।
৩৭. ভ্রান্ত পীর-মুরিদী এবং ইসলামের নামে ভ্রান্ত সংগঠনসমূহ এবং তাদের প্রচার প্রপাগান্ডা।
৩৮. শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণ না করা।
৩৯. মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম শিক্ষাকে optional রাখা।
৪০. ইসলাম শিক্ষাদানের traditional পদ্ধতি।
৪১. সহশিক্ষা।
৪২. শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করা।
৪৩. মুনাফেকী চরিত্র।

৪৪. শিরক বিদ'আতের সয়লাব।
৪৫. ইসলামী প্রচার মাধ্যমের অভাব।
৪৬. আকাবের পুঁজা।
৪৭. দেওবন্দী আকীদা।
৪৮. কবর ও মাজার পুঁজা।
৪৯. পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত না দেয়া।
৫০. web site-এ ইসলাম প্রচারের নগণ্যতা।
৫১. বিভিন্ন ভাষা থেকে ইসলামী গ্রন্থাবলী অনুবাদের স্বল্পতা।
৫২. কুরআন হাদিসের চাইতে ফিকহ শাস্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া।
৫৩. নি:শর্ত আনুগত্য কে পাবে, আর শর্তযুক্ত আনুগত্য কে পাবে- তা না জানা।
৫৪. নারী অধিকার সংক্রান্ত ইসলামের বক্তব্যের ব্যাপক প্রচার না করা।
৫৫. খতিবদের অপূর্ণাংগ ইসলামী জ্ঞান, বিদ্বেষ, গোঁড়ামি।
৫৬. বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃক মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো।
৫৭. ইসলামের world view ফোকাস করতে মুসলমানদের ব্যর্থতা।
৫৮. সিদ্ধান্ত নিয়ে বুঝে শুনে মুসলিম না হওয়া।
৫৯. মুসলমানদের চরিত্র কুরআনের অনুরূপ না হওয়া।
৬০. মুসলমানদের কুরআন বর্জন।
৬১. মুসলিমদের সংঘবদ্ধতা ও team spirit-এর অভাব।
৬২. ব্যাপক ও বড় মাপের intelectual বা ইসলামী ব্যক্তিত্বের অভাব।
৬৩. তথা কথিত মডারেট মুসলিম বুদ্ধিজীবী গ্রুপের ধারণা।
৬৪. পরিবারে ইসলাম চর্চার অভাব।

বহিরান্তরায় : আজকে নিম্নোক্ত বহিরান্তরায় সমূহ আলোচিত হয়েছে :
১. অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। ২. তাগুত সমূহ, বিভিন্ন প্রকার তাগুতের প্রভাব। ৩. পুঁজিবাদ এবং বস্তুবাদী ভোগবাদী কালচারের বিশ্বায়ন। ৪. সেকুলারিজমের প্রভাব। ৫. ব্রিটিশ শাসনের কুফল। ৬. অর্থনৈতিক দারিদ্র। ৭. মিডিয়া আগ্রাসন, অপপ্রচার, তথ্য সন্ত্রাস। ৮. সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা। ৯. ইসলামের নামে বাতিল ফেরকা সমূহ। ১০. মুসলিম শাসকদের ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুতা। ১১. পক্ষপাত দুষ্ট UN. ১২. নিষ্কর্মা OIC ১৩. World Bank, IFM, ADB, ১৪. USAID, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা। ১৫. সাম্রাজ্যবাদীদের গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ। ১৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিপক্ষের প্রধান্য। ১৭. অমুসলিম দেশ সমূহের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি। ১৮. মুক্তবাজার অর্থনীতি। ১৯. ইহুদী ষড়যন্ত্র। ২০. একক বিশ্ব শক্তি। ২১. মুসলিম বিশ্বে শত্রু সেনার অবস্থান। ২২. মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব মিনারেল সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের যোগ্যতা না থাকা।

বাকি অংশের উপর আলাদা একটা সেশন হবে। পরবর্তী প্রোগ্রাম হবে নভেম্বর মাসের ২১ তারিখে বিকেল ৪টায়। বিষয়- কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অন্তরায় সমুহ দূর করার উপায় কি কি?

সভাপতি জনাব মকবুল আহমদ : আল্লাহর শুকরিয়া যে সকলেই ব্যস্ততার মাঝেও সময় দিয়ে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রবন্ধকারের সুন্দর একটা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্যে তাকে মোবারকবাদ। এ প্রবন্ধকে সামনে রেখে আপনারা যারা বক্তব্য রেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ অনেক জিনিস এসেছে। আশা করি মডারেটর এগুলোকে systematic ভাবে তৈরি করে আগামি বৈঠকে উপস্থাপন করবেন। আশা করা যায় আমরা এ থেকে অনেকগুলো জিনিস পাবো।

এখানে প্রধান যে আলোচনাটা এসেছে সেটা হলো জ্ঞানের অভাব। আমরা জন্মগত মুসলমান। এদেশে কখনো ইসলামী সরকার না থাকার কারণে, ইসলাম যতোটুকু জেনেছি, পারিবারিকভাবেই জেনেছি এবং সেটুকুই আমরা যথেষ্ট মনে করছি।

আমাদের দেশে islami government না থাকায় ইসলামী শিক্ষা নেই। যারা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি, নিজের প্রচেষ্টায় জানার চেষ্টা করেছি। ইসলাম বাস্তবায়নের scheme কারো নেই। practically ইসলাম কায়েমের scheme জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কারো নেই। কিন্তু যেটাকে আমরা একমাত্র অবলম্বন মনে করি, অর্থাৎ- জামায়াতে ইসলামী, সেটাও সবদিক দিয়ে আমরা যথাযোগ্য position এ পৌঁছাতে পারি নাই, যেখানে পৌঁছালে সব problem সমাধান করতে পারি।

আলহামদুলিল্লাহ, অনেক আন্তরিকতার সাথে এ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। জনশক্তি বাড়ছে, সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর মেহেরবানী প্রভাব পড়া শুরু করেছে। আমরা এক সময় government এ ছিলাম না। এখন government এ in করেছি। পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা আছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পৌঁছেছি। যেখানে আমরা দীর্ঘ দিন পৌঁছাতে পারিনি। এভাবে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলে, আমাদের চিন্তাশীল ভাইয়েরা যদি পরামর্শ দেন, চিন্তা করেন এবং আমাদের গবেষণামূলক যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তারা যদি বিভিন্ন scheme নিয়ে সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হন, আশা করা যায়- সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী আন্দোলন অবদান রাখতে পারবে।

আমার মনে হয় আজকের বিষয়ের উপর যথেষ্ট point এসেছে। এটাকে ভবিষ্যতে article হিসাবে অথবা বই আকারে প্রকাশ করা যায়। এতে আমরা সবাই এবং আন্দোলন উপকৃত হবে।

আল্লাহ আমাদের এ মেহনতকে কবুল করুন। এ আন্তরিকতাকে কবুল করুন এবং এর আলোকে যেন আমরা একটা কার্যকর গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, এ তৌফিক আল্লাহ আমাদের দিন। অ-মা তাওফিকি ইল্লা-বিল্লা- আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

৫

কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূর করার উপায় কি কি?

গবেষণা স্টাডি বৈঠক

নভেম্বর ২১, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ২১, ২০০৫ তারিখ সোমবার বিকেল ৪.০০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহমদ। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ১৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

আবদুস শহীদ নাসিম-মডারেটর : তিনি বলেন, বাস ধর্মঘটের কারণে যাতায়াতের চরম অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা আজ বৈঠক করতে পারছি, এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে উপস্থিতির quantity কম হলেও quality ভালো।

আজকের আলোচ্য বিষয়- 'আমাদের দেশে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অন্তরায় সমূহ দূর করার উপায় কি কি?' এটা মূলত গত অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের দু'টি অংশের শেষাংশ। প্রথমাংশ আলোচনা গত বৈঠকেই হয়েছে। আজকে এর শেষাংশ আলোচনা হবে।

যেহেতু গত অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ সকলের হাতে আগেই পৌছানো হয়েছে, তাই সেটা আর পাঠের প্রয়োজন নেই। এবার আমরা সরাসরি মূল আলোচনায় যাচ্ছি।

প্রবন্ধ

ডা. নাজমুল হক রবি : (গত অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ)।

অন্তরায়সমূহ দূর করার উপায় হলো :

১. দীনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
২. জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভংগি গ্রহণ।

৩. জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে কুরআন ও সহীহ হাদিসকে গ্রহণ।
৪. ইজতিহাদের দুয়ার উন্মোচন।
৫. কুরআন ও হাদিসের ফ্রেমে :
  ক. ব্যাপক জ্ঞান চর্চা।
  খ. গবেষণা ইজতিহাদ।
  গ. ৩ নম্বরে উল্লেখিত সোর্স ব্যতীত আর কোনো কিছুকে গুরুত্ব না দেয়া।
  ঘ. তাকলীদ পরিহার ।
৬. ইকামতে দীনের মিশন নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে ইসলামের কার্যকরি মডেল উপস্থাপন করতে হবে :
  ১. সেন্টিমেন্টাল দিক থেকে।
  ২. যুক্তির দিক থেকে।
  ৩. সমাজ গঠনের পর্যায় ক্রমিকতার দিক থেকে ।
  ৪. রাষ্ট্র/সংঘ শক্তিগত দিক থেকে ।
  ৫. বস্তুশক্তির আয়োজনগত দিক থেকে ।
৭. পর্যায়ক্রমিক ও হিকমত সম্পন্ন পরিকল্পনা ফ্যাক্টরী (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) সমূহের সংস্কার করতে হবে।
৮. মিডিয়া ও কম্যুনিকেশনে সর্বাধিক যোগ্যতা ও নিয়ামত ব্যবহারের পরিচয় দেয়া।

আলোচনা :

আবুল কালাম আজাদ : আমার দৃষ্টিতে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় দূর করার উপায় হলো :

১. কুরআনের ভাষায় কুরআন বুঝে অধ্যয়ন করা।
২. প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করা।
৩. গবেষণার মানসিকতায় কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা।
৪. সমসাময়িক যুগ জিজ্ঞাসার যথার্থ জবাব দানের যোগ্যতা অর্জন করা।
৫. দাওয়াতী ম্যাথড পরিবর্তন করা এবং বিভিন্ন অনলাইনে কাজ করা।
৬. থিংক ট্যাংক গঠন এবং নিয়মিত গঠনমূলক লেখা উপস্থাপন করা।
৭. বাছাইকৃত মেধাবীদের নিয়ে পরিকল্পিত গবেষণা কার্য পরিচালনা করা।
৮. ইসলামকে আরো সহজভাবে উপস্থাপন করা।
৯. আমল আকিদা ঠিক রেখে সাধারণ জনতার সাথে বেশি বেশি মেশা।
১০. এনজিওর ক্ষেত্রে অবজেকটিভ মিশন আরো জোরদার করা।
১১. তথাকথিত পীর-মুরিদী, কবর পূজার নামে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে বেশি বেশি প্রামাণ্য বই পুস্তক ও দাওয়াতী কাজ করা।
১২. শিক্ষক এবং আলেমদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।
১৩. মাদ্রাসার সিলেবাস আধুনিকায়নসহ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী ধারণা আরো সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন করা।

১৪. ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা পরিষ্কার করা।

১৫. মিডিয়ার সকলক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি রিক্রুট করা।

জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম-২ : অন্তরায় সমূহ দূর করার উপায় সম্পর্কে আমার কয়েকটি পরামর্শ হলো :

১. নিরক্ষরতা দূর করা। ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ ছড়িয়ে দিয়ে ভ্রান্ত জ্ঞানের অপনোদন ও অজ্ঞতা দূর করা। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির সাথে integrated কর্মসূচি হিসেবে ইসলামী জ্ঞান ও আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত কর্মসূচি রাখা যেতে পারে- যা কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সমূহ দূর করবে।

২. কুরআন শিক্ষার বিশাল প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ব্যাপারে সকল মসজিদ ও মাদ্রাসার ইমাম-মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা।

৩. কুরআনের ভাষা আরবি সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শেখার জন্য বিশেষ curriculum তৈরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম ছাত্রদের জন্য তা ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক করা।

৪. কুরআন ও হাদিসের উপর গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। এ সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে M. Phil, Ph.D প্রভৃতি ডিগ্রী প্রদান করা এবং বক্তব্য বিবৃতি দেয়া ও সভা-সেমিনার আয়োজন করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে সফর আদান-প্রদান ও মতবিনিময় করা।

৫. কুরআন ও হাদিসভিত্তিক ইসলামের বিভিন্ন বিষয় প্রচারের জন্য 24 hrs স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ভাষায় বাংলা, ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় সম্প্রচার করা।

৬. আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিভিন্ন আকীদার ও মতের আলেম-ওলামাদের মতবিনিময় সভা আহ্বান করা ও ন্যূনতম মৌলিক বিষয়সমূহে ঐক্যমত ঘোষণা দেয়া। এ ঘোষণার ব্যাপক প্রচার করা।

৭. বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আলেম-ওলামা ও ইসলামী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা। এই ফোরামে জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তথা কুরআন-হাদিসের প্রচার ও প্রসার এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ও মতভেদ সৃষ্টিকারী ইস্যুগুলো পরিহার করা।

৮. সকল ক্ষেত্রে চরমপন্থা ও গোঁড়ামি পরিহার করা।

৯. আলেম সমাজের পার্থিব জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা curriculum কে ঢেলে সাজানো।

১০. চরমপন্থা, ধর্মব্যবসা, কুসংস্কার, বিভ্রান্তিকর বই, ওয়াজ বক্তৃতা প্রভৃতি বন্ধের জন্য সারাদেশের সমস্ত কওমী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারিভাবে নিবন্ধিত করা, এগুলোর curriculum যুগোপযোগী করার জন্য আলেম ওলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বোর্ড গঠন করা ও Islamic & worldly knowledge এর

সমন্বয়ে উঁচু মানের আলেম তৈরির জন্য একটি ideal curriculum তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। এসব আলেমদের মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামী গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে ভাল বেতন-ভাতায় এ ধরণের আলেমদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। এদেরকে pare-medic ও first-aid এর ভাল জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

১১. সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে বই প্রকাশ করা।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : কিছু কিছু পরামর্শ এমন আসছে যা বিরাট অংকের অর্থ বিনিয়োগের বিষয়। এসব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে অর্থ কোথা থেকে আসবে সে বিষয়ে ও পরামর্শ আসা দরকার । যেমন এ প্রোগ্রামটা করতে এই পরিমাণ অর্থ দরকার এবং এই অর্থ এভাবে ব্যবস্থা হতে পারে। তা নাহলে বাস্ত বায়ন কঠিন হয়ে যাবে। এজন্যে পরামর্শে বাস্তবায়নের পথও দেখানো দরকার।

প্রফেসর এ টি এম ফজলুল হক : অন্তরায় সমূহ দূর করার উপায় সম্পর্কে আমার পরামর্শ হলো :

১. মুসলমানদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা এবং ইসলামের সঠিক জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করা।

২. ইসলাম মানার ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ, পীর পূজা, মাজার পূজা বন্ধ করে শিরক মুক্ত ঈমান উপস্থাপন করা।

৩. দেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা। এদের মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে কুরআন হাদিসের কয়েকটি কাজ করা :

এক. আমরা মুসলমান হিসেবে বাস্তব জীবনে আল্লাহর কি কি ফরয হুকুম লঙ্ঘন করছি, তা চিহ্নিত করা।

দুই. কি কি হারাম কাজ ও কবিরা গুনাহ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, তা চিহ্নিত করা।

তিন. আমাদের সমাজে কি কি শিরক অবলীলায় হচ্ছে, তা চিহ্নিত করা।

৪. মক্তবের শিক্ষায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৫. স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জন্য যথার্থ মানের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের উপযোগী সিলেবাসের কারিকুলাম প্রণয়ন করা।

৬. কিছু মুহাক্কিক আলেমকে নিয়ে একটি টিম গঠন করা যেতে পারে। তারা পীর মাশায়েখদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাধারণ জনগণের উপর পীর মাশায়েখদের প্রভাব খুবই ব্যাপক। এটাও একটা স্বীকৃত কথা যে, কোনো পীর মাশায়েখই তাদের মুরিদদেরকে শিরক করুক, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হোক অথবা হারাম কাজ করুক এটা সম্মতি দেন না। তবুও এসব কাজ হচ্ছে। তাই খ্যাতনামা আলেমগণ আমাদের এই পীর সাহেবদের একত্রিত করে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। পীর সাহেবদের এটা বুঝানো উচিত যে, তারা তাদের মুরিদদের যে নসিহত দেন তার সাথে যেনো শিরক মুক্ত থাকারও নসিহত

দেন। আমি মনে করি, এর ফল হয়তো তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবে না কিন্তু অনেকেই এটা মেনে নেবেন।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার, কোনো পীর সাহেব শিরক বিদয়াতের কথা বলেন না, হারামের কথা বলেন না, একথা আমাদের সমাজের বাস্তবতার সাথে মিলে না। কারণ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব পীর মাশায়েখদের অবস্থা একরকম নয়। আমাদের গত বৈঠকে আলোচনা হয়েছে যে, এই শিরক, বিদয়াত ও হারাম খানকা থেকেই চালু হচ্ছে। যারা অন্ত রায় তাদেরকে দিয়ে অন্তরায় দূর করা যাবে কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন।

পুনরায় আলোচক : তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত করতেই হবে। বিরত করার উপায় আমাদের বের করতে হবে। কারণ এদের থেকে সাধারণ জনগণকে মুক্ত করতে হবে। তাই তাদের সাথে dialogue করা দরকার। কিন্তু dialogue হচ্ছে না।

৭. অবশেষে বলতে চাই, সাধারণ জনগণ ও উচ্চ শিক্ষিত সব মহলেই কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্যে ব্যাপক কুরআন চর্চা বাড়াতে হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : প্রফেসর এ টি এম ফজলুল হক সাহেব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেছেন। তবে পীর সাহেবদের সাথে dialogue এর বিষয়টা খুব কঠিন। কারণ, তাদের সবার ওখানে যুক্তি এবং দলিল আদিল্লা চলেনা।

মাওলানা শামাউন আলী : কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূর করার উপায় হলো :

১. কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করার ব্যবস্থা করা।
২. কুরআন ও হাদিস সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা।
৩. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা বই পুস্তক সহজলভ্য করা। সম্ভব হলে ফ্রি বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রয়োজনে এজন্য ফান্ড সংগ্রহ করা।
৪. আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী আইন কানুন বিধিবিধান মেনে চলা।
৫. বেশি বেশি লেখক গবেষক তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. গবেষণা ও সঠিক হাদিস কুরআন প্রচারে অবদান রাখার জন্যে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রফেসর ডা. মোঃ মতিয়ার রহমান : কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্ত রায়সমূহ দূর করার উপায় :

১. অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূর করা।
২. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা।
৩. প্রচলিত ভ্রান্ত জ্ঞানসমূহ চিহ্নিত করা।
৪. গবেষক তৈরি করা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।
৫. মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস উন্নত করা।
৬. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ করা।

৭. Printing Media ও T.V. Centre প্রতিষ্ঠা করা।
৮. ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করা।
৯. অর্থের জন্যে বিভিন্ন income generating প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম-১ : আমাদের দৃষ্টিতে উপায়সমূহ :

১. দীনের সঠিক ধারণা পেশ।
২. সমন্বিত দাওয়াতী তৎপরতা।
৩. Printing ও electronic media-র অধিক ব্যবহার।
৪. সমস্ত মসজিদগুলোকে দাওয়াতী তৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত করা।
৫. সমন্বিত খুতবার ব্যবস্থা করা।
৬. দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সঠিক concept পেশ।
৭. নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনগুলোর কর্মীদের target দেয়া।
৮. বিয়ে উপলক্ষে gift হিসেবে তাফহীমুল কুরআন দেয়াকে নিয়মিত target করে নেয়া।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : একটা বিষয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলো, এটা সহ এ বছর গবেষণা স্টাডি বৈঠকের পাঁচটি অধিবেশন হলো। এই পাঁচটি অধিবেশন থেকে আমরা যে output পেয়েছি, তা কিভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট পৌছাতে পারি সে সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ দরকার।

বৈঠকের শেষাংশে আমরা দু'টি বিষয়ে আলোচনা করবো :

১. পাঁচটি অধিবেশনের কার্যবিবরণী কিভাবে সুন্দর করে প্রকাশ করা যায়?
২. আগামি বছর স্টাডি বৈঠকের জন্য কি কি বিষয় নির্ধারণ করা যায়?

মাওলানা রুহুল আমিন : আমার কায়েকটি পরামর্শ হলো :

১. যারা দেশ পরিচালনা করে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী elite class তাদের কে representation দিয়ে তাদের বিভ্রান্তি দূর করতে হবে।
২. উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. জ্ঞান বিজ্ঞান আল্লাহর দান, এই নিয়ামতকে ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করার যোগ্যতা হাসিলের চেষ্টা করতে হবে।
৪. দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে mass media আয়ত্ব করতে হবে।
৫. দীন বিরোধী সকল অপতৎপরতার জবাব ও প্রতিরোধ করার জন্যে বিশিষ্ট আলেমদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।
৬. ইসলামী লেখক শিল্পী সাহিত্যিক তৈরির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
৭. সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষক, ইমাম, ওয়ায়েজগণকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মুবাল্লিগের কাজে লাগাতে হবে।
৮. গ্রামে-গঞ্জে আরো অধিক হারে মক্তব ইবতেদায়ি মাদ্রাসা গড়ে তুলতে হবে।

৯. মহিলাদের জন্যে প্রত্যেক গ্রামে ইবতেদায়ি, দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।
১০. শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. বর্তমান missionary N.G.O. -এর মুকাবিলায় Islami N.G.O. প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরি।
১২. আমাদের দেশের মানুষ বেশির ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে, তাই এদের ক্ষুদ্র ঋণ ও সহযোগিতার জন্য ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি।
১৩. ইসলামী যাকাত বোর্ড, অর্থনৈতিক গ্রুফ, শিল্পপতি ফোরাম, গ্রামীণ সমবায়সহ যত বেশি পারা যায় দ্রুত গড়ে তুলতে হবে।
১৪. বাতিল অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে ইসলামী যুব সংস্কৃতি গ্রুপ তৈরি করতে হবে দেশের আনাছে কানাছে।
১৫. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ডা. নাজমুল হক রবি : মাননীয় মডারেটর জানতে চেয়েছেন অর্থ আসবে কোথা থেকে । এ প্রসঙ্গে বলবো- আমি মনে করি, অর্থ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কখনো সমস্যা ছিলো না । তাছাড়া আমরা যতো চেষ্টাই করি, ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই হলো অর্থ এবং যাবতীয় উপকরণের সংকট এখানে থেকেই যায়। এরপর আমি অন্তরায় দূর করার উপায় সম্পর্কে বলছি :

১. অতীতমুখীতা পরিহার, প্রো-এক্টিভ ও ভবিষ্যতমুখীতা।
২. বাড়াবাড়ি, সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিক্ষীণতা পরিহার।
৩. বস্তুশক্তির আয়োজন ও নিয়ামতের সর্বোচ্চ ব্যবহার।
৪. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সে আলোকে কৌশল, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্ত বায়নের যোগ্যতা।
৫. হিকমত অবলম্বন, তবে অতিরিক্ত আপোষকামীতা পরিহার।
৬. মেধা ও প্রযুক্তির ব্যবহার।
৭. কাজে সৃষ্টিশীলতা।
৮. Non-finance resource গুলোর সর্বাধিক ব্যবহার।
৯. সুন্দর ব্যবহার।
১০. Income generated programme হাতে নেয়া।
১১. সামগ্রিক জনশক্তির দানের মানসিকতা বৃদ্ধি। ভোগ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা।
১২. প্রোগ্রামের ব্যয় কমানো।
১৩. এমন কিছু প্রোগ্রাম হাতে নেয়া যেটাতে সাধারণ জনগণ দান করতে উৎসাহিত হয়।
১৪. যাকাত ভিত্তিক প্রোগ্রাম মডেল সৃষ্টি করা, যেটা দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত।
১৫. বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনের গণভিত্তি গড়ে তোলা।

মাওলানা আবদুর রহমান কারামী : আলোচ্য বিষয়ের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, কুরআনের শিক্ষা সার্বজনীন না থাকা। আর এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে :

১. প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে : অর্থাৎ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কুরআনের জ্ঞানে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা ।
২. সামাজিক উপায়ে: অর্থাৎ দেশের প্রতিটি মসজিদের ইমাম সাহেবদের পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা।

মাওলানা আ.ন.ম. মাঈন উদ্দিন সিরাজী : কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্ত রায় সমূহ দূর করার উপায় সমূহ :

১. কুরআন সুন্নাহর ধারক ওলামা ও পীর মাশায়েখগণের সহীহ চিন্তার বিকাশ সাধনে একটা স্বার্থক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২. খতীবদের মাধ্যমে জুমার খুৎবায় কুরআন সুন্নাহর সঠিক আলোচনার প্রসার করা যেতে পারে।
৩. কুরআন সুন্নাহ বিরোধী প্রচার মাধ্যম যেমন T.V. সেটেলাইট মিডিয়া, প্রিন্টিং মিডিয়ায় কুরআন সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
৪. জেনারেল শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর সিলেবাসে জোর দেয়া।
৫. ওয়াজ মাহফিলগুলোতে বক্তাগণ ভ্রান্ত ধারণার বিপক্ষে সঠিক ধারণা তুলে ধরলে ফলপ্রসূ হবে।
৬. কুরআন সুন্নাহর সঠিক উপস্থাপনের জন্য একনিষ্ঠ ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুসা খান : আমার দৃষ্টিতে উপায় হলো :

১. কুরআন ও হাদিস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সহায়ক সকল ধরণের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. প্রত্যেক শিশুকে প্রাথমিক জ্ঞানের সময়ে প্রচলিত নিয়মের সাথে অর্থসহ কুরআন ও হাদিস অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে/গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্কুল সমূহের প্রত্যেক শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টিকে ধারাবাহিক শিক্ষা চালু করা।
৪. তফসীর মাহফিলে প্রখ্যাত মুফাস্সিরগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে মৌলিক কুরআন/সুন্নাহ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা।
৫. সম্ভব হলে জেলা/থানাভিত্তিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা।
৬. সম্ভব হলে সকল কিশোর/কিশোরীদের ইসলামের মৌলিক জ্ঞান (যা প্রাত্যহিক জীবনের সম্পৃক্ত সকল জ্ঞান) ন্যূনতম বা বিনা মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৭. মসজিদের ইমামদের ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রচারে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো চালু করতে হলে প্রখ্যাত জ্ঞানী আলেমদের একত্রিত করে শরিয়াহ কমিটি তৈরি করে সকল স্তরের সমন্বিত সঠিক জ্ঞান সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৮. সম্ভব হলে সকল শিশুকে মক্তবে/ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

জনাব মো: হাবিবুর রহমান : এ প্রসঙ্গে আমার মত হলো :

১. মাধ্যমিক স্কুলভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া।
   ক. প্রশ্নোত্তর আকারে বই প্রকাশ করা।
   খ. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা।
   গ. অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে আগ্রহী করে তোলা।
২. ইসলাম ভিত্তিক আকর্ষণীয় শিশু সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।
৩. বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন তথা পরিবেশবাদী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, সবুজ বিপ্লব আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠনে ইসলামী আন্দোলনের লোকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করে প্রভাব সৃষ্টি করা।
৪. বিভিন্ন ইসলামী দিবস সামনে রেখে মসজিদভিত্তিক রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫. ইউনিয়নভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক : এ প্রসঙ্গে আমার পরামর্শ হলো :

১. দীন শিক্ষাদানের যোগ্য লোক তৈরি করা, যার কথা ও কাজে নির্ভর করা যায়। যার উপর মানুষ আস্থা রাখবে।
২. প্রত্যেকের সন্তানদের মধ্যে best of the best-দের দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
৩. নিম্নমানের ছাত্রগণ দীনি শিক্ষা গ্রহণ করে, এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা।
৪. যে সব দরিদ্র মেধাবী ছাত্র দীনি জ্ঞান লাভ করে তাদের পরিবারকে নুন্যতম আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
৫. Best of the best দেরকে sponsor to abroad করা।

ড. মুহাম্মদ নজিবুর রহমান : অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো দূর করার উপায় :

১. অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও ভ্রান্ত জ্ঞান দূর করার জন্য যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করে সঠিক দীনের জ্ঞান দানের জন্যে ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করা। এজন্যে-

   ক. শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ব্যবস্থা করা।
   খ. কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
   গ. পেশা ভিত্তিক সকল পর্যায়ের জনশক্তির জন্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করা।
২. সকল সেক্টরে ইসলামী বিধিবিধান বাস্তব ও কার্যকরী করার জন্যে পর্যাপ্ত গবেষণাগার স্থাপন।
৩. অন্যায়, দুর্নীতি, ঘুষ ও সুদের প্রতি ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা ও তা পরিহার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. জবাবদিহিতা ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের পরিবেশ সক্রিয় রাখা।

৫. মসজিদের ইমাম ও ওয়ায়েজীনদের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে কুফরী, শেরকী, মুনাফেকী ও বিদ'আতী কার্যক্রমের পরিচয় তুলে ধরা ও জনগণের মাঝে সঠিক ইসলাম ও ইবাদতের পরিচয় দেয়া ও কার্যকরি করা।

বহিরান্তরায় দূর করার উপায়:

১. নিকটবর্তী সম্ভাব্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার জন্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।
২. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে অইসলামী বিষয়াবলী পরিহার ও ইসলামী বিষয়াবলী কার্যকর করার জন্যে পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর করা।
৩. অইসলামী সংস্কৃতি, পুঁজিবাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদী কালচারসর্বস্ব বিশ্বায়নের ক্ষতিকর বিষয়ের প্রতি জনগণকে সচেতন করে তোলা।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আজকে অন্তরায় দূর করার উপায়ের উপর সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট আলোচনা হলো, বাকি রইলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। এ বছর স্টাডি বৈঠকের পাঁচটি অধিবেশন শেষ হলো। এগুলোর রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে এবার আপনাদের পরামর্শ চাই।

জনাব নুরুল ইসলাম ২: আমার মনে হয় গত পাঁচটি অধিবেশনের যেসব findings এসেছে তা edit করে বই আকারে খুব তাড়াতাড়ি বের করা দরকার।

জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১: প্রকাশের জন্যে কতো খরচ হতে পারে, বাজেট করে আমরা তা কালেকশনের উদ্যোগ নিতে পারি।

ডা. নাজমুল হক রবি : এ প্রোগ্রামটা সংস্কারের সুদূর প্রসারী একটা পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করা হয়েছে। সংস্কার প্রক্রিয়া খুব ধীরে অগ্রসর হয়। আমরা এখানে openly অনেক কথা বলেছি, তাই কতোটা আমরা প্রকাশ করবো আর কতোটা করবোনা -এ বিষয়টা থেকে যাচ্ছে। তবে, সাধারণ লোকের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ বুকলেট আকারে বের করা উচিত।

ডা. মো. মতিয়ার রহমান: আমরা গত বৈঠক গুলোতে অনেক internal কথা আলোচনা করেছি, পারস্পারিক contadictory বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলো ছেপে জনগণের সামনে দেয়া ঠিক হবে কি-না?

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : এ বছর যে পাঁচটি অধিবেশন হয়েছে তা মূলত কুরআন হাদিসকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। আমরা যে আলোচনা করেছি তা সাধারণ জনগণের বিষয় নয়। আমি সাধারণ লোকের হাতে পৌছানোর কথা বলি নাই, বরং আমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী-গুণি, দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করেন, চিন্তা-গবেষণা করেন, তাদের কাছে এটা পৌছানোর কথা বলছি। এটা দায়িত্বশীল ও দায়ীদের কাছে যাওয়া দরকার।

আর এটা অবশ্যই edit হবে। মতভেদ কিছু আমাদের আছে, মতভেদ থাকতে পারে, এটা না জায়েয নয়। তবে আমরা কতোটুকু প্রকাশ করবো তা ভিন্ন বিষয়।

তাছাড়া এটা বাজারে বিক্রির বই হবে না । এটা হবে ডকুমেন্টারী , সংরক্ষণের জন্যে। এর জন্যে কিছু ডোনেশন দরকার। ডোনেট করার মতো লোক আমাদের মাঝে আছে। প্রতিষ্ঠানের সাধ্য থাকলে প্রতিষ্ঠানই করতো। এ ক্ষেত্রে কিছু ডোনেশন পেলে বাদবাকি প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এটা যাদের হাতে পৌঁছানো দরকার শুধুমাত্র তাদের হাতেই পৌঁছানো হবে। এটা বেশি বড় বই হবে না, তাই কিছু বেশি করে ছাপালে ভালো হয়।

ডা. নাজমুল হক রবি: আমি সম্মানিত মডারেটরের বক্তব্য সমর্থন করছি। আর যেহেতু একাডেমীর নামে প্রকাশ হবে, তাই এমনভাবে edit করতে হবে যেন একাডেমী বিতর্কিত না হয়। আমাদের সংস্কার কাজের যে সুদূর প্রসারী টার্গেটি, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: এটাকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

এক. সাধারণ জনগণের জন্যে মূল বক্তব্যগুলো যাওয়া উচিত। সেটা edit করে প্রকাশ করা যেতে পারে।

দুই. গবেষকদের নিকটতো পৌঁছানো দরকার। তাদের হাতে এ জিনিস গুলো দিলে তাদের চিন্তার বিরাট খোরাক হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : এ বছর আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো সাধারণ জনগণের জন্যে নয়, তাই এগুলো আমরা জনগণের নিকট দিতে চাই না। বরং যারা জনগণকে দাওয়াত দেন, জনগণকে motivate করার কাজ করেন, তাদের নিকট পৌঁছানোই যথেষ্ট। তাদের মাধ্যমেই যেটা জনগণের জানা দরকার, সেটা জনগণ জানবে। তাহলে আমরা এ প্রস্তাবে একমত হলাম যে, এগুলো সম্পাদিত করে বই আকারে বের করা দরকার।

জনাব মকবুল আহমদ: এটা হবে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। মার্কেটিং এর উপযোগী নয়। এজন্যে edit এর দায়িত্ব সবাইকে দিলে হবে না। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশ হবে, দায়-দায়িত্ব পড়বে প্রতিষ্ঠানের এবং মুভমেন্টের। তাই এটাকে গ্রহণযোগ্য করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরবর্তী বৈঠকের তারিখ: জানুয়ারি ২৩, ২০০৬ তারিখে আগামি বছরের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ্।

আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটর : আমাদের প্রোগ্রাম শেষ পর্যায়ে । এখন সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব মকবুল আহমদ।

সভাপতির বক্তব্য: আলহামদুলিল্লাহ, এ বৈঠকগুলোতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার রেজাল্ট বাস্তবায়নের পরামর্শ এসেছে। কিভাবে এটাকে প্রকাশ করে অন্যান্য গবেষকদের নিকট পৌঁছানো যায় তাও আলোচনা করা হয়েছে। এ বৈঠকের আয়োজন করে একাডেমী একটি মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে। এর আউটপুট প্রকাশ করারও উদ্যোগ নিয়েছে । এ কাজে আমাদের সহযোগিতা করা দরকার।

সাথে সাথে আমরা যারা এ বৈঠকের সদস্য তাদের চিন্তা করা উচিত , এ পয়েন্টগুলোর মধ্যে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে কোন্টা কোন্টা আমল করতে পারি। আমি ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, শিক্ষক অথবা অন্য কোনো সার্কেলে কাজ করি, সেখানে আমি এর কতোটুকু বাস্তবায়ন করতে পারি ? এ পয়েন্টগুলো যদি নিজ নিজ পরিমন্ডলে বাস্তবায়ন করতে পারি তবেই এ উদ্যোগ সফল হবে।

দ্বিতীয়ত, মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি রিসার্চ অর্গানাইজেশন। এখান থেকে যতোটুকু সম্ভব বাস্তবায়ন করবে। বাদবাকি কাজের জন্য এখানকার কমিটি যদি লিখিত আকারে বৃহত্তর সংগঠনকে অবগতি করেন, তবে তা আন্দোলনের জন্য উপকার হবে। কারণ এখানকার এই উপস্থিতিদের নিয়ে গবেষণামূলক প্রোগ্রাম আন্দোলন করতে পারছেনা। তাই এই প্রোগ্রামের রেজাল্ট যদি সংগঠন বাস্তবায়ন করতে পারে তবে আন্দোলনের জন্যে বেশ উপকার হবে ।

আরেকটা বিষয় হলো, আমরা অনেক কিছুই করা দরকার বলে মনে করি। তবে সাধ্যের মধ্যে থেকে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখান থেকে ক্যাটাগরাইজ করে যেটা যেটা আগে ও সাধ্যের মধ্যে আছে, সেগুলো প্রস্তাব আকারে সংগঠনকে জানানো দরকার । এভাবে বৃহত্তর সংগঠনকে জানালে আমি আশা করি ভালো একটা রেজাল্ট আসবে ইনশাল্লাহ।

আপনারা ব্যস্ততার মাঝেও উপস্থিত হয়ে সময় দিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন এজন্য সবাইকে মোবারকবাদ। আল্লাহর নিকট এই দোয়া করে শেষ করছি, তিনি যেনো এই আলোচনা থেকে আমাদের টার্গেটে পৌছার, সমাজ পরিবর্তন করার ও বৃহত্তর সংগঠন যেনো উপকৃত হয় সে তৌফিক দান করুন । অ-মা-তাওফিকি- ইল্লা-বিল্লাহ্। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ্।

৬

ইখতিলাফী বিষয়ে কোন্ মত এবং কী নীতি গ্রহণ করা উচিত?

গবেষণা স্টাডি বৈঠক

জানুয়ারি ২৩, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ২৩, ২০০৬ তারিখ সোমবার বিকেল ৫ টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইন্সটিটিউটের চেয়াম্যান জনাব মকবুল আহমদ। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ২২ জন অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার দিকনির্দেশনা :

১. কি কি ধরণের বিষয়ে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) সৃষ্টি হয়?
২. ইখতিলাফী বিষয়ে মত প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরণের আকলি বা নকলি দলিল প্রয়োজন?
৩. ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো মত গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত ?
৪. ইখতিলাফী বিষয়ে মত ও পথ পরিবর্তন করা জায়েয কি? জায়েয হলে কেন? এবং না হলেই বা কেন?
৫. ইখতিলাফী বিষয়ের শরয়ী মর্যাদা কি? ইখতিলাফী বিষয়ে ইখতিলাফের সীমানা কতটুকু?

অধিবেশনের রিপোর্ট :

১. সভাপতির বক্তব্য: সম্মানিত মডারেটর, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ। আমরা এ প্রোগ্রামটা শুরু করেছি এবং আল্লাহর মেহেরবানী বেশ সাড়াও পেয়েছি। এ ধরণের প্রোগ্রাম Continue করা খুব সহজ নয়। কারণ পার্টিসিপেন্টগণের সময়ের সীমাবদ্ধতা।

মডারেটর ও কানেকটেড লোকদের বলবো তাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার যেনো বৈঠকগুলোতে আমাদের নির্ধারিত পার্টিসিপেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়। আমাদের এ গবেষণা স্টাডি বৈঠক থেকে সমগ্র উম্মাহ্ যেনো উপকৃত হয়, আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন।

২. **আবদুস শহীদ নাসিম- মডারেটরের বক্তব্য :** সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত পার্টিসিপেন্ট ভাইয়েরা, একাডেমীর উদ্যোগে গত বছর থেকে গবেষণা স্টাডি বৈঠক শুরু করা হয়েছে। গত বছর (২০০৫) এ বৈঠকের পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি অধিবেশনের ফাইন্ডিংস আমরা তৈরি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ এ বছরের প্রথম অধিবেশন।

গত বছরের ফাইন্ডিংসগুলো সম্পাদনা করে বই আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেটা প্রক্রিয়াধীন আছে। এ বছরও ইনশাল্লাহ যতোগুলো সম্ভব অধিবেশন করা হবে। এ বছর সবগুলো অধিবেশন ভিডিও করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং এগুলো সিডি করে সকলকে দেয়া হবে, যেনো সবাই বাসায় বসে দেখতে পারেন এবং অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। এতে করে গবেষণাধর্মী তাহকিকী আলোচনা কিভাবে হয় তা সবাই জানতে পারবে এবং একাজে আগ্রহী হবে।

৩. নির্দেশিকা ভিত্তিক আলোচনা :

এক : কি কি ধরণের বিষয়ে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) সৃষ্টি হয়?

ফাইন্ডিংস - ১ :

১. শব্দের অর্থ নিরুপণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়। একাধিক অর্থবহ শব্দের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

২. বক্তব্যের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়।

৩. হুকুম আম না খাস্ তা নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়।

৪. দলিল পাওয়া না পাওয়ার কারণে মতপার্থক্য হয়।

৫. একই বিষয়ে রসূল সা. থেকে একাধিক নিয়মের পক্ষে সহীহ হাদিস বর্তমান থাকায় মতপার্থক্য হয়।

৬. হাদিস জানা থাকা না থাকার কারণে মতপার্থক্য হয়।

৭. আয়াত বা হাদিস থেকে হুকুম বের করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়।

৮. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়।

৯. পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে পারা না পারার কারণে মতপার্থক্য হয়।

১০. যেসব বিষয়ে একাধিক বা পরস্পর বিরোধী নস্ পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতার অভাবে মতভেদ সৃষ্টি হয়।

১১. প্রয়োগ বা পদ্ধতিগত বিষয়ে মতপার্থক্য হয়।

১২. পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত পরিবর্তনের ফলে মতপার্থক্য হয়।

১৩. কুরআন হাদিসের সামগ্রিক জ্ঞান থাকা না থাকার কারণে মতপার্থক্য হয়।

১৪. মৌলিক ও প্রাসংগিক বিষয় সমূহের পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থতার কারণে মতপার্থক্য হয়।

১৫. বুঝের পার্থক্যের কারণে মতপার্থক্য হয়।

১৬. ভুলে যাওয়া ও না যাওয়ার কারণে মতপার্থক্য হয়।
১৭. হুকুমের গুরুত্ব অনুধাবনের তারতম্যের কারণে মতপার্থক্য হয়।
১৮. যুগের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে উদ্ভুত সমস্যাসমূহের সমধানে মতপার্থক্য হয়।
১৯. তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণের কারণে মতপার্থক্য হয়।
২০. নিজের মযহাব এবং নিজের বুজুর্গকে সহীহ এবং অন্যের মযহাব এবং অন্যের বুজুর্গকে গায়রে সহীহ মনে করার কারণে মতপার্থক্য হয়।

দুই : ইখতিলাফী বিষয়ে মত প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরণের আকলি বা নকলি দলিল প্রয়োজন?

ফাইন্ডিংস - ২ :

১. যেকোনো বিষয়ে মত প্রদানের জন্যে প্রথমে কুরআন থেকে দলিল খুঁজতে হবে। কুরআনে পাওয়া না গেলে সুন্নাহ থেকে দলিল খুঁজতে হবে। সুন্নাহ্ -এ পাওয়া না গেলে সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে দলিল খুঁজতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের আছার থেকে দলিল পাওয়া না গেলে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত অনুসন্ধান করতে হবে। তবে কোথাও কোনো দলিল পাওয়া না গেলে ইলম ও আকল প্রয়োগের ভিত্তিতে ইজতেহাদ করতে হবে। কুরআন সুন্নাহ্র দৃষ্টিভঙ্গির খেলাফ না হলে এ ইজতেহাদকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।
২. প্রথমে নকলি দলিল প্রয়োগ করতে হবে। নকলি দলিল পাওয়া না গেলে আকলি দলিল প্রয়োগ করতে হবে।
৩. যেসব ক্ষেত্রে একাধিক মত গ্রহণের অবকাশ আছে সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই তার মতের উপর আমল করার অধিকার আছে।
৪. আকলি দলিল অবশ্যই কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক হতে হবে।
৫. আকলি দলিলের উপর নকলি দলিলকে গুরুত্ব দিতে হবে।
৬. সহীহ হাদিসকে গায়রে সহীহ হাদিসের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

তিন : ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো মত গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত ?

ফাইন্ডিংস - ৩ :

ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো মত গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হওয়া উচিত:

১. নস্-এর বিপরীত মত বর্জন করতে হবে। প্রামাণ্য মত গ্রহণ করতে হবে।
২. নকলি দলিল এবং আকলের মধ্যে সংঘর্ষ হলে দালিলিক মতকেই গ্রহণ করতে হবে।
৩. কোনো মত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দলিল থাকার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৪. ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: আমার মতের বিপরীত রাসূলের কোনো হাদিস পাওয়া গেলে আমার মতকে দেয়ালের বাইরে নিক্ষেপ করো।
৫. যেসব ব্যাখ্যা ও মত কুরআন সুন্নাহর অধিকতর নিকটে তা গ্রহণ করতে হবে।

৬. যেসব ক্ষেত্রে একাধিক মত আছে এবং একাধিক মতের পক্ষেই সহীহ হাদিস রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে অন্যদের অনুসৃত মতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। নিজের মতের পক্ষে বাড়াবাড়ি করা যাবেনা।

৭. ইখতিলাফী বিষয়ে এমন কোনো মত বা পথ গ্রহণ না করা যাতে উম্মতের মধ্যে ফিতনা বা অনৈক্য সৃষ্টি হতে পারে।

চার : ইখতিলাফী বিষয়ে মত ও পথ পরিবর্তন করা জায়েয কি? জায়েয হলে কেন? এবং না হলেই বা কেন?

ফাইন্ডিংস - ৪ :

১. ইখতিলাফী বিষয়ে মত ও মযহাব পরিবর্তন করা জায়েয।

২. অধিকতর সহীহ মত গ্রহণের জন্যে নিজের মত ও মযহাব পরিবর্তন করা জরুরি।

৩. সহীহ হাদিস পাওয়া গেলে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত জয়ীফ হাদিস বা ইজতেহাদী মত পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।

৪. মযহাব কোনো দলিল নয়, অধিকতর মজবুত ও সহজ মত পাওয়া গেলে নিজ মত বাদ দিয়ে অন্য মত গ্রহণ করা যাবে।

৫. দু'টি সহীহ মতের/ মযহাবের অধিকতর সহজটি গ্রহণ করার জন্যে অধিকতর কঠিনটি বর্জন করা জায়েয।

রসূল সা. বলেছেন : দীন সহজ।

আয়েশা রা. আরো বলেছেন : রসূল সা. কে কখনো দুইটি জিনিসের একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হলে তিনি অবশ্যই অধিকতর সহজটাকে গ্রহণ করতেন।

পাঁচ : ইখতিলাফী বিষয়ের শরয়ী মর্যাদা কি? ইখতিলাফী বিষয়ে ইখতিলাফের সীমানা কতটুকু?

ফাইন্ডিংস - ৫ :

১. ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো একটি মতের উপর যদি ইজমা হয় তবে সেটি মেনে নেয়া আবশ্যক।

২. ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো একটি মত মানা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মতো আবশ্যকীয় নয়।

৩. ইখতিলাফী বিষয়গুলো মৌলিক নয়। প্রাসংগিক বা শাখা প্রশাখা। সুতরাং সেগুলো মৌলিক বিষয় সমূহের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৪. ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো দেশে একটি মতের উপর ইজমা হলে অন্য দেশে অন্য মতের উপর ইজমা হতে পারে।

৫. ইখতিলাফী বিষয়ে দলাদলি করা, গ্রুপ সৃষ্টি করা এবং ফতোয়াবাজী ও ঝগড়া বিবাদ করা কুরআনের ভাষ্যমতে নিষিদ্ধ।

৬. ইখতিলাফী বিষয়ে অপরের মতকে বাতিল বলা যাবে না, অথবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যাবে না।

ইখতিলাফ প্রসংগে কয়েকটি মৌলিক ফাইন্ডিংস:

১. মৌলিক বিষয়ে ইখতিলাফ নেই।
২. আকীদার বিষয়ে ইখতিলাফ নেই।
৩. ইখতিলাফ হয়েছে প্রাসংগিক বিষয়ে।
৪. যেসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নস্ আছে সেগুলোতে মতভেদ নেই।
৫. যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নস্ নেই কেবল সেগুলোতেই মতভেদ হয়েছে।
৬. ইখতিলাফ থাকবেই। ইখতিলাফ নিয়েই চলতে হবে।
৭. ইখতিলাফ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ ও তা দূর করার উপায়

গবেষণা স্টাডি বৈঠক
মার্চ ১৩, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত

মার্চ ১৩, ২০০৬ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর নির্বাহী কমিটি সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আবদুল কাদের মোল্লা। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার দিক নির্দেশনা :

১. বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে কী কী বিষয়ে মৌলিক মতভেদ রয়েছে?
২. মতভেদের কারণ কী কী?
৩. মতভেদের কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের কী কী ক্ষতি হচ্ছে?
৪. আলেমদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের ভিত্তি কী কী হতে পারে?
৫. মতভেদ দূর করার জন্যে কি কি করা যেতে পারে?

১. নির্দেশিকা ভিত্তিক আলোচনা

এক. বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে কী কী বিষয়ে মৌলিক মতভেদ রয়েছে?

ফাইন্ডিংস- ১ :
বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে মৌলিক মতভেদ রয়েছে?

১. সত্যের মাপকাঠি রসূল না সাহাবায়ে কেরাম?
২. অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি যাবে না?
৩. আল্লাহর হাত, মুখমন্ডল ও কুরসি আক্ষরিক অর্থে নাকি প্রতিকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
৪. কুরআন না বুঝে পড়লে সওয়াব হবে কি-না?

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জনের সঠিক পথ কোন্‌টি?
৬. গণতন্ত্র জায়েয কি-না?
৭. ভোট দেয়া জায়েয কি-না?
৮. নারীরা মসজিদের জামাতে শরীক হবে কি-না?
৯. ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি কী?
১০. তাকলীদ জায়েয কি-না ?
১১. ইজতেহাদের দরজা খোলা কি-না ?
১২. নারীর মুখ মন্ডল খোলা রাখা যাবে কি-না?
১৩. মহিলাদের চাকুরি করা জায়েয কি-না?
১৪. জীবিত বা মৃত মানুষকে ওসিলা করে দোয়া করা যাবে কি-না?
১৫. পীর বা শায়েখের ধ্যান করা জায়েয কি-না?
১৬. ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা কি-না?
১৭. অইসলামী রাষ্ট্রে উলিল আমর কে?
১৮. বায়াত কার কাছে করতে হবে?
১৯. রসূল জীবিত না মৃত?
২০. রসূল কিসের তৈরি?
২১. অলি-আল্লাহদের কারামত সত্য কি-না?
২২. তাসাউফ জায়েজ কি-না?
২৩. মসজিদে রাজনীতি জায়েজ কি-না?

দুই : এসব মতভেদের কারণ কী কী ?

ফাইন্ডিংস- ২

বাংলাদেশের আলেমদের মাঝে যেসব কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হলো :

১. কুরআন সুন্নাহর মূল উৎস থেকে জ্ঞানার্জন না করা।
২. অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।
৩. সীমিত জ্ঞান।
৪. ভ্রান্ত জ্ঞান।
৫. অন্ধ অনুকরণ।
৬. নিজের জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ ও চুড়ান্ত মনে করা।
৭. কট্টর পন্থা।
৮. অতি উদারতা।
৯. যুক্তি ও দলিল প্রমাণের তোয়াক্কা না করা।
১০. নিজের উস্তাদ, পীর, বুজুর্গ, আকাবের, ইমাম ও মযহাবকে একমাত্র সঠিক এবং অন্যদের ভ্রান্ত মনে করা।

১১. ইজতেহাদ ও গবেষণা না থাকা।
১২. ফেকাহ্ ও মাসলা মাসায়েলের কিতাবের উপর নির্ভরশীল হওয়া।
১৩. নিজের যুগ সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতার অভাব।
১৪. দ্বিমুখী শিক্ষানীতি।
১৫. দ্বিমুখী মাদরাসা শিক্ষা।
১৬. মাদরাসা শিক্ষার নিম্নমাণ।
১৭. দারিদ্র ও স্বার্থপরতা।
১৮. আলেমদের দায়িত্ব ও নেতৃত্বহীনতা।
১৯. মতভেদের ক্ষতি সম্পর্কে অসচেতনতা।
২০. আরবি ভাষা না জানা।
২১. গোড়াঁমি।
২২. কায়েমী স্বার্থ।
২৩. এলেম এবং ইত্তেবার মধ্যে অসামঞ্জস্য।
২৪. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুগ সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থতা।
২৫. দীনকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করা।
২৬. ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত।
২৭. মাদরাসা থেকে পাশ করার পর আর ইলম চর্চা না করা।
২৮. ফতোয়ার অপপ্রয়োগ।
২৯. ফেরকাবাজি।
৩০. প্রতিটি ফেরকা কর্তৃক নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পক্ষ মনে করা।
৩১. জ্ঞানধারী ও অজ্ঞ পক্ষের মধ্যে বিবাদ।
৩২. ইসলামী আন্দোলনে শরীক না থাকা।
৩৩. ক্ষুদ্র স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দেয়া।
৩৪. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা।
৩৫. সমালোচনা কাতর।
৩৬. পরমত সহিষ্ণুতার অভাব।
৩৭. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা না করা।
৩৮. কুরআন-সুন্নাহকে হেদায়েতের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ না করা।
৩৯. দীন ও শরিয়ার মূল উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা।
৪০. ইসলামের শত্রুদের জালে ফেঁসে যাওয়া।
৪১. তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণ না পাওয়া।
৪২. ইতিহাস জ্ঞানের অভাব।
৪৩. পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাব।
৪৪. এখলাসের অভাব।

৪৫. সরকারের পক্ষ থেকে আলেমদের ব্যাপারে উদাসিনতা।
৪৬. আল্লাহ ভীতির অভাব।
৪৭. জবাবদীহিতার ব্যবস্থা না থাকা।

তিন. মতভেদের কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের কী কী ক্ষতি হচ্ছে ?

ফাইন্ডিংস - ৩

মতভেদের কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের যেসব ক্ষতি হচ্ছে তা হলো :

১. ইসলামই শান্তি ও মুক্তির শাশ্বত বিধান একথা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেনা।
২. ইসলাম এবং মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ছে।
৩. মুসলমাদের উপরে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিজয়ী হচ্ছে আর মুসলমানরা মার খাচ্ছে।
৪. ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।
৫. ইমলামের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মাচ্ছে।
৬. আমলের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।
৭. কাদা ছোঁড়াছুড়ির কারণে সাধারণ জনগণ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
৮. মতভেদ থেকে হয় বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা থেকে হয় পতন।
৯. মানব কল্যাণ করা যাচ্ছেনা।

চার. আলেমদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের ভিত্তি কী কী হতে পারে ?

পাঁচ. মতভেদ দূর করার জন্যে কী কী করা যেতে পারে?

ফাইন্ডিংস - ৪ ও ৫

আলেমদের মাঝে মতভেদ দূর করা এবং ঐক্য স্থাপনে যেসব বিষয় ভিত্তি হতে পারে সেসব হলো :

১. মতভেদের কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
২. যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য নেই সেগুলো বৃদ্ধি করা।
৩. ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হওয়া।
৪. রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৫. শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা।
৬. শিরক, বিদ'আত ও রাজনৈতিক বিদআত দূর করার জন্যে ব্যাপক প্রচার।
৭. তাওহীদ রেসালাত ও আখিরাতের সঠিক ধারণা প্রদানের জন্যে সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও অন্যান্য কর্মসূচি হাতে নেয়া।
৮. মতভেদের কারণে জাতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা জাতির সামনে তুলে ধরা।
৯. ইখতেলাফকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় করা।
১০. মানুষকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে কাছে টানার মানসিকতা।

১১. আলেমদের এমন একটি সংগঠন করা দরকার যেখানে সকল শ্রেণীর আলেম থাকবেন এবং তারা মতপার্থক্যের কারণ চিহ্নিত করে ক্ষতির ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন।

১২. মসজিদ ও মাদরাসা কমিটির নীতিমালা করা, যাতে করে কমিটির নিকট ইমাম ও আলেমগনের দায়বদ্ধ থাকতে না হয়।

১৩. এমন প্রতিষ্ঠান করা যেখানে বিভিন্ন মতের আলেমগণ যেকোনো সময় আসতে পারেন, থাকতে পারেন এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্যে নিয়মিত প্রোগ্রাম করতে পারেন।

১৪. মসজিদের খুৎবা ও ওয়াজ নসিহতের গাইড হতে পারে এমন বুলেটিন প্রকাশ করা।

১৫. একটা Think Tank গঠন করা।

১৬. প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন করা।

১৭. বিভ্রান্তিগুলো চিন্হিত করা।

১৮. প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার দক্ষতা অর্জন করা।

১৯. অন্যদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

২০. মাদরাসা সিলেবাস পরিবর্তন করা।

২১. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ করা।

২২. উলুল আলবাব ধরণের লোকদের দিয়ে কেন্দ্রীয় একটি কমিটি গঠন করা।

২৩. সাধারণ মানুষের নিকট কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান ও নির্ভুল তত্ত্বগুলো উপস্থাপন করা।

২৪. চ্যালেঞ্জগুলো চিনহিত করে তার উপর মতবিনিময় করা।

৮

ইসলাম কায়েমের পদ্ধতি

গবেষণা স্টাডি বৈঠক
মে ০৮, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত

০৮ মে, ২০০৬ তারিখ সোমবার বিকেল ৫.৩০টায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর নির্বাহী কমিটি সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আবদুল কাদের মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামীক ইনস্টিটিউটের চেয়াম্যান জনাব মকবুল আহমদ। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। বৈঠকে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষক, আলেম, কলামিস্টসহ ২৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রথমেই মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম নির্ধারিত বিষয়ের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধ

ইসলাম মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রয়োজন - আগামি দিনের অনিবার্য বাস্তবতা। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী সভ্যতার একমাত্র এবং টেকসই বিকল্প ইসলাম। ভবিষ্যত পৃথিবীতে যে মেরুকরণ হবে তা হবে ইসলাম কেন্দ্রিক - ইসলামের পক্ষে বিপক্ষে। ইসলামের সর্বাত্মক বিজয়ের মধ্যদিয়ে এর সফল পরিণতি ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

এক. ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্টিত করার কাজ কোন্ পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ?

ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ সব ফরজের বড় ফরজ। কুরআনে এরই নাম জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। মানুষকে মানুষের আইন ও দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্ব করার সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজটি ইসলামের সবচাইতে বড় ফরজ। পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকতে হবে। নবীগণ এ জন্যই দুনিয়ায় এসেছেন। (সূরা আল হাদীদ : ২৫)

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার চেষ্ট করা ইবাদত। এ কাজ ঈমানের অনিবার্য দাবী।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ কাজ ফরজে আইন। এ কাজের শরয়ী গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কাজে সফলতা আসার পরই যাকাত ফরজ হয়েছে। দীন কায়েমের আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ সুদ হারাম করেননি।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম না থাকলে খারাপী থেকে বাঁচা যায়না। নবী - রসুলগণের অনুসৃত আদর্শ অনুযায়ী বর্তমান সময়ে এ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে মানুষ ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

দুনিয়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

দুই. দীন কায়েমের কাজকে শুরু থেকে শেষ চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কয়টি স্তরে ভাগ করা যায়?

মহানবী সা. দীন কায়েমের আন্দোলনের স্থপতি। তিনি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব সাধন করেছেন। ইসলামী বিপ্লবের তিনি সর্বকালের নেতা। সকল যুগের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের তাঁরই অনুসরণ করতে হবে।

দীন কায়েমের কাজকে শুরু থেকে চুড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ৪টি স্তরে ভাগ করা যায়। স্ত রগুলো হলো :

১. মানসিক বিপ্লব বা চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :
   ক. দৃষ্টিভংগী / মনোভংগী পরিবর্তন।
   খ. জেহেনী পরিবর্তন।
   গ. চিন্তার পরিশুদ্ধি।

২. চরিত্র বিপ্লব
   ক. জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। চরিত্রে আমূল পরিবর্তন।
   খ. যে কোনো প্রকারের পাপ ও অন্যায়ের জন্যে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।
   গ. সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে।

৩. সমাজ বিপ্লব
   ক. জনগণের চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের এক স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজ বিপ্লব সাধিত হবে।
   খ. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য হবে।

৪. রাষ্ট্র বিপ্লব
   ক. জনগণের স্বাভাবিক আকাংখার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব হবে।
   খ. এ চারটি স্তর ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। জনগণের মানসিক ও নৈতিক দাবীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলাম সমাজ

ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মহানবী সা. এভাবেই ইসলামী বিপ্লবকে সাফল্য মন্ডিত করে ইসলামের প্রসাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

তিন : দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা কখন, কোন্ স্তরে এবং কি পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে ?

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেছেন, 'দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি ধারাবাহিক প্রবাহমান প্রক্রিয়া। এ আন্দোলন মানুষকে এক অত্যুচ্চ শিখরে আরোহন করাতে আগ্রহী। পথের দৈর্ঘকে সে অস্বীকার করেনা। অস্বাভাবিকভাবে এ আন্দোলন তার গমনের দ্রুততা বাড়াতে চায়না। এ আন্দোলনের পথ দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এ আন্দোলনকে পৌঁছতে হয় সফলতার মনজিলে। তারপরও পথ চলার বিরাম নেই, শেষ হয়না কাজ। একজন মানুষের আয়ুষ্কালেও এ দৈর্ঘের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। দীন কায়েমের আন্দোলন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী। তাই এ আন্দোলনের পথ সরল নয়, নয় ফুল বিছানো। এ পথ পরিক্রমনের জন্যে দরকার ধৈর্যের। সে ধৈর্য এক দৌড়ে অর্জন করা যায় না।

দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা তৃতীয় স্তরে পৌঁছার পর জনগণের চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের এক স্বাভাবিক পরিণতিতে রাষ্ট্র বিপ্লবে সক্ষম হবেন। জনগণের স্বাভাবিক দাবি হবে ইসলামী সরকার চাই। আর এ জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি/গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এর বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে ভোট। দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ শাসনের জন্যে নেতা নির্বাচন করবে, এটিই ইসলামী নীতি। মহানবী সা. রসূল হওয়া সত্ত্বেও জনগণের উপর শাসক হিসেবে জোরপূর্বক চেপে বসেননি। মদিনার জনগণের মত ও আহবানের ভিত্তিতেই তিনি শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তাই ষড়যন্ত্র, বাড়াবাড়ি, জঙ্গীবাদ, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ইসলামে পরিত্যাজ্য। সন্ত্রাস, চরমপন্থা ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে ইসলাম অতীতে বিজয়ী হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা।

ইসলাম কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে বর্তমানে বিভিন্ন মহল থেকে বাইয়াত, গণতন্ত্র, গণবিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লব ইত্যাদি পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে। এ পদ্ধতিগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ :

১. বাইয়াত

- বাইয়াত আল্লাহর নিকটই হতে হয়। (সূরা আত তাওবা : ১১১)
- দীনের জন্যে জান কুরবানের শপথ আল্লাহর নিকট বাইয়াত বলেই গণ্য। (সূরা আল ফাতহ : ১০)
- কেউ বাইয়াত দাবী করবেনা।

ইসলামে পরামর্শ বা মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হবেন, বংশগত বা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। সত্যিকার নেতা তো সে, যাকে জনগণ নিজেদের

স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। জনগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বাইয়াত করবে। হযরত আবু বকর রা. প্রস্তাব সমর্থনের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত উমর রা. পূর্ববর্তী খলিফার প্রস্তাব এবং জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত উসমান রা. জনমতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত আলী রা. কেও জনগণই ক্ষমতায় বসায়। কোনো খলিফাই বাইয়াত দাবী করেননি। স্বত:স্ফুর্তভাবে জনগণ বাইয়াত হয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলিফার হাতেই জনগণের সাধারণ বাইয়া অনুষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্র

এখানে গণতন্ত্র মানে নির্বাচনী গণতন্ত্র। স্বাধীন ও সার্বভৌম আইন তৈরির গণতন্ত্র নয়। আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বে জনমতের ভিত্তিতে নেতা বা শাসক নির্বাচনের মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। এটি ইসলামের শিক্ষারই ফল। কুরআনের সূরা আল ইমরানের ১৫৯ এবং সূরা আশ শূরার ৩য় আয়াতের ভিত্তিতেই নির্বাচনী গণতন্ত্র সার্বজনীনতা লাভ করেছে। সত্যিকারের ইসলামী বিপ্লবের জন্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশই অনুকুল পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই সার্থক পদ্ধতি। ইসলামে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

গণবিপ্লব

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিণতিতে গণবিপ্লব বা গণ অভ্যুত্থানও ইসলাম কায়েমের একটি পদ্ধতি হতে পারে। গণবিপ্লব সে পর্যায়ে হতে পারে যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ থাকে না। যেমন ফিলিপাইনে মার্কোসিকে চলে যেতে হয়েছে, ইরানের শাহ উৎখাৎ হয়েছেন। গণবিপ্লবের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এক. বিভিন্নমুখী দল ও জোটের চেষ্টার ফলে সৃষ্ট গণ অভ্যুত্থানের উপর কোনো একটি বিশেষ মহল প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দলের পক্ষে ময়দানে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

দুই. গণঅভ্যুত্থানের আর একটি অবস্থা হলো নিজেদের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে এটি সংঘটিত করা। এ মুহূর্তে এটি আশা করা যায়না। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে যারা গণবিপ্লবের শ্লোগান উত্থাপন করছেন তারা বিগত দুই দশকে তাদের ভূমিকার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া কোনো ইতিবাচক কর্মকান্ডই তুলে ধরতে পারেননি।

সশস্ত্র বিপ্লব

সশস্ত্র বিপ্লব ইসলামে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। বৈধ অস্ত্র থাকা সত্বেও মক্কী জীবনে মহানবী সা. ও তাঁর সাথীরা কাফেরদের জুলুমের প্রতিকারের জন্যে অস্ত্র ব্যবহার

করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো 'কুফফু আইদিয়াকুম' (তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো) অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করোনা।

একদল মুমিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও অনুমতি পাননি। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে মহানবী সা. আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধ যখন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে শুধু তখনই সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করেছেন। #

আলোচনা

আলোচনার দিকনির্দেশনা :

১. ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ কোন্ পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য?

২. দীন কায়েমের কাজকে শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কয়টি স্তরে ভাগ করা যায়?

৩. দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা কখন, কোন্ স্তরে এবং কী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে ?

অধিবেশনের রিপোর্ট

নির্দেশিকা ভিত্তিক আলোচনা

এক : ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ কোন্ পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য?

ফাইন্ডিংস - ১ :

ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ নিম্নোক্ত পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
২. হাদিসে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে সর্বোচ্চ চূড়া বলা হয়েছে।
৩. সব ফরজের বড় ফরজ।
৪. এ দায়িত্ব সব কাজের উপর।
৫. সবাইকে কোনো না কোনো ভাবে এ দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করতে হবে।
৬. রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিলো এটা।
৭. দীন কায়েম করা এবং কায়েম রাখার জন্যেই উম্মাহর আবির্ভাব।
৮. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা ফরজে আইন।
৯. এ দায়িত্বের ব্যাপ্তি গোটা বিশ্বময় এবং কিয়ামত পর্যন্ত।
১০. এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সফলভাবে পালন করার জন্যেই অন্যান্য কাজ ফরজ করা হয়েছে।
১১. কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে এটা সব ফরজের বড় ফরজ।
১২. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া সালাত ও যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়, এ জন্যে এটাই বড় ফরজ।

দুই : দীন কায়েমের কাজকে শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কয়টি স্তরে ভাগ করা যায়?

ফাইন্ডিংস - ২ :

দীন কায়েমের কাজকে শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় :

১. চারটি স্তরে ভাগ করা যায়: ১. মানসিক বিপ্লব, ২. চরিত্র বিপ্লব, ৩. সমাজ বিপ্লব ও ৪. রাষ্ট্র বিপ্লব।
২. পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায় : স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর বিধান জানা, স্রষ্টার দেয়া বিধি বিধান সমাজে প্রচার করা, যারা গ্রহণ করবে তাদের সংগঠিত করা, সংগঠিত শক্তিকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নেয়ার চেষ্টা করা ও রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন করা।
৩. মানসিক বিপ্লব, চরিত্র বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লবের সাথে সাথে :
   ১. ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার,
   ২. সাংস্কৃতিক বিপ্লব,
   ৩. নেতৃত্বকারীদের নৈতিক ও বৈষয়িক যোগ্যতা অর্জন,
   ৪. পরীক্ষীত জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ।
৪. মৌলিকভাবে মাত্র দু'টি স্তরে ভাগ করা যায়: ১, মক্কী স্তর, ২. মাদানী স্তর।
৫. দুইটি স্তরে ভাগ করা যায় :
   ১. দুর্বল অবস্থায় গোপনে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সংগঠিত করা।
   ২. শক্তি অর্জিত হলে প্রচলিত প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা করা।
৬. চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি করা, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া, শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক কুটনীতি শক্তিশালী করা।

তিন : দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা কখন এবং কোন্ স্তরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে ?

ফাইন্ডিংস - ৩ :

দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা নিম্নোক্ত সময় ও স্তরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে :

০১. ক্ষমতায় যাওয়ার মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরি হলে।
০২. পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ট জনমত সৃষ্টি হলে।
০৩. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সকল বিভাগে যোগ্য লোক তৈরি হলে।
০৪. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করলে।
০৫. পরিবেশ ও ময়দান অনুকূল হলে।
০৬. প্রকৃতপক্ষে জনগণের 'খলিফা' হতে পারলে।
০৭. জনগণের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জিত হলে।
০৮. জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় dynamic দল তৈরি হলে।
০৯. শক্তিশালী মিডিয়া আয়ত্ব করতে পারলে।
১০. পারিবারিক, সামাজিক তথা সর্বত্র ইসলামকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে।

১১. ইকামতে দীনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলে।
১২. সকল পেশা ও শাখায় সংগঠন সৃষ্টি হলে।
১৩. সামাজিক স্তরে প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলে।
১৪. আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে।
১৫. গণজোয়ার সৃষ্টি করতে পারলে।
১৬. সামাজিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারলে।
১৭. নেতৃত্বকে জনপ্রিয় ও পরিচিত মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে।

চার : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা কী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহন করবে ?

ফাইন্ডিংস - ৪ :

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন করবে:

০১. রসূল স. যে পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সে পদ্ধতিতে।
০২. যোগ্য লোক তৈরির সাথে সাথে গণভিত্তি রচনা করতে হবে।
০৩. যোগ্যতানুযায়ী যাকে যে সময় যে নেতৃত্ব দেয়া দরকার তা দিতে হবে।
০৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই প্রযোজ্য।
০৫. গণতন্ত্রের পথ কখনো বন্ধ হয়ে গেলে সময়ের দাবিতে গণবিপ্লবের প্রয়োজন হতে পারে।
০৬. বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি।
০৭. সকল ক্ষেত্রে মডেল উপস্থাপন করা।
০৮. উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তৈরি করা।
০৯. অর্থনীতি ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া।
১০. দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় যেতে হবে।
১১. পদ্ধতিটা হতে হবে জনমত ভিত্তিক।
১২. জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি পেশ করতে হবে।
১৩. বাংলাদেশের মাটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই উপযোগী।
১৪. অনুকরণীয় আদর্শিক যোগ্য লোক তৈরির মাধ্যমে গণভিত্তি রচনা করা।
১৫. সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই সঠিক পন্থা।
১৬. গণবিপ্লব জনমতেরই প্রতিফলন, এটা গণতন্ত্রের বাইরের কোনো বিষয় নয়।
১৭. সশস্ত্র বিপ্লব ইসলাম সমর্থন করেনা।

৯

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার : নিরোধ ও নিরসনের উপায়

গবেষণা স্টাডি বৈঠক

জুন ২৮ ও জুলাই ১২ ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত

২৮ জুন ও ১২ জুলাই ২০০৮ তারিখ বিকেলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা স্টাডি বৈঠকের যথাক্রমে ১১ ও ১২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ও ১২তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ইসলামীক ইন্‌সটিটিউটের চেয়াম্যান জনাব মকবুল আহমদ। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন একাডেমীর ডাইরেক্টর আবদুস শহীদ নাসিম। অধিবেশন দুটিতে যথাক্রমে ২৭ ও ২০ জন চিন্তাবিদ গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার দিক নির্দেশনা সমূহ :

১. ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি অপপ্রচার করা হচ্ছে?
২. কারা অপপ্রচার করছে?
৩. অপপ্রচারের মাধ্যম সমূহ কি কি?
৪. অপপ্রচার মোকাবেলায় করণীয় কি কি? ক. কৌশলগত করণীয় কি কি? খ. বস্তুগত করণীয় কি কি?
৫. অপপ্রচার নিরসনের জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

রিপোর্ট

শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বৈঠকের সভাপতি জনাব আবদুল কাদের মোল্লা। তিনি বলেন, Moderate Islam বলে ইসলামকে দিয়ে ইসলামের মোকাবেলা করা হচ্ছে। কাদিয়ানি, বাহাই ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে দিয়ে ইসলামকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু আক্রমণের মোকাবেলায় আমাদের প্রতিরোধ দূর্গগুলো খুবই দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয়। স্টাডি বৈঠকের এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রোগ্রামে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতে পারে।

আলোচনা

উপশিরোনাম ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ প্রতিটি উপ বিষয়ের উপর contribute করেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পয়েন্ট আকারে সাজিয়ে নিম্নোক্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

১. ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি অপপ্রচার করা হচ্ছে

১. ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ না করে নিছক ধর্ম হিসেবে পেশ করা হয়, বলা হয় : ক. ইসলাম মানবাধিকার বিরোধী। ইসলাম সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী। খ. ইসলাম প্রগতি বিরোধী। জাগতিক উন্নতির ধারণা ইসলামে অনুপস্থিত। গ. ইসলাম young generation-এর পালনীয় বিষয় নয়।

২. ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ হিসেবে উপস্থাপন। ছুফি ভূষণের লোকদের শো-ডাউন ও মিছিল বের করিয়ে ইসলামী জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন।

৩. ইসলামকে বিভক্ত করা হচ্ছে, যেমন : Moderate ইসলাম, রাজনৈতিক ইসলাম, দাওয়াতি ইসলাম, সুফিবাদী ইসলাম, মোহাম্মদী ইসলাম, মিলিট্যান্ট ইসলাম ইত্যাদি। 'ইসলাম' কে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে উপস্থাপন। বলা হয় ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক বিষয়।

৪. Gender ইস্যু সৃষ্টি। বলা হয় ইসলামে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয় :
ক. নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতা ইসলামে নেই।
খ. ইসলাম বহু বিবাহ, তালাক ও বাল্য বিবাহকে উৎসাহিত করে।
গ. সম্পত্তিতে নারীদের সমঅধিকার নেই।
ঘ. তালাকে নারীদের সমঅধিকার নেই।

৫. অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। মুসলিমরা দরিদ্র।

৬. ইসলামী শরিয়া আইনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। বলা হয় এ আইন অবাস্তব।

৭. মুসলিমদের মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি এবং ফেরকাবাজীকে উৎসাহ প্রদান।

৮. কুরআন হাদিসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি। হাদিসকে অস্বীকারের নিমিত্তে 'কুরআনিয়্যুন' বা আহলে কুরআন গ্রুপ তৈরি।

৯. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার। বলা হয়, এটা সেকেলে। এখানে জংগি তৈরি হয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার।

১০. যা অপপ্রচার যোগ্য নয় তাও অপপ্রচার করা হয়। যেমন আল্লাহর বিরুদ্ধে, আল্লাহ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে অপপ্রচার। আল কুরআন সম্পর্কে অপপ্রচার, কুরআন নবীর রচনা বা কারো শিখানো বুলি।

১১. ইহুদিদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনায় মুসলিমদের দোষারোপ করা। উদোর পিন্ডি বোদোর ঘাড়ে চাপানো হয়।

২. কারা অপপ্রচার করছে ?

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, তারা :

১. জায়নবাদী ইহুদি গোষ্ঠি।

২. পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এসাইনমেন্ট প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক think tank সমূহ।
৩. মুসলিম দেশ সমূহে তৈরিকৃত পাশ্চাত্যের মানসিক দাস বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ইহুদি নাসারা নয়, কিন্তু তাদের দর্শনে বিশ্বাসী বিশেষ মুসলিম গ্রুপ। মুসলিম নামধারী মোনাফেক সম্প্রদায়।
৪. উগ্র খৃস্টান সম্প্রদায়।
৫. বাহ্মণ্যবাদী শক্তি।
৬. সেক্যুলার রাজনীতিক গ্রুপ।
৭. বিদেশী এবং দেশী কিছু গোয়েন্দা সংস্থা।
৮. পরাশক্তি, যারা পুরো দুনিয়াকে করায়ত্বে রাখতে চায়। এছাড়া-
ক. কিছু আঞ্চলিক শক্তি।
খ. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মাঝে অনুপ্রবেশকারী বাম গ্রুপ, যারা আজকের মিডিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে।
গ. মোড়লীপনা করার জন্যে এবং ইসলামী রেনেসাঁকে ঠেকানোর জন্যে তথাকথিত মোড়ল রাষ্ট্র সমূহ।
১২. রাষ্ট্র শক্তি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি ও শাসক শ্রেণী।
১৩. কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী : প্রতিষ্ঠিত সমাজ শক্তি, ধনিক শ্রেণী ও অর্থনৈতিক শক্তি। তথাকথিত civil society - যারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে।
১৪. মাজার পুজারী ও খানকাপন্থীরা, তথাকথিত সুন্নী, কাদিয়ানি, শিয়াদের মধ্যে বিভ্রান্ত সমপ্রদায়।
১৫. এক শ্রেণীর পীর মাশায়েখ ও ওয়ায়েজ। আকাবের ও বুজুর্গ পূঁজারী শ্রেণী এবং ধর্মীয় ব্যবসায়ী গ্রুপ।
১৬. তথাকথিত ইসলামী আন্দোলন : যারা নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী পুণর্জাগরণের বিরোধিতা করে, যেমন- হিযবুত তাহরীর, তরিকতে আহলে বাইত, ইসলামী উম্মাহ সহ অনেকগুলো সংগঠন।
১৭. অজ্ঞ মুসলমান, অন্ধ বিশ্বাসী, অন্ধ অনুসারী।
১৮. আকলকে শরিয়ার উৎস জ্ঞানকারী গোষ্ঠী।
১৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও মিডিয়া কেন্দ্রিক একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও cultural গোষ্ঠী, যারা ইসলামকে মোটেই সহ্য করতে পারেনা।

৩. অপপ্রচারের মাধ্যম সমূহ

অপপ্রচারকারীরা অপপ্রচারের জন্যে নিম্নোক্ত মাধ্যম সমূহ ব্যবহার করছে :
১. Print media- সংবাদ পত্র, সাময়িকী, বই পুস্তক, স্মারক।
২. Electronic Media, News Agency, Internet, Syndicate.
৩. ফিচার সার্ভিস, প্রচারণী সংস্থা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা।
৪. দেশি বিদেশী এনজিও, সাহায্য সংস্থা ।
৫. বিদেশী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৬. ধর্ম শিক্ষা বিমুখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৭. সিলেবাসভুক্ত কিছু পাঠ্যবই।
৮. জাল হাদিস এবং জয়ীফ হাদিস প্রচার।
৯. ইসলামের নামে কেচ্ছা কাহিনীপূর্ণ অবান্তর বই প্রচার। যেমন : তাযকেরাতুল আওলিয়া ইত্যাদি।
১০. বিদ্বেষপূর্ণ ও তথ্যবিকৃত নাটক, সিনেমা, মঞ্চ নাটক, লোক সংগীত, গণ সংগীত, কবিতা চর্চা, মেলা, সেমিনার, গবেষণা গ্রুপ ও তথাকথিত উপন্যাস ইত্যাদি।
১১. মুসলিম নামধারী সেক্যুলার সরকার।
১২. নারীবাদী আন্দোলন। তথাকথিত কালচার সংগঠন সংস্থা সমূহ।
১৩. সুদি প্রতিষ্ঠান।
১৪. খানকা, মাজার।
১৫. পশ্চিমী সংস্কৃতি ভিত্তিক দিবস পালন : যেমন- ভ্যালেন্টাইন ডে।

৪. অপপ্রচার মোকাবেলায় করণীয় কি কি?

ক. কৌশলগত করণীয় কি কি?

১. জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিম উম্মাহকে অগ্রসর করা। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে পদচারণা করা। মুসলিম যুবকদের ব্যাপক জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন, বিশেষত ইসলামের বিজয় প্রত্যাশীদের।
২. কি কি অপপ্রচার করা হচ্ছে সেগুলো জানা। শত্রুদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা।
৩. অপপ্রচারের উদ্দেশ্য এবং অপপ্রচারকারীদের কৌশল জানা।
৪. মুসলিম যুবকদের সত্যিকারের মুসলিম তৈরির পদক্ষেপ নেয়া।
৫. ইসলামের দাওয়াতি কাজ বৃদ্ধি করা। সুযোগ পেলেই দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করা। 'হিকমাহ ও মাওয়িজাতুল হাসানা' অবলম্বন করে দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারণ করা।
৬. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা। এ কাজে সকল মাধ্যম ব্যবহার করা।
৭. ইসলামী কর্মীদের চরিত্রকে উন্নত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮. 'ধর্ম ও রাজনীতি সমন্বিত বিষয়' একথা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করা।
৯. ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।
১০. তরুনদের জন্যে আদর্শিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।
১১. আরবি ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করা। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করা। মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জন করা।
১২. অপপ্রচারে উত্তেজিত না হওয়া। ঠান্ডা মাথায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৩. অপপ্রচারের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করা এবং প্রকৃত সত্য ব্যাপার তুলে ধরা।
১৪. রসূলের অবলম্বিত পন্থায় অপপ্রচার মোকাবেলা করা। সঠিক পন্থায় সত্যকে উপস্থাপন করা।

১৫. অপপ্রচারের জবাবে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা। অপপ্রচারের সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান করা। আক্রমণাত্মক কথা বার্তা না বলা। নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি পরিহার করে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি গ্রহণ ও ইতিবাচক কাজকে প্রাধান্য দেয়া।

১৬. অপপ্রচারকারীদের স্বরূপ উন্মোচন করা। জাহেলি পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্বলতা সমূহ তুলে ধরা।

১৭. টেকসই ও কার্যকর বিকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১৮. বিরোধীদের সাথে সংলাপ এবং আন্তধর্ম সংলাপের ব্যবস্থা করা।

১৯. তথ্য সন্ত্রাসের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা। প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র তুলে ধরা ও স্বরূপ উন্মোচন করা। আন্তর্জাতিক সংগঠন, সংস্থা সমূহের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ, ভিসিডি. ডিভিডি. প্রণয়ন করা।

২০. শুধু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়; সেবার মানসিকতা নিয়ে মানবতার সেবায় কাজ করা।

২১. সামাজিক বৃহৎ উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করা, আয়োজন করা, যেমন : ঢাকার ৪০০ বছর উদযাপন।

২২. রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা।

২৩. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জোরদার করা। এ প্রসঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বহুমূখী প্রোগ্রাম গ্রহণ করা।

২৪. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা।
   ক. আন্তর্জাতিক কার্যকরী সংস্থা তৈরি করা।
   খ. শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফান্ড তৈরি করা।
   গ. আঞ্চলিক জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
   ঘ. রিসার্চ ও স্যোশাল ইনস্টিটিউট সমূহের জোট তৈরি।

২৫. বিরোধীদের মধ্যে লোক তৈরি করা। বিরোধীদের মধ্যে অবস্থানকারীদের পরিচয় প্রকাশ না করা। বাতিলদের মাঝে অনুপ্রবেশ।

২৬. নমুনা পেশ করার মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা। প্রবৃত্তির দাসত্বের মনোভাব পরিহারের উপযোগী করে মুসলিমদের তৈরি করা।

২৭. বর্তমান বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত ইসলামের সম্প্রসারণ নীতি কি ছিলো : দাওয়াত ও উদারতা, নাকি তলোয়ার ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান। এ জন্যে : ক. ইসলামের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করা। খ. ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রাচ্যবিদদের মোকাবেলার হাতিয়ার ও তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা।

২৮. গবেষক, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী তৈরির জোরালো প্রচেষ্টা চালানো। সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ও উপযোগী লোক তৈরি করা। এজন্যে যুগপোযোগী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

২৯. গবেষণাধর্মী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। রাজনৈতিক ও গবেষণামুখী কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। 'গবেষণা স্টাডি বৈঠক' জাতীয় প্রোগ্রাম অব্যহত

রাখা; যাতে করে সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানের উপায় বের করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা যায়।

৩০. অপব্যাখ্যা করা হয় এমন টেক্সট গুলোর সংকলন তৈরি করে সঠিক ব্যাখ্যাসহ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। জাল হাদিসগুলো চিহ্নিত করে জাল হাদিস হিসেবে প্রচার করা।

৩১. অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন ও ভালো বই অনুবাদ করা। ভালো বইয়ের ফলাও প্রচার ও উন্নত বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

খ. বস্তুগত করণীয় কিকি?

৩২. নতুন নতুন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

৩৩. সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা

৩৪. স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করা।

৩৫. জনপ্রিয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ইসলামী কর্মীদের কাজ করা।

৩৬. মিডিয়ার মালিকানা পরিবর্তনের খবর রাখা এবং সুযোগ এলে কিনে নেয়া।

৩৭. ইন্টারনেট-এ ওয়েব সাইট খোলার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা।

৩৮. সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী তৈরি করা।

৩৯. বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৪০. অপরাপর টিভি মিডিয়ার সময় কিনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪১. জ্ঞানগর্ভ ও সঠিক আলোচনার উপযুক্ত মিডিয়া বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

৪২. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সিনেমা, নাটক, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি তৈরি করা।

৪৩. মিডিয়া প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ব্যবহার ভেবে দেখা যেতে পারে।

৪৪. প্রতিষ্ঠিত সঠিক ধারার মিডিয়াগুলোকে জনপ্রিয় করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪৫. ব্যাপকভাবে ইসলামী বই লেখা ও পাঠ্য বই প্রণয়ন করা।

৪৬. গণ শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা। চলমান গণ-শিক্ষা কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো। যেমন : শিশু, বয়স্ক, মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪৭. লং কোর্স এবং শর্ট কোর্স এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪৮. কার্যকরী ও শক্তিশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

৪৯. ব্যাপক ইসলামী অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

৫০. ব্যাপক এনজিও ও সামাজিক সেবা মূলক সংস্থা গড়ে তোলা।

৫১. মসজিদগুলোকে সুসংগঠিত করা ও প্লাটফর্ম বানানো : দারস ও তাফসীর আয়োজন এবং কমিটিতে ভূমিকা রাখা।

৫২. দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫৩. আদর্শ খুতবার বই লিখে ব্যাপক প্রচার করা।

৫৪. খতিব ও খুতবার প্রতি মনোযোগী হওয়া। খতিব, ওয়ায়েজ ও টিভি ব্যক্তিত্বদের নিয়ে নির্দেশনা মূলক ওয়ার্কশপ করা।

৫৫. আলেমদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক ও সেমিনার আয়োজন করা।

৫৬. দোদল্যমানদের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা।
৫৭. জাতীয় পর্যায়ের ইসলামী দলগুলোর জোট করে অপপ্রচার নিরোধে ভূমিকা রাখা।
৫৮. বিশ্বব্যাপী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশসমূহের জোটের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো।
৫৯. আইএমএফ. ন্যাটো ইত্যাদির বিপরীতে আইডিবি ও ওআইসি মার্কা নয় বরং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্য সংস্থা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫. অপপ্রচার নিরসনের জন্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

১. ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।
২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা ব্যাপকভাবে উন্নত মকতব পরিচালনা করা।
৩. মাদরাসাগুলোতে আমলের জযবা ও আকুলতাপূর্ণ সিলেবাস প্রণয়ন করা।
৪. মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মতভেদপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করা।
৫. সাধারণ শিক্ষিতদের এসএসসি/এইচএসসি'র পরে শর্ট কোর্সে আলেম তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা।
৬. পাঠ্য পুস্তকের অপপ্রচারগুলোর জবাব দেয়ার মত বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।
৭. অপপ্রচার খন্ডন করে ফ্রি পুস্তিকা বিতরণ করা।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মকবুল আহমদ বলেন, বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা গুলো চিহ্নিত করা এবং সমাধানের উপায় বের করা যতটা কষ্টকর ; তার চেয়ে অধিক কষ্টকর তা বাস্তবায়ন করা। সুতরাং তুলনামূলক সহজ এই গবষেণা স্টাডি বৈঠকটি চালু রাখা দরকার। মাঝপথে বন্ধ হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গবেষণা স্টাডি বৈঠকের সার কথা বই আকারে প্রকাশ করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় -এর ফলোআপ ও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রদান করা প্রয়োজন। #

গবেষণা স্টাডি বৈঠক সমূহে যারা উপস্থিত ছিলেন

একাডেমীর সদস্য ও আমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন :

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী চেয়ারম্যান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

অধ্যাপক আ ন ম আবদুয যাহের সদস্য, একাডেমী নির্বাহী কমিটি

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা সদস্য, একাডেমী নির্বাহী কমিটি

জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সদস্য, একাডেমী নির্বাহী কমিটি

অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের সদস্য, একাডেমী নির্বাহী কমিটি

জনাব হাফিজুল ইসলাম মিয়া সদস্য, একাডেমী নির্বাহী কমিটি

জনাব মকবুল আহমদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামীক ইনস্টিটিউট

জনাব সাইফুল আলম খান মিলন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইবনে সিনা ট্রাস্ট

প্রফেসর ড. এম উমার আলী ভাইস চ্যান্সেলর, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান ক্যাম্পাস প্রধান, আই আই ইউ সি. ঢাকা ক্যাম্পাস

প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ রুহুল আমিন বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

জনাব ইজ্জত উল্লাহ কর্মপরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জনাব আ ন ম আবদুস শাকুর সদস্য, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

জনাব বদরে আলম সদস্য, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন অধিবেশনে যারা উপস্থিত ছিলেন :

ড. খন্দকার আ ন ম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সহযোগী অধ্যা. হাদিস এন্ড ইস. স্টাডিজ বিভাগ. ইবি.

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক প্রো-ভিসি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামীক ইউনিভার্সিটি চিটাগং (IIUC)

ড. হাসান মঈন উদ্দীন চেয়ারম্যান, দাওয়াহ বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি

জনাব এটিএম ফজলুল হক অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আজহারুল ইসলাম অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম ডীন, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামীক ইউনিভার্সিটি

ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আবদুল্লাহিল বাকি অধ্যাপক, প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এ বি এম হিযবুল্লাহ অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুহাম্মদ আবদুল হক গবেষক

ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ সহকারি অধ্যাপক, আই আই ইউ সি. ঢাকা ক্যাম্পাস

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন মিজি অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মানযুর-এ ইলাহী সহকারি অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মাওলানা মুফতি আবু ইউসুফ উপাধ্যাক্ষ, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান সহকারি অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুহাম্মদ মতিউল ইসলাম সহকারি অধ্যা. এরাবিক ল্যাং. এন্ড লিটা. আইআইইউসি. ঢাকা ক্যাম্পাস

ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান পরিচালক গবেষণা, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী

ড. মাহমুদ আহমদ এসভিপি. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

প্রফেসর আ.ন.ম. রশিদ আহমদ সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ, বি আই ইউ.

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান অধ্যাপক, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান প্রিন্সিপাল, মিসবাহুল উলুম কামিল মাদরাসা

মাওলানা মাঈনুদ্দীন সিরাজী প্রিন্সিপাল, চান্দিনা আলিয়া মাদরাসা

জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম এসভিপি. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ইভিপি. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

জনাব মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান চেয়ারম্যান, জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন ইসলামী চিন্তাবিদ

মুফতি আবদুল মান্নান দারুল ইফতা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর শিক্ষাবিদ

মাওলানা কুতুবুল ইসলাম সহকারি অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলানা আকরাম ফারুক লেখক, অনুবাদক

ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষক

জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এভিপি. ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ প্রভাষক, বাংলাদেশ মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মাওলানা ফেরদাউস বিন ইসহাক পীর সাহেব, চরমোনাই

ড. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন গবেষক

জনাব যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক সহকারি অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলানা রুহুল আমীন আল মাদানী হেড মুহাদ্দিস, মিসবাহুল উলুম কামিল মাদরাসা

জনাব আহসান হাবিব ইমরোজ চেয়ারম্যান, লাইট হাউজ ফাউন্ডেশন

জনাব মজিবর রহমান মঞ্জু উপ পরিচালক, দিগন্ত টেলিভিশন

জনাব মুহাম্মদ মুখতার আহমদ সহকারি অধ্যাপক, SENURC, আইআইইউসি, ঢাকা ক্যাম্পাস

মাওলানা মোয়াজ্জম হোসাইন হেড মুহাদ্দিস, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টংগী শাখা

জনাব আবদুল কাদের সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মুহাম্মদ মুসা খান অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

জনাব মুহাম্মদ মোশাররফ হুসাইন সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামীক হিস্ট্রী এন্ড কালচার, ঢা. বি.

মাওলানা শামাউন আলী আল মাদানী সদস্য সচিব, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক

মাওলানা আতিকুর রহমান চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সমিতি

জনাব এ আর এম আব্দুল মতিন চিন্তাবিদ

ডা. নাজমুল হক রবি সহকারি অধ্যাপক, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট

জনাব আবুল কালাম আজাদ পিএইচডি গবেষক

শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

মাওলানা মওদূদী রহ. -এর

রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমজান তাকওয়া

অধ্যাপক গোলাম আযম -এর

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi

নঈম সিদ্দিকী -এর

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

আব্বাস আলী খান -এর

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান -এর

নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

সাইয়্যেদ সাবিক -এর

ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ২য় খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ৩য় খণ্ড

আবদুস শহীদ নাসিম -এর

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
আসুন আমরা মুসলিম হই
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহ্‌র বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২